আবিরাবীর্ম এধি

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে
শ্রীঅমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

মুদ্রাকর—শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব মাননীয় বিচারপতি

স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম.এ., বি.এল., মহাশয় লিখিত

অবতরণিকা

স্মরণাতীত যুগ হইতে পবিত্র সনাতন ধর্মের প্রভাবে এই বিশাল ভারতভূমি জ্ঞান, ধর্ম ও মুক্তি-মোক্ষের পরম স্থান বলিয়া পরিচিত। হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর কর্ম, হিন্দুর শিক্ষা, হিন্দুর দীক্ষা, হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক সকল কার্যের মধ্যে যে অপরূপ মৌলিকতা আছে, জগতের কুত্রাপি তাহা পরিলক্ষিত হয় না। হিন্দুর ন্যায় বিরাট মন আর কোথাও নাই। এমন মনের অধিকারী হইয়াও,—মুরারি-চরণচ্যুত-মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় বিশ্বপিতার পূত-পদরজঃ-ধূসরিত হইয়াও, আমরা সে মনের--সে মহিমাগরিমা-মণ্ডিত জ্ঞান-ধর্মের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছি। অক্ষমতার কারণ—বিকৃত শিক্ষা।

শিক্ষার সহিত ধর্ম ও জাতীয়তা ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। যে শিক্ষা ধর্মশূন্য এবং জাতীয়তার ভিত্তির উপর গঠিত নহে, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। তাহাতে পুস্তকগত বিদ্যালাভ হওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা হয় না।

জাতীয়তা কি, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। একবার নিজের দিকে বা দেশের দিকে দেখিলেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারা

যায়। "আমার জাতির বিশেষত্ব কি" এই প্রশ্ন নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিলেই যে কথা মনে উদয় হইবে, তাহাকেই আমি জাতীয়তা বলি।

ধর্ম কি? ইহার অনেক উত্তর আছে, ফলে কিন্তু সব একই,—যথা "যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ"—অর্থাৎ যে কার্যে উভয় লোকে সুখসম্প্রাপ্তি হয়, মনুষ্য যে পথে চলিলে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুখ সমৃদ্ধি লাভ করে, ও পরলোকের বাধাসম্পাদক কর্মসকল পরিত্যাগ করে, যাহা ইহলোক ও পরলোক উভয়েরই কল্যাণসাধক তাহাই ধর্ম। ব্যাখ্যাটী হৃদয়ঙ্গম করা বোধ হয় তত সহজ নহে, সুতরাং অপর একটী সহজ উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। "ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ"—অর্থাৎ যাহা না হইলে সংসার চলিতে পারে না বা স্থির থাকিতে পারে না এবং যাহা পৃথিবী ও অপরাপর লোকসকলকে ধারণ করিয়া থাকে, যদ্দ্বারা সমুদয় নিয়মবদ্ধ থাকে এবং জনসংখ্যা বর্ধিত হয়—তাহাই ধর্ম; এবং যাহা ইহার বিপরীত অথবা ইহার বিপরীত ফল উৎপন্ন করে তাহা ধর্ম নহে,—অধর্ম।

জাতীয়তা ও ধর্মের ভিত্তিতে শিক্ষা দিতে হইলে, আমাদের যাহা কিছু ভাল জিনিষ আছে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, তাহার আদর্শ সম্মুখে ধরিতে হইবে এবং ইহাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে—আমরা নিজে কিছুই নহি পরন্তু সকল বিষয়েই শ্রীভগবানের করুণাপেক্ষী। তাঁহারই মহিমায় সৃষ্ট, তাঁহারই আদেশে নিয়োজিত এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত—এই কথা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া যদি আমরা চলিতে পারি তবেই যাহা শিখিব তাহাতে সুফল ফলিবে ও তাহা সৎকার্যে বা সদনুষ্ঠানে নিয়োজিত করিতে পারিব।

আর্য শাস্ত্র, তথা আর্য শিক্ষা,—কর্ম, উপাস্তি ও জ্ঞান এই ত্রিকাণ্ডাত্মক। "কর্মণা জায়তে ভক্তিঃ, ভক্ত্যা জ্ঞানঞ্চ জায়তে"—

অর্থাৎ কর্ম হইতে ভক্তির উৎপত্তি এবং ভক্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রীয় কর্ম দ্বিবিধ— নিত্য ও নৈমিত্তিক। নিত্য কর্ম—সন্ধ্যা বন্দনাদি, আর নৈমিত্তিক কর্ম—ব্রতাদি। কিন্তু সকল কর্মের মূলে দীক্ষা, ধর্মের পথে যাইতে হইলে—আগে দীক্ষা। কিন্তু সকলের পক্ষে এ পথ বোধ হয় সময়োপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

তবে অপর পথ কি নাই? আছে,—সাধনা। সাধনার পথে সর্বাগ্রে সাধ্যতত্ত্বের বিনির্ণয় আবশ্যক। আর্য ঋষিগণের যাহা সাধ্য তাহা বেদ, উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতিতে নিবদ্ধ। সাধ্য এক হইলেও সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ। সগুণ সাধ্যের অনন্ত প্রকাশ। ঋষিগণ এই সগুণ সাধ্যের পাঁচটী প্রধান বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা— (১) বিষ্ণু, (২) শিব, (৩) শক্তি, (৪) সূর্য এবং (৫) গণেশ। এই পঞ্চ দেবতার সাধকগণ যথাক্রমে—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর এবং গাণপত্য নামে পরিচিত। আর, সাধনার প্রথম সোপান আবৃত্তি। স্তোত্রপাঠ ও সঙ্গীতালোচনার ইহাই প্রয়োজনীয়তা।

উপরি উক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, হিন্দুর অতুলনীয় গ্রন্থ বেদের কয়েকটী প্রসিদ্ধ মন্ত্র, উপনিষদ-গীতা-ভাগবত-চণ্ডী-রামায়ণ-মহাভারত হইতে মনোরম অংশবিশেষ, এবং অনেক স্তোত্র ও সঙ্গীত সাধনায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। সর্বশেষে, কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত একটী পৃথক স্তবকে দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুর অনন্ত শাস্ত্র-ভাণ্ডারে এবং বঙ্গসাহিত্যে এরূপ আরও অনেক সম্পদ আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহাদের সন্ধান দেওয়া সম্ভব নয়। অপেক্ষাকৃত কঠিন শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়াতে সাধারণ পাঠকবর্গের পক্ষে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে। প্রাচীন কবিদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহাদের রচিত কয়েকটী স্তোত্র ও সঙ্গীত, বর্তমান সময়ে খুব প্রচলিত না হইলেও, এই গ্রন্থে স্থান

দেওয়া হইয়াছে। এমন অনেক স্তোত্র ও সঙ্গীত সাধনায় সংগৃহীত হইয়াছে যাহা কোন একখানি গ্রন্থে একত্র দেখা যায় না। সংগৃহীত স্তোত্র ও সঙ্গীতগুলি বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কবির রচনা হইলেও সম্পাদক তাহাদিগকে ভাবধারানুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাধনার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, এবং বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ইহার আদর হইবে বলিয়া আশা করি।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

১৫ই ফাল্গুন

১৩৪৪ সাল

প্রকাশকের নিবেদন—দ্বিতীয় সংস্করণে

সাধনার প্রথম সংস্করণ ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। দেশবাসী যে এতটা আদরের সহিত সাধনাকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা পরম আনন্দের কথা। কতকগুলি অনিবার্য কারণে সাধনার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইয়া গেল।

সাধনার এবার প্রভূত সংস্কার সাধিত হইয়াছে। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে কতকগুলি বিশিষ্ট অংশ সাধনায় নূতন সন্নিবেশ করা হইয়াছে। উপনিষৎ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, স্তোত্রাবলী এবং সঙ্গীত-মালারও কিছু কিছু পরিবর্তন এবং বহুল পরিমাণে পরিবর্ধন করা হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্র ও উপনিষদের অংশগুলির বঙ্গানুবাদ এবং ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে গীতা, চণ্ডী এবং স্তোত্রাবলীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয় নাই। পৌরাণিক অংশের সহিত বিষয়বস্তুর ঐক্যনিবন্ধন শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত অংশটি "পুরাণ" অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সঙ্গীত-মালাতে প্রাচীন এবং আধুনিক আড়াই শতের অধিক মনোরম সঙ্গীত সংগ্রহ করা হইয়াছে।*

* পঞ্চম সংস্করণে আরও শতাধিক সঙ্গীত, কয়েকটি স্তোত্র এবং অন্যবিধ রচনাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

বেদ হিন্দুর আদি ধর্মশাস্ত্র এবং অতি শ্রদ্ধার সামগ্রী। তাই, বেদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ সূক্ত ও সূক্তাংশ "বৈদিক মন্ত্র" অধ্যায়ে এই সংস্করণের প্রথমেই সংযোগ করা হইয়াছে। "দেবী-সূক্তের" দ্রষ্ট্রী, অম্ভৃণ ঋষির কন্যা, ব্রহ্মবিদুষী বাক্। বেদের আরও অনেক মন্ত্র নারীদ্বারা রচিত হইয়াছিল। ইহাতে বৈদিক যুগে ভারতীয় নারীর জ্ঞান, দিব্যানুভূতি এবং নারীজাতির প্রতি মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রার্থনার পঞ্চম (তৃতীয় সংস্করণে—চতুর্থ) ঋক্‌টিকে "ঐকমত্য" অথবা "সংজ্ঞান" বলা হয়। ইহাই ঋগ্বেদের শেষ মন্ত্র এবং উপদেশ। রাজর্ষি সুদাসের "ইন্দ্র"-সূক্তটিকে বৈদিক যুগের জাতীয় সঙ্গীত (বা সমর সঙ্গীত) বলা যাইতে পারে। উপনিষৎ, ভাগবত, রামায়ণ প্রভৃতির নির্বাচিত অংশগুলিও প্রসিদ্ধ এবং মনোজ্ঞ বলিয়াই সংযোগ করা হইয়াছে।

সাধনা প্রধানতঃ একখানি স্তোত্র এবং ধর্ম-সঙ্গীতের সঙ্কলন গ্রন্থ। "স্বর্গাদপি গরীয়সী" দেশ-মাতৃকার উদ্দেশে রচিত সঙ্গীতগুলিতে ধর্ম-সঙ্গীত বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। বাঙ্গলার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাকে "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী" বলিয়াছেন, তিনিও মহামায়ার মতনই উপাস্যা, অথবা চিন্ময়ী মহামায়ারই প্রত্যক্ষস্বরূপা মৃন্ময়ী প্রতিমা,—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

সাধারণের সুবিধার জন্য অধিকাংশ সঙ্গীতেরই সুর-তাল সংযোজন করা হইয়াছে। একই সঙ্গীত বিভিন্ন সুরেও গাহিতে শুনা যায়। যাঁহারা সাধনার সঙ্গীতগুলিকে সাধন-ভজনের পথে পাথেয়স্বরূপ মনে করিবেন, তাহারা অবশ্য নিজ নিজ ভাবানুযায়ী সুর-সংযোগ করিয়া লইবেন। তাঁহাদের জন্য বাহিরের সুর-নির্দেশের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই।

যে-সকল দেশবরেণ্য কবির অর্ঘ্যোপচারে সাধনার বেদী সজ্জিত করা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের নাম জানা না থাকায় কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায় নাই। তাঁহাদের এবং অন্য কয়েকজনের রচনা,

সাধনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুমতি লওয়া সম্ভব হয় নাই। ভরসা আছে, সাধনার উদ্দেশ্য জানিয়া তাঁহারা নিজগুণে এই ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। সাধনার পাঠ বিশুদ্ধ রাখিবার যথাসাধ্য যত্ন করা সত্ত্বেও যদি কোন ভুলত্রুটি থাকে, সুধী পাঠকবর্গ তাহা অনুগ্রহপূর্বক জানাইলে প্রকাশক উপকৃত এবং বাধিত হইবে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্বধর্মনিষ্ঠ স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, নাইট, এম. এ; বি. এল, মহাশয়কে সাধনার সুচিন্তিত "অবতরণিকা"র জন্য আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম. এ, এম. এল. এ, সলিসিটার, এবং হাইকোর্টের এ্যাড্ভোকেট* শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ, বি. এল, মহাশয়দ্বয় সাধনার প্রথম সংস্করণ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, উক্ত মহাশয়গণের আনুকূল্য এবং উৎসাহ না পাইলে সাধনা প্রকাশ করাই সম্ভবপর হইত না। তাঁহাদের সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বৈদিক মন্ত্রগুলির, মূলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যথাসম্ভব সরল ভাষায় বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছেন। বৈদিক অংশ সঙ্কলনে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরীও সাহায্য করিয়াছেন। সঙ্গীত-মালা সম্পাদনে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি. এল, সঙ্গীতশাস্ত্রী, সাহায্য করিয়াছেন। প্রচ্ছদপটের চিত্রটি শিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের এবং ভিতরেরটি শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের অঙ্কিত। সাধনার বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ, এম. এ, যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

* পরবর্তিকালে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি

সাধনার কলেবর এবার বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। কাগজের মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হেতু গ্রন্থের মূল্য এবার সামান্ত বৃদ্ধি করিতে হইল। বলা বাহুল্য, স্ত্রীশিক্ষা ও মাতৃজাতির সেবায় এই গ্রন্থের সমগ্র আয় ব্যয়িত হইবে। অন্ততঃ এইজন্তও সহৃদয় দেশবাসীর সহানুভূতি লাভ কবিতে পারিলে শ্রম সার্থক মনে করিব। নিবেদন ইতি—

দোল-পূর্ণিমা বিনীত
২রা চৈত্র, ১৩৪৪ সাল **প্রকাশক**

চতুর্থ সংস্করণ

সাধনার বর্তমান সংস্করণে বাংলা এবং হিন্দী সঙ্গীত বহুলাংশে বর্ধিত করা হইয়াছে। এইসকল লোকপ্রিয় সঙ্গীতের রচয়িতাগণকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহাদের কয়েকজনের নাম, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও, জানিতে পারি নাই; সেই কারণে এই সংস্করণে সেই গুণিগণের নাম-প্রকাশ সম্ভব হইল না। আশা করি, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

অনেক পাঠক এবং গায়কের ইচ্ছানুযায়ী এইবার···হিন্দী ভজনাবলী একটি পৃথক স্তবকে সন্নিবেশ করা হইল। হিন্দী ভজনাবলী সঙ্কলনে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রী বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ সাফল্যমণ্ডিত করিতে আরও কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

মহালয়া বিনীত
২রা আশ্বিন, ১৩৫৯ **প্রকাশক**

সূচীপত্র

সঙ্গীত-রচয়িতাগণের নাম

(১) অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য (২) অখিল নিয়োগী (৩) অতুলকৃষ্ণ মিত্র (৪) অতুলপ্রসাদ সেন (৫) অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (৬) অশ্বিনী কুমার দত্ত (৭) আনন্দঘন (৮) কবীর (৯) কমলাকান্ত চক্রবর্তী (১০) কাজী নজরুল ইসলাম (১১) কালিদাস রায় (১২) কালী মির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) (১৩) কালীশঙ্কর কবিরাজ (১৪) কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৫) দীন কৃষ্ণদাস (১৬) স্বামী কৃষ্ণানন্দ (১৭) মহাত্মা গণেশ (১৮) মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা (১৯) গিরিবালা দেবী (২০) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (২১) গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী (২২) গোপীদাস (২৩) গোবিন্দ অধিকারী (২৪) গোবিন্দদাস (২৫) গোবিন্দদাস চক্রবর্তী (২৬) গৌরীমাতা (২৭) স্বামী চণ্ডিকানন্দ (২৮) চণ্ডীদাস (২৯) চিত্তরঞ্জন দাশ (৩০) চিরঞ্জীব শর্মা (৩১) চৈতন্যদাস (৩২) জ্ঞানদাস (৩৩) স্বামী তপানন্দ (৩৪) তানসেন (৩৫) তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৬) তারিণীপ্রসাদ (৩৭) তুলসীদাস (৩৮) ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (৩৯) সাধক দাদু (৪০) দাশরথি রায় (৪১) দীনরাম (৪২) দীনেশশরণ বসু (৪৩) দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার (৪৪) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (৪৫) নবচন্দ্র রায় (৪৬) নরহরি সরকার (৪৭) নরোত্তমদাস (৪৮) নলিনীকান্ত সরকার (৪৯) নানক (৫০) নিত্যগোপাল গোস্বামী (৫১) নিশিকান্ত চক্রবর্তী (৫২) নীরদরঞ্জন মজুমদার (৫৩) নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (৫৪) নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (৫৫) পঞ্চানন ব্রহ্মচারী (৫৬) প্যারীমোহন কবিরত্ন (৫৭) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (৫৮) প্রণব রায় (৫৯) প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৬০) প্রসাদদাস (৬১) প্রিয়ম্বদা দেবী (৬২) প্রেমদাস (৬৩) প্রেমিক (৬৪) স্বামী প্রেমেশানন্দ (৬৫) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৬৬) বলরামদাস (৬৭) বসন্তকুমার চৌধুরী (৬৮) বাসুদেব ঘোষ (৬৯) বিদ্যাপতি

(৭০) বিপিনকালী দেবী (৭১) স্বামী বিবেকানন্দ (৭২) বিমল মিত্র (৭৩) বিশ্বরূপ গোস্বামী (৭৪) বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় (৭৫) বিহারিলাল সরকার (৭৬) বৃন্দাবনচন্দ্র গোপ (৭৭) বেচারাম মুখোপাধ্যায় (৭৮) বেণীমাধব পাল (৭৯) ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৮০) স্বামী ব্রহ্মানন্দ (৮১) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (৮২) মধুসূদন কিন্নর (মধুকান) (৮৩) মনোমোহন চক্রবর্তী (৮৪) মাধবদাস (৮৫) মীরাবাঈ (৮৬) মুরারি গুপ্ত (৮৭) যমুনাপুরী দেবী (৮৮) যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৮৯) রজনীকান্ত সেন (৯০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৯১) রসিকচন্দ্র রায় (৯২) রাধামোহনদাস (৯৩) মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় (৯৪) রামকৃষ্ণদাস (৯৫) রামপ্রসাদ সেন (৯৬) রামলাল দত্ত (৯৭) রৈদাস (৯৮) লোচন দাস (৯৯) শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী (১০০) শরৎচন্দ্র মিত্র (১০১) শৈলবালা দেবী (১০২) শৈলেন রায় (১০৩) স্বামী সচ্চিদানন্দ (১০৪) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১০৫) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১০৬) সরলা দেবী (১০৭) সুতপাপুরী দেবী (১০৮) সুধীরচন্দ্র সরকার (১০৯) স্বামী সুন্দরানন্দ (১১০) সুবোধ রায় (১১১) সুরদাস (১১২) সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১১৩) সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১১৪) হনুমান প্রসাদ পোদ্দার (১১৫) হীরেন বসু (১১৬) হেমেন্দ্রকুমার রায়।

পরপৃষ্ঠায় সূচীপত্রে সঙ্গীতের প্রথমাংশের অব্যবহিত পরে এবং পৃষ্ঠা-সংখ্যার পূর্বে (বন্ধনীর মধ্যে) সঙ্গীত-রচয়িতার নাম-সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে এই সংখ্যা নাই সেই সঙ্গীত-রচয়িতার নাম আমাদের নিকট অজ্ঞাত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীত 'বিশ্বভারতী'র অনুমতিক্রমে 'সাধনা'য় মুদ্রিত হইয়াছে।

সঙ্গীতের সূচীপত্র

প্রথমে সঙ্গীতের প্রথমাংশ, তারপর (বন্ধনীর মধ্যে) সঙ্গীত-রচয়িতার নামের সংখ্যা এবং শেষে পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়

বৈদিক মন্ত্র

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো
যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

বৈদিক মন্ত্র

(১)

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

সত্য (ভগবান্) এক, কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা
বহুপ্রকারে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

(ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত, ৪৬ ঋক্)

প্রার্থনা

(২)

(শুক্ল যজুর্বেদ, ১৬।৪১)

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

(৩)

(অথর্ববেদ, ১৯।৯।১৪)

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ শান্তি-
রোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ
সর্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ শময়াম্যহং যদিহ
ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং
সর্বমেব শমস্তু নঃ ॥

---

(২)

যিনি শুভের ও সুখের আকর তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি শুভকর ও সুখকর তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি কল্যাণ, যিনি কল্যাণতর তাঁহাকে নমস্কার ॥

(৩)

পৃথিবী শান্তি, অন্তরিক্ষ শান্তি, দ্যুলোক শান্তি, জলসমূহ শান্তি. ওষধিসমূহ শান্তি, বনস্পতিগণ শান্তি, বিশ্বদেবগণ শান্তি, সমস্ত দেবতারা

(৪)

(শুক্ল যজুর্বেদ, ১৯।৯)

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি ॥

শান্তি, শান্তি, শান্তি। সেই সব শান্তি দ্বারা, সমস্ত শান্তি দ্বারা যাহা এখানে ঘোর, যাহা এখানে ক্রুর, যাহা এখানে পাপ তাহা আমরা শান্ত করি, তাহা শান্ত হউক, তাহা কল্যাণ হউক, সমস্তই আমাদের শুভ হউক ॥

(৪)

তুমি তেজ, আমাতে তেজ স্থাপন কর। তুমি বীর্য, আমাতে বীর্য স্থাপন কর। তুমি বল, আমাতে বল স্থাপন কর। তুমি শক্তি, আমাতে শক্তি স্থাপিত কর। তুমি মানসিক তেজ, আমাতে মানসিক তেজ স্থাপন কর। তুমি প্রভাব, আমাতে প্রভাব স্থাপিত কর ॥

(৫)

(ঋগ্বেদ, ১০।১৯১)

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ॥২॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥৩॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥৪॥

(৬)

(শুক্ল যজুর্বেদ, ৩৬।২৪)

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং

(৫)

তোমরা সম্মিলিত হও, এক কথা বল, একমত হও ; যেমন পূর্ববর্তী দেবগণ একমত হইয়া (হবির) ভাগ লাভ করিয়াছেন।২। ইহাদের মন্ত্র সমান, সমিতি সমান, চিত্ত ও মন সমান। তোমাদের সমান মন্ত্র লক্ষ্য করিয়া আমি বলিতেছি, তোমাদের সমান হবির দ্বারা আমি হোম করিতেছি।৩। তোমাদের সঙ্কল্প সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের সুন্দর সাহিত্য (মিল) হইতে পারে ॥৪॥

(৬)

যাহাকে দেবগণ স্থাপিত করিয়াছেন (আদিত্যরূপ) সেই উজ্জ্বল চক্ষু পূর্বদিকে উদিত। (তাঁহার প্রসাদে) আমরা যেন শত বৎসর দেখি;

শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতম্
অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥

(৭)

সরস্বতী

(ঋগ্বেদ, ১৷৩)

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥১০॥
চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥১১॥
মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ॥১২॥

পারি, শত বৎসর বাঁচিতে পারি, শত বৎসর শুনিতে পারি, শত বৎসর শিক্ষা দিতে পারি, শত বৎসর অদীন হইয়া থাকিতে পারি, শত বৎসরের বেশীও যেন আমরা এই সব করিতে পারি ॥

(৭)

কর্ম যাঁহার ধন, যিনি পবিত্র করেন, ও যিনি অন্নসমূহ থাকায় অন্নবতী, সেই সরস্বতী (আমাদের) যজ্ঞ কামনা করুন। যিনি সূনৃত (অর্থাৎ সত্য ও প্রিয় বাক্য-) সমূহের প্রেরণা করেন, যিনি সুমতিগণকে জানেন, সেই সরস্বতী যজ্ঞকে ধারণ করিয়াছেন। তিনি মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশ করেন, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের হৃদয়ে জ্যোতিঃ ও সকল জ্ঞান উদ্দীপিত করেন ॥

(৮)

বিশ্বদেবগণ

(ঋগ্বেদ, ১।৯০)

ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তু বিদ্বান্। অর্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ ॥১॥
তে হি বস্বো বসবানাস্তে অপ্রমূরা মহোভিঃ। ব্রতা রক্ষন্তে বিশ্বাহা ॥২॥
তে অস্মভ্যং শর্ম যং সন্নমৃতা মর্ত্যেভ্যঃ। বাধমানা অপ দ্বিষঃ ॥৩॥
বি নঃ পথঃ সুবিতায় চিয়ন্ত্বিন্দ্রো মরুতঃ। পূষা ভগো বন্দ্যাসঃ ॥৪॥
উত নো ধিয়ো গো অগ্রাঃ পূষন্বিষ্ণবেবযাবঃ। কর্তা নঃ স্বস্তিমতঃ ॥৫॥
মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥৬॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥৭॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥৮॥
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥৯॥

(৮)

মিত্র ও বরুণ বিদ্বান্, তাঁহারা ও দেবগণের সহিত মিলিত (দেব) অর্যমা আমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করুন। ১। তাঁহারা ধনের অধিকারী, তাঁহারা প্রাজ্ঞ, তাঁহারা প্রভাবের দ্বারা সমস্ত দিন ব্রতসমূহকে রক্ষা করেন। ২। তাঁহারা অমর, আমরা মরণশীল। তাঁহারা শত্রুগণকে বাধা দিয়া আমাদিগকে সুখ দান করুন। ৩। বন্দনীয় ইন্দ্র, মরুদ্‌গণ, পূষা ও ভগ (দেবতা) সুগতির জন্য আমাদের পথ নির্দেশ করুন। ৪। হে পূষা, হে বিষ্ণু, হে দ্রুতগামী (মরুদ্‌গণ), আমাদের বুদ্ধি ও গো প্রভৃতি সম্পাদন কর, আমাদিগকে কল্যাণযুক্ত কর। ৫। যে ব্যক্তি ঋত (সত্য) কামনা করেন, তাহাব জন্য বায়ু মধু বর্ষণ করে, নদীসমূহ মধু বহন

(৯)

প্রজাপতি

(ঋগ্বেদ, ১০।১২১)

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥১॥

করে। ওষধিসমূহ আমাদের মধু হউক। ৬। রাত্রি মধু হউক, উষাসমূহ মধু হউক, পৃথিবীলোক মধু হউক, আর আমাদের পিতা (পিতৃস্বরূপ) দ্যুলোক মধু হউক। ৭। আমাদের বনস্পতি মধুমান্ হউক, সূর্য মধুমান হউক, আর আমাদের গাভীসমূহ মধুময় হউক। ৮। মিত্র আমাদের সুখকর হউন, বরুণ আমাদের সুখকর হউন, অর্যমা আমাদের সুখকর হউন, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আমাদের সুখকর হউন, আর যিনি বিপুলভাবে পদক্ষেপ করিয়া থাকেন সেই বিষ্ণু (সূর্য) আমাদের সুখকর হউন ॥ ৯ ॥

(৯)

অগ্রে হিরণ্যগর্ভ হইয়াছিলেন। জাত হইয়া তিনি ভূতগণের এক (মাত্র) পতি হইয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীকে, দ্যুলোককে, আর এই (ভূমিকে) ধারণ করিয়া থাকেন। (সেই) কোন দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা পরিচর্যা করিব। [চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি শব্দে কোন বিশেষ পদার্থকে বুঝা যায়। এই সব পদার্থের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ থাকে, এবং তাহা দ্বারা সহজেই তাহাদিগকে বুঝা যায়। কিন্তু 'কোন' ('কিম্', পুংলিঙ্গে 'কঃ') এই সর্বনাম দ্বারা কোন নির্দিষ্ট পদার্থকে বুঝা যায় না, ইহাতে সবই বুঝা যাইতে পারে। এইরূপেই 'প্রজাপতি' শব্দে যাহা অর্থাৎ যে দেবতা বুঝা

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥২॥
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৩॥
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৪॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃল্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৫॥

যায় তাহা এই, বা উহা, বা সেই, এই প্রকার কিছু নির্দিষ্ট নহে, উহা সর্বব্যাপী, সবই। এইরূপে 'প্রজাপতি' ও 'কোন' শব্দের সাদৃশ্য থাকায় 'প্রজাপতিকে' 'কোন' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়। বৈদিক ভাষায় বলা হয়, 'কিম্' শব্দ যেমন 'অনিরুক্ত' (অর্থাৎ কোন বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত নহে), 'প্রজাপতি'ও সেইরূপ 'অনিরুক্ত'। তাই ঐ উভয় শব্দের অর্থ একই।] ১। যিনি আত্মাকে দান করেন, বল দান করেন, সকলে যাঁহার আজ্ঞাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করে, দেবগণ যাঁহার (আজ্ঞাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন,) অমরণ হইতেছে যাঁহার ছায়া, মৃত্যু হইতেছে যাঁহার (ছায়া), (সেই) কোন দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা পরিচর্যা করিব। ২। যিনি মহিমায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও অক্ষিপুট সঞ্চালনকারী জগতের একমাত্র রাজা হইয়াছেন, দ্বিপদ (মনুষ্যাদি) ও চতুষ্পদগণের আধিপত্য করেন, (সেই) কোন দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা পরিচর্যা করিব। ৩। এই হিমবৎ (পর্বত)-সমূহ, নদীর সহিত সমুদ্র যাঁহার মহত্ত্ব বলিয়া কথিত হয়, এই দিক্‌সমূহ যাঁহার বাহু, (সেই) কোন দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা পরিচর্যা করিব। ৪। যিনি উগ্র দ্যুলোক ও পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন,

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি স্থর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৬॥
আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৭॥
যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৮॥
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৯॥
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম ॥১০॥

স্বর্গকে যিনি স্তব্ধ (স্থির) করিয়াছেন, আদিত্যকে যিনি স্তব্ধ করিয়াছেন, অন্তরিক্ষে যিনি জলের সৃষ্টি করেন, (সেই) কোন দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা পরিচর্যা করিব।৫। দ্যুলোক ও পৃথিবী রক্ষার জন্য স্তব্ধ হইয়া, প্রকাশমান হইয়া মনে-মনে যাঁহার দিকে চাহিয়া দেখে, যাঁহাতে উদিত হইয়া সূর্য প্রকাশ পায়, (সেই) কোন দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা পরিচর্যা করিব।৬। মহান্ জলসমূহ গর্ভধারণ করিয়া, অগ্নিকে উৎপাদন করিয়া যখন বিশ্বে চলিয়াছিল, তখন তাহা হইতে দেবগণের এক প্রাণ জাত হয়, (সেই) কোন দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা পরিচর্যা করিব।৭। যিনি দক্ষের (প্রজাপতির) ধারক ও যজ্ঞের জনক জলসমূহকে (নিজের) মহিমায় পরিদর্শন করিয়াছিলেন, এবং যিনি দেবগণের উপরে এক (অদ্বিতীয়) দেব ছিলেন, (সেই) কোন দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা পরিচর্যা করিব।৮। তিনি যেন আমাদিগকে আঘাত না করেন, যিনি পৃথিবীর জনয়িতা, যিনি সত্যধর্মযুক্ত ও দ্যুলোককে উৎপাদন করিয়াছেন,

(১০)

পুরুষ-সূক্ত

(ঋগ্বেদ, ১০।৯০)

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥১॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩॥

এবং যিনি আহ্লাদকর ও বৃহৎ জলসমূহ উৎপাদন করিয়াছেন, (সেই) কোন দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা পরিচর্যা করিব।৯। প্রজাপতি, তোমা হইতে অন্য (কেহ) উৎপন্ন এই সমস্ত বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারে না। আমরা যে কামনা করিয়া তোমার হোম করি, তাহা (পূর্ণ) হউক। আমরা যেন ধনপতি হইতে পারি ॥১০॥

(১০)

(সেই) পুরুষের মস্তক সহস্র, নয়ন সহস্র ও চরণ সহস্র। তিনি পৃথিবীকে সর্বতোভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া দশ-অঙ্গুলি-পরিমিত স্থানকে (ব্রহ্মাণ্ডকে) অতিক্রম করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন।১। এই সমস্ত (বর্তমান), এবং যাহা কিছু ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহা পুরুষই। তিনি অমৃতত্বের অধিপতি, কেননা তিনি অন্নের দ্বারা (সকলের উপরে) অধিরূঢ়।২।

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥৪॥
তস্মাদ্বিরালজায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥৫॥
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥৬॥
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥৭॥
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮॥

এত তাঁহার মহিমা। ইহা হইতেও তিনি অধিকতর। সমস্ত ভূত ইঁহার এক অংশ, আর তিন অংশ—যাহা অমৃত তাহা দ্যুলোকে।৩। পুরুষ তিন অংশে উর্ধ্বে থাকিলেন, আর ইঁহার এক অংশ থাকিল এখানে। অনন্তর তিনি যাহারা ভোজন করে ও যাহারা ভোজন করে না এই উভয়কেই পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিলেন।৪। তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন। বিরাটের উপরে পুরুষ। তিনি জাত হইয়া অতিরিক্ত (প্রধান) হইয়া রহিলেন এবং পরে ভূমিকে ও অনন্তর শরীরসমূহকে (সৃষ্টি করিলেন)।৫। যখন দেবগণ পুরুষকেই হবি করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন (তখন) বসন্ত হইয়াছিল তাহার আজ্য, গ্রীষ্ম হইয়াছিল ইন্ধন, আর শরৎ হইয়াছিল হবি।৬। তাঁহারা পূর্বে উৎপন্ন যজ্ঞের সাধনস্বরূপ সেই পুরুষকে কুশে (রাখিয়া) প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহা দ্বারা দেবগণ যাগ করিয়াছিলেন, আর যাঁহারা সাধ্য ও ঋষি (তাঁহারাও যাগ করিয়াছিলেন)।৭। যে যজ্ঞে সমস্ত হোম করা হইয়াছিল, তাহা হইতে পৃষদাজ্য (দধিমিশ্রিত ঘৃত) সম্পাদিত হয়। তিনি (তাহা হইতে)

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৯॥
তস্মাদশ্বা অজায়স্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥১০॥
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে ॥১১॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১২॥
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥১৩॥

আরণ্য ও গ্রাম্য পশুসমূহ করিলেন—যাহাদের অধিষ্ঠাতা হইতেছেন বায়ু।৮। যে যজ্ঞে সমস্ত হোম করা হইয়াছিল, তাহা হইতে ঋক্ ও সামসমূহ জাত হয়, তাহা হইতে ছন্দঃসমূহ জাত হয়, তাহা হইতে যজুঃ জাত হয়।৯। তাহা হইতে অশ্বসমূহ জাত হয়, আর যে-কোন (পশু এমন আছে যে যাহাদের) উভয় পাটিতেই দাঁত থাকে (তাহারাও জাত হয়)। গোসমূহ তাহা হইতে জাত হয়, ছাগ ও মেষসমূহ তাহা হইতে জাত হয়।১০। যখন (তাঁহারা) পুরুষকে বিধান করিয়াছিলেন (তখন তাঁহাকে) কত প্রকারে কল্পিত করিয়াছিলেন? ইঁহার মুখ কি, বাহু দুইখানি কি, উরু দুইখানি ও পাদ দুইখানি কি উক্ত হইয়াছিল? ১১। ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়কে দুইখানি বাহু করা হইয়াছিল, যাহা বৈশ্য তাহা ইঁহার দুইখানি উরু, (আর) পা দুইখানি হইতে শূদ্র জাত হইয়াছিল।১২। চন্দ্রমা (ইঁহার) মন হইতে জাত হয়, চক্ষু হইতে সূর্য জাত হয়, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, আর

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥১৪॥
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥১৫॥
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥১৬॥

প্রাণ হইতে বায়ু জাত হয়।১৩। নাভি হইতে হইয়াছিল অন্তরিক্ষ, শীর্ষ হইতে হইয়াছিল দ্যুলোক, পা দুইখানি হইতে ভূমি, এবং শ্রোত্র হইতে দিক্‌সমূহ। এইরূপেই (তাঁহারা) লোকসমূহ কল্পনা করিয়াছিলেন।১৪। দেবগণ যখন যজ্ঞ করিতে গিয়া পুরুষপশুকে বন্ধন করিয়াছিলেন তখন ইহার (যজ্ঞের) পরিধি ছিল সাতটি এবং সমিধ্ ছিল একুশখানি। (গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দকে এখানে পরিধি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। বার মাস, পাঁচ ঋতু, তিন লোক ও এক আদিত্য—এই একুশটি সমিধ্)।১৫। দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত ধর্ম প্রথম হইয়াছিল। তাঁহারা মহিমান্বিত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন, যেখানে পূর্ববর্তী সাধ্য দেবগণ রহিয়াছেন ॥১৬॥

(১১)

দেবী-সূক্ত

(ঋগ্বেদ, ১০।১২৫)

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥১॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥২॥
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥৩॥
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥৪॥

(১১)

আমি রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণের সহিত (অথবা আকারে) ভ্রমণ করি। মিত্র ও বরুণ উভয়কে আমি ধারণ করি; ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে আমি (ধারণ করি)।১। অভিষবের উপযুক্ত সোমকে আমি ধারণ করি, ত্বষ্টা, পূষা ও ভগকে আমি (ধারণ করি)। যাঁহার হবি আছে, যিনি (সোম) অভিষব করেন, এবং যিনি অতি তৃপ্তি প্রদান করেন (অথবা অত্যন্ত অবহিত) সেই যজমানকে আমি ধন দান করি।২। আমি রাষ্ট্রের অধিষ্ঠাত্রী, আমি ধনসমূহ প্রাপ্ত করাইয়া থাকি, সমস্ত জানি, এবং যজ্ঞার্হ ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি প্রথম। বহু আমার স্থান, বহুকে আমি (নিজের মধ্যে) প্রবেশ করাইয়া থাকি, দেবগণ সেই আমাকে বহু স্থানে বিধান করিয়া থাকেন।৩। সে আমার দ্বারা অন্ন

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥৫॥
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥৬॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥৭॥
অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব ॥৮॥

—

ভোজন করে, যে দর্শন করে, যে প্রাণন (অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস) ক্রিয়া করে, ও যে এই উক্ত (বাক্য) শ্রবণ করে, তাহারা আমাকে না জানিয়া উপক্ষীণ হয়। হে প্রসিদ্ধ (ব্যক্তি), শ্রদ্ধেয় (বাক্য) শ্রবণ কর, তোমাকে বলিতেছি। ৪। আমিই নিজে ইহা বলিতেছি, ইহা দেবগণ ও মানবগণের প্রার্থিত। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে উগ্র (বলবান্) করি, তাহাকে ব্রাহ্মণ (করি), তাহাকে ঋষি (করি), তাহাকে অতিমেধাবী করি। ৫। ব্রহ্মদ্বেষী হিংসককে বধ করিবার নিমিত্ত রুদ্রের ধনুকে আমি আতত (আকৃষ্ট) করিয়া থাকি, আমি লোকের জন্য সংগ্রাম করি, আমি দ্যুলোক ও পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া থাকি। ৬। ইহার উপরে আমি পিতাকে (অর্থাৎ দ্যুলোককে) উৎপাদন করি। আমার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রের ভিতরে জলে। তাই অনু(প্রবিষ্ট) হইয়া বিশ্বভুবনকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি, এবং ঐ দ্যুলোককে দেহ দ্বারা স্পর্শ করি। ৭। বিশ্বভুবনকে আরম্ভ (অথবা ধারণ) করিয়া আমিই বায়ুর মত প্রবাহিত হইতেছি। দ্যুলোকের পরে, এই পৃথিবীর পরে মহত্ত্বে আমি এই পরিমাণ হইয়াছি ॥৮॥

(১২)

রাষ্ট্রবৃদ্ধি মন্ত্র

(শুক্ল যজুর্বেদ—মাধ্যন্দিন, ২২।২২)

আব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তাম্। আরাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যো-ঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাম্। দোগ্ধ্রী ধেনু, র্বোঢ়ানড্বান্, আশুঃ সপ্তিঃ, পুরন্ধির্যোষা, জিষ্ণূরথেষ্ঠাঃ, সভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরো জায়তাম্। নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু। ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাম্। যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্॥

(১৩)

ইন্দ্র

(ঋগ্বেদ, ১০।১৩৩)

প্রোষ্বস্মৈ পুরোরথমিন্দ্রায় শূষমর্চত।
অভীকে চিদু লোককৃৎসঙ্গে সমৎসু বৃত্রহাস্মাকং বোধি চোদিতা
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু॥১॥

---

(১২)

হে ব্রহ্মণ, আমাদের রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ এবং অধ্যয়নে রত হউন। এই রাষ্ট্রের ক্ষত্রিয়েরা শরযুদ্ধনিপুণ, শত্রুভেদনশীল মহারথ হউন। আমাদের রাষ্ট্রে ধেনু প্রচুর দুগ্ধদাত্রী, বৃষভ মহাভারবাহী, অশ্ব শীঘ্রগামী, নারী সর্বগুণসম্পন্না, (এবং) যোদ্ধা জয়শীল হউক। এই যজ্ঞদীক্ষিত যজমানের সুসভ্য পুত্র জন্মলাভ করুক। আমাদের প্রার্থনানুসারে মেঘ বর্ষণ করুক, ওষধিসকল (প্রচুর) ফল প্রসব করিয়া পরিপক্ক হউক। আমাদের অলব্ধ দ্রব্য লাভ হউক এবং লব্ধদ্রব্য সুরক্ষিত হউক॥

(১৩)

রথের অগ্রে এই ইন্দ্রের বলকে ভাল করিয়া স্তব কর। সংগ্রামসমূহে নিকটেও যদি (শত্রুগণের সহিত) সংসর্গ হয় তবে বৃত্রহা যেন অবস্থিত

ত্বং সিন্ধূঁরবাসৃজোঽধরাচো অহন্নহিম।
অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যসি বার্যং তং ত্বা পরিষ্বজামহে
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥২॥
বি ষু বিশ্বা অরাতয়োঽর্যো নশন্ত নো ধিয়ঃ।
অস্তাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র জিঘাংসতি যা তে রাতির্দদির্বসু
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥৩॥
যো ন ইন্দ্রাভিতো জনো বৃকায়ুরাদিদেশতি।
অধস্পদং তমীঁ কৃধি বিবাধো অসি সাসহি-
র্নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥৪॥

হইয়া আমাদিগকে প্রেরণা দান করেন ও জানেন। অন্যেরা (শত্রুরা) নিকৃষ্ট, তাহাদের ধনুসমূহে আরোপিত নিকৃষ্ট জ্যাগুলি যেন ছিঁড়িয়া যায়।১। তুমি জলপ্রবাহকে নিম্নগামী করিয়া অবমুক্ত করিয়াছ, মেঘকে (বৃত্রকে) তুমি আঘাত করিয়াছ, এবং হে ইন্দ্র, (ইহাতে) তুমি অশত্রু হইয়াছ। তুমি সমস্ত বরণীয় (ধনকে) পোষণ কর, সেই তোমাকে আমরা আলিঙ্গন করি। অন্যেরা (শত্রুরা) নিকৃষ্ট, তাহাদের ধনুসমূহে আরোপিত নিকৃষ্ট জ্যাগুলি যেন ছিঁড়িয়া যায়। ২। অরাতি (দানহীন)-সমূহ বিনষ্ট হউক। আমাদের কর্মসমূহ (চলিতে থাকুক), হে ইন্দ্র, যে আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে তুমি তাহার প্রতি বধকে ক্ষেপণ করিবে। তোমার দান (আমাদিগকে) ধন দান করুক। অন্যেরা (শত্রুরা) নিকৃষ্ট, তাহাদের ধনুসমূহে আরোপিত নিকৃষ্ট জ্যাগুলি যেন ছিঁড়িয়া যায়। ৩। হে ইন্দ্র, যে ব্যক্তি আমাদিগকে চারিদিকে বৃকের ন্যায় আচরণ করিয়া লক্ষ্য করে, তুমি তাহাকে পদদলিত কর, তুমি বিশেষরূপে বাধা দিতে ও পরাভব

যো ন ইন্দ্রাভিদাসতি সনাভির্যশ্চ নিষ্ট্যঃ।
অব তস্য বলং তির মহীব দ্যৌরধত্মনা
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥৫॥
বয়মিন্দ্র ত্বায়বঃ সখিত্বমা রভামহে।
ঋতস্য নঃ পথা নয়াতি বিশ্বানি দুরিতা
নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥৬॥
অস্মভ্যং সু ত্বমিন্দ্র তাং শিক্ষ যা দোহতে প্রতি বরং জরিত্রে।
অচ্ছিদ্রোধ্নী পীপয়ত্তথা নঃ সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ ॥৭॥

করিতে পার। অন্যেরা (শত্রুরা) নিকৃষ্ট, তাহাদের ধনুসমূহে আরোপিত নিকৃষ্ট জ্যাগুলি যেন ছিঁড়িয়া যায়। ৪। হে ইন্দ্র, যে সনাভি (জ্ঞাতি) ও যে বাহ্য (অজ্ঞাতি) আমাদিগকে উপক্ষীণ করে, মহান্ দ্যুলোকের ন্যায় তুমি তখন নিজে তাহার বলকে তিরোহিত কর। অন্যেরা (শত্রুরা) নিকৃষ্ট, তাহাদের ধনুসমূহে আরোপিত নিকৃষ্ট জ্যাগুলি যেন ছিঁড়িয়া যায়। ৫। হে ইন্দ্র, আমরা তোমাকে কামনা করি, আমরা তোমার সখ্য আরম্ভ করিয়াছি। ঋতের পথ দিয়া আমাদিগকে সমস্ত দুরিত পার করাইয়া দাও। অন্যেরা (শত্রুরা) নিকৃষ্ট, তাহাদের ধনুসমূহে আরোপিত নিকৃষ্ট জ্যাগুলি যেন ছিঁড়িয়া যায়। ৬। হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে ভাল করিয়া সেই গো দান কর যাহা স্তবকারীর প্রতি বর প্রদান করে ও যাহার উধস্ (পালান) নিবিড়, যাহাতে তাহা দুগ্ধে সহস্র-ধারা ও মহতী হইয়া আমাদিগকে বর্ধিত করিতে পারে ॥৭॥

(১৪)

স্বস্তিবাচন

(ঋগ্বেদ, ১।৮৯)

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥৬॥
ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥৮॥

(ঋগ্বেদ, ৫।৫১)

স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ।
স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা ॥১১॥
স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ।
বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ ॥১২॥

(১৪)

বৃদ্ধশ্রবা (বহু প্রশংশিত) ইন্দ্র আমাদের স্বস্তি (মঙ্গল) করুন। অখিলজ্ঞানবান্ পূষা আমাদের স্বস্তি করুন। যাঁহার অস্ত্র অহিংসিত সেই গরুড় আমাদের স্বস্তি করুন। বৃহস্পতি আমাদের স্বস্তি করুন।৬। হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণের দ্বারা কল্যাণকর বিষয় শুনিতে পাই। হে যজনীয় দেবগণ, আমরা যেন চক্ষুর দ্বারা মঙ্গলময় বস্তু দর্শন করিতে পারি, তোমাদিগের স্তব করিয়া আমরা যেন দৃঢ় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া দেবতা-নির্দিষ্ট আয়ু (১২০ বৎসর) লাভ করিতে পারি।৮। অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, ভগ, দেবমাতা অদিতি আমাদের স্বস্তি করুন। অপ্রতিহত-প্রভাব বলদাতা পূষা আমাদের স্বস্তি করুন। শোভন প্রজ্ঞাবিশিষ্ট দ্যাবা-পৃথিবী আমাদের স্বস্তি করুন।১১।

স্বস্তির জন্য বায়ুকে এবং নিখিল ভুবনের অধিপতি সোমকে স্তব করি।

বিশ্বেদেবা নো অছা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নি স্বস্তয়ে।
দেবা অবন্ত্বৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ ॥১৩॥
স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি ॥১৪॥
স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি ॥১৫॥

সমস্ত দেবপরিবৃত বৃহস্পতিকে স্বস্তির জন্য (স্তব করি)। অদিতির পুত্র সকল দেবগণ আমাদের মঙ্গলার্থ (বিরাজমান) হউন।১২। সমুদয় দেবতা অদ্য (যাগানুষ্ঠানে) আমাদিগকে মঙ্গলের জন্য রক্ষা করুন। সকলের বাসের কারণ অগ্নিদেব আমাদিগকে মঙ্গলের জন্য রক্ষা করুন। ঋভুদেবগণ স্বস্তির জন্য রক্ষা করুন। রুদ্রদেব পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।১৩। হে মিত্রাবরুণ, মঙ্গল কর। হে অন্তরিক্ষাধিষ্ঠাত্রি ধনবতি দেবি, মঙ্গল কর। হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, আমাদের মঙ্গল কর। হে অদিতি, আমাদের মঙ্গল কর।১৪। সূর্য ও চন্দ্রের মত আমরা যেন মঙ্গলের সহিত পথ চলিতে পারি। আমরা যেন ইষ্টদাতা, অহিংসক, পরিচিত বন্ধুবর্গের সহিত পুনরায় মিলিত হইতে পারি ॥১৫॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

শুক্ল যজুর্বেদ

উপনিষদ্

ঐতরেয়োপনিষৎ

(১) ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা,
মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্।
আবিরাবীর্ম এধি।
বেদস্য ম আণীস্থঃ, শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ।
অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধামি।
ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি।
তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু।
অবতু মাম্ অবতু বক্তারমবতু বক্তারম্।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥১।১॥

---

(১) বাক্য আমার মনে প্রতিষ্ঠিত এবং মন আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকট প্রকাশিত হও। বেদকে আমার নিকট আনয়ন কর। যাহা আমি শুনিয়াছি তাহা যেন আমাকে ত্যাগ না করে। এই অধ্যয়নের দ্বারা দিবা ও রাত্রিসমূহকে যোগ করিব। আমি ঋত (মানসিক সত্য) বলিব, (বাচনিক) সত্য বলিব। তিনি আমাকে রক্ষা করুন, তিনি (আচার্য বক্তাকে) রক্ষা করুন। তিনি আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা করুন। বক্তাকে রক্ষা করুন। শান্তি, শান্তি, শান্তি। (জ্ঞানলাভের পথে যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ বিঘ্ন তাহা নিবারণের জন্য তিনবার "শান্তি" বলা হয়)।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

(২) বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি ।—
সত্যং বদ । ধর্মং চর । স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ ।
আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ ।
সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ । ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্ ।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্ । ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্ ।
স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ।
দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥১।১১।১॥

(৩) মাতৃদেবো ভব । পিতৃদেবো ভব ।
আচার্যদেবো ভব । অতিথিদেবো ভব ।
যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি ।
যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি ॥১।১১।২॥

—

(২) আচার্য বেদ অধ্যয়ন করাইয়া অন্তেবাসী (শিষ্য-)কে অনুশাসন করেন ঃ—সত্য বল। ধর্ম আচরণ কর। অধ্যয়নে অনবহিত হইও না। আচার্যের জন্য তাঁহার প্রিয় ধন আহরণ করার পর সন্তানের ধারাকে ছেদন করিও না। সত্যে অনবহিত হইও না। ধর্মে অনবহিত হইও না। কল্যাণে অনবহিত হইও না। সম্পদের নিমিত্ত অনবহিত হইও না। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অনবহিত হইও না। দেবকার্য ও পিতৃকার্যে অনবহিত হইও না।

(৩) মাতাকে দেবতা মনে করিবে। পিতাকে দেবতা মনে করিবে। আচার্যকে দেবতা মনে করিবে। অতিথিকে দেবতা মনে করিবে। আমাদের যে সমস্ত কর্ম অনিন্দ্য তাহা করিবে, অন্য কর্ম নহে। আমাদের যে সকল আচরণ ভাল তাহাই তুমি গ্রহণ করিবে।

(৪) যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ।
তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্ ॥১।১১।৩॥

(৫) শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্।
শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্।
ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্ ॥১।১১।৪॥

(৬) ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥২।১॥

(৭) যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥২।৪॥
রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ॥২।৭॥

(৮) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি ॥৩।১॥

(৪) আমাদিগ হইতে উৎকৃষ্টতর যে-কোন ব্রাহ্মণ থাকেন, তুমি আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে (শ্রম অপনয়নের দ্বারা) আশ্বস্ত করিবে। (৫) শ্রদ্ধায় দান করিবে। অশ্রদ্ধায়ও দান করিবে। শোভন-ভাবে দান করিবে। লজ্জায় দান করিবে। ভয়ে দান করিবে। সর্ত অনুসারে দান করিবে। (৬) ব্রহ্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন। তিনি সদয় হইয়া আমাদিগের সহিত ভোজন করুন। আমাদিগের শক্তি এবং জ্ঞান বৃদ্ধি হউক। আমাদিগের অশান্তি দূর হউক। (৭) বাক্য মনের সহিত, যাহাকে না পাইয়া, যাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জ্ঞাত হন, তাঁহার কোনও ভয় থাকে না। তিনি (ব্রহ্ম) রস (আনন্দ)-স্বরূপ। সেই হেতু তাঁহাকে পাইয়া জীব আনন্দলাভ করে। (৮) যাহা হইতে

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

(৯) যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥২।৫॥

(১০) বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥৩।৮॥

(১১) অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥৩।১৯॥

(১২) অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥৩।২০॥

এই সকল জীবের সৃষ্টি হইয়াছে, যদ্দ্বারা তাহারা সৃষ্ট হইয়া জীবিত থাকে এবং (প্রলয়কালে) যাহাতে প্রত্যাবৃত্ত ও প্রবিষ্ট হয়—তাহা উত্তমরূপে জানিতে চেষ্টা কর। তিনিই ব্রহ্ম। (৯) সকলের কারণ চিরন্তন ব্রহ্মকে আমি শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিতেছি। আমার কীর্তনীয় পূজনীয় তিনি সাধুজনকে নানাভাবে রক্ষা করুন। দিব্যধামবাসী অমৃতের সন্তানগণ শ্রবণ কর। (১০) সূর্যস্বরূপ প্রকাশমান এবং অজ্ঞানাতীত সেই বিরাট পুরুষকে আমি জানি। একমাত্র তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়, এতদ্ব্যতীত মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই। (১১) তিনি হস্তবিহীন হইয়াও গ্রহণ করিতে পারেন, পদহীন হইয়াও বেগে গমন করিতে পারেন। চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করিতে পারেন, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করিতে পারেন। তিনি সকলেরই জ্ঞাতা, কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না। জ্ঞানিগণ

(১৩) য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৪।১॥

(১৪) এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥৪।১৭॥

(১৫) স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥৬।১॥

(১৬) যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বং জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্যঃ।
তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ পৃথ্যাপ্‌তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥৬।২॥

তাঁহাকেই আদি এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া জানেন। (১২) সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতেও মহত্তর পরমাত্মা—এই জীবগণের অন্তরে আছেন। অজ্ঞানাতীত (সাধক) ঈশ্বরেরই অনুগ্রহে কামনাশূন্য সেই ঈশ্বরকে দেখিতে পান এবং তাঁহার মহিমাকে জানিতে পারেন। (১৩) যিনি এক, নিরাকার, স্বার্থ নিরপেক্ষ হইয়া বিভূতিযোগে বহুরূপ ধারণ করেন, আদিতে যাহা হইতে বিশ্ব উদ্ভূত এবং অন্তে যাহাতে সমস্ত জগৎ লীন হয়—সেই দেবতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দান করুন। (১৪) এই দেবতা বিশ্বের স্রষ্টা, মহান্ আত্মাস্বরূপ এবং সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়-আকাশে অবস্থিত থাকিয়া হৃদয় বুদ্ধি এবং মনের দ্বারা প্রকাশমান (অর্থাৎ অভিব্যক্ত) হইয়া থাকেন। যাঁহারা এই স্বয়ংজ্যোতি আত্মাকে জানেন, তাঁহারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত হন। (১৫) কোন কোন বিদ্বান লোক বিশ্বপ্রকৃতিকে (স্বভাবকে), আবার কেহবা কালকে, সকলের মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভ্রান্ত, কেন না প্রকৃতপক্ষে জগতে পরমেশ্বরের বিরাট শক্তিই কালচক্রকে ঘুরাইয়া থাকে। (১৬) যাহা কর্তৃক এই সমস্ত নিত্য পরিব্যাপ্ত, তিনি চৈতন্য-

(১৭) তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥৬।৭॥

(১৮) ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৬।৮॥

(১৯) ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৬।৯॥

(২০) নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥৬।১৩॥

স্বরূপ, কালের কর্তা, গুণময় এবং সর্বজ্ঞ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি সকলে তাঁহারই নিয়মে কর্ম করিয়া যাইতেছে। (১৭) তিনি (শিবব্রহ্মাদি) ঈশ্বরের পরম পরমেশ্বর, (ইন্দ্রাদি) দেবতার পরম দেবতা, পতির পতি, সৃষ্টিকর্তার (হিরণ্যগর্ভের)-ও উপরে, এবং সকলের পূজ্য ভুবনেশ্বর, তাঁহাকে আমরা জানি। (১৮) সেই পরমাত্মার কোন কার্য ও করণ নাই, অর্থাৎ তিনি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি-বিহীন, তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহ নাই। তাঁহার সহকারিণী অবিদ্যাশক্তির বিষয় নানারূপ শুনা যায়, কিন্তু সেই স্বয়ং প্রকাশমান আত্মার জ্ঞানশক্তি, বল ও ক্রিয়াশক্তি স্বভাবতঃই প্রসিদ্ধ। (১৯) জগতে সর্বশক্তিমান সেই আত্মার কোন পালয়িতা ও নিয়ন্তা নাই, কোনও অনুমানসিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা তিনি প্রকাশ্য নহেন। তিনিই জগতের কার্যকারণ এবং ইন্দ্রিয়াদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণেরও অধীশ্বর। তাঁহার কোন উৎপত্তি স্থান বা কেহই তাঁহার অধিষ্ঠাতা নাই। (২০) যিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চৈতন্য, এক

(২১) ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥৬।১৪॥

(২২) একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥৬।১৫॥

(২৩) যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥৬।১৮॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

(২৪) দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥৩।১।১॥

হইয়াও বহুর কামনা পূরণ করিতেছেন,—সম্যক জ্ঞান ও চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা জ্ঞেয়, সেই (কারণ) পরমাত্মাকে জানিয়া (সাধক) সর্ব সংসার পাশ হইতে মুক্তি লাভ করেন। (২১) সূর্য, চন্দ্র তারা এবং বিদ্যুৎ যাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ, এই অগ্নি তাঁহাকে কি করিয়া প্রকাশ করিবে? দীপ্যমান সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি দীপ্তিমান, (অধিক কি) তাঁহারই দীপ্তিতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রভাসিত হইতেছে। (২২) সেই পরমাত্মা এই ভুবনের মধ্যে একমাত্র অবিদ্যাদি নাশক অথবা সূর্য-স্বরূপ (আবার) তিনিই সমুদ্রমধ্যে (বা শুদ্ধ সলিলবৎ-অন্তঃকরণে) অবস্থিত (হইয়া) অগ্নিস্বরূপ। সাধক একমাত্র তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত মুক্তিলাভের অন্য কোন পথ নাই। (২৩) যিনি প্রথমে সকলের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছিলেন এবং সেই ব্রহ্মাকে বেদাদি প্রদান করিয়াছিলেন, আমি মুক্তিকামী হইয়া আত্মজ্ঞানের প্রকাশক সেই দেবতার শরণাগত হইতেছি। (২৪) দুইটি

(২৫) সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥৩।১।২॥

(২৬) প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৩।১।৪॥

(২৭) সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥৩।১।৫॥

সমানস্বভাব এবং সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষে রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি (জীবাত্মা) মিষ্ট (কর্ম)ফল ভোগ করে, আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া (অনাসক্তচিত্তে) কেবল দর্শন করে। (২৫) পুরুষ (জীবাত্মা, ঈশ্বরের সহিত) একই (দেহ-) বৃক্ষে অবস্থিত থাকিয়াও অজ্ঞানবশতঃ মুহ্যমান হইয়া শোকগ্রস্ত হয়। আবার সে যখন ধ্যানযোগে সাধুজন-সেবিত ঈশ্বরকে দর্শন করে এবং তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করে তখন সে শোকমুক্ত হয়। (২৬) সর্বভূতে যাহা প্রকাশমান তাহাই প্রাণ (-স্বরূপ আত্মা)। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে জানিয়া স্বল্পভাষী (অন্তর্মুখী) হন। তখন তাঁহারা আত্মার সহিত ক্রীড়া করেন, আত্মাতে তৃপ্ত থাকেন, এবং আত্মার প্রিয় (সৎ) কার্য করেন। এই প্রকার ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (২৭) সত্য, তপস্যা, আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মচর্যসহায়ে, দেহমধ্যস্থ এই জ্যোতির্ময় আত্মাকে লাভ করা যায়। কামাদি-দোষরহিত (শুদ্ধচিত্ত) যতিগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। (২৮) সত্যেরই সর্বত্র জয় হইয়া

(২৮) সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৩।১।৬॥

(২৯) নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৩।২।৪॥

(৩০) যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৩।২।৮॥

কঠোপনিষৎ

(৩১) শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥১।২।২॥

থাকে, মিথ্যার নহে। সত্যদ্বারা দেবযান নামক পথ সুগম হয়। আত্মতৃপ্ত ঋষিগণ এই সত্য-পথ দ্বারাই সত্য-স্বরূপ পরমব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করেন। (২৯) এই আত্মাকে (জ্ঞান-)বল-হীন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। অনবধানতা ও জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত তপস্যা দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যে জ্ঞানী ব্যক্তি এইসকল উপায়ে (জ্ঞানবল, অপ্রমাদ এবং সন্ন্যাস-যুক্ত তপস্যাদ্বারা, সেই বস্তু জানিবার জন্য) সাধনা করেন, তাঁহার আত্মাই ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করে। (৩০) প্রবহমান নদীসমূহ যেমন (নিজ নিজ) নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া এক (অনন্ত) সাগরে লীন হয়, সেই প্রকার জ্ঞানিগণও নাম-রূপ-বিমুক্ত হইয়া জ্যোতির্ময় পরমপুরুষে লয় প্রাপ্ত হন। (৩১) শ্রেয় (বিদ্যা) এবং প্রেয় (অবিদ্যা) উভয়েই উপস্থিত হইলে বিবেকিগণ সম্যকরূপে ইহাদের বিষয় বিচার করিয়া প্রেয়কে পরিত্যাগপূর্বক শ্রেয়কেই গ্রহণ করেন। আর অবিবেকিগণ (আপাতসুখবর্ধক) প্রেয়কে

(৩২) অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতন্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥১।২।৫॥

(৩৩) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥১।২।২৩॥

(৩৪) আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥১।৩।৩॥

(৩৫) ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥১।৩।৪॥

(৩৬) বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥১।৩।৯॥

(৩৭) উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥১।৩।১৪॥

গ্রহণ করে। (৩২) অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়াও যাহারা আপনাদিগকে ধীর এবং পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল কুটিলস্বভাব মূঢ়গণ অন্ধ-চালিত অন্ধের ন্যায় সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। (৩৩) কেবল শাস্ত্র-ব্যাখ্যা বা ধারণাশক্তি বা শাস্ত্র-শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। ঈশ্বর যে আত্ম-জ্ঞান-পিপাসু সাধকের ভক্তিতে প্রীত হইয়া (যাকে) বরণ করেন সেই সাধকই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকটই তিনি স্বরূপ প্রকাশ করেন। (৩৪) আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে লাগাম বলিয়া জানিবে। (৩৫) জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব, রূপাদি বিষয়কে বিচরণ-পথ এবং ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া জানেন। (৩৬) বিবেকবুদ্ধি যাঁহার সারথি, মন যাঁহার সংযম-রজ্জু—তিনি ভব-কাণ্ডারী সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। (৩৭) (হে মুমুক্ষু জীবগণ, মোহনিদ্রা হইতে) উত্থিত হও,

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

(৩৮) সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো, যথা ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্বীত ॥৩।১৪।১॥

(৩৯) অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়। নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ ॥৮।৪।১॥

(৪০) তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে, সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ ॥৮।৪।২॥

জাগ্রত হও এবং (সদ্‌গুরুর সমীপে) আত্মজ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞানের পথকে দুরতিক্রমণীয় শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম বলিয়া থাকেন। (৩৮) সমগ্র জগতই ব্রহ্মময়। যেহেতু জগৎ ব্রহ্মতে জাত, লীন এবং জীবিত হয়, সেই হেতু রাগদ্বেষ-বিবর্জিত হইয়া তাঁহারই উপাসনা করিবে। যেহেতু জীব স্বভাবতঃই সংকল্পযুক্ত, সেইজন্য সে ইহজীবনে যে প্রকার কর্ম বা কামনা করিবে পরবর্তী জীবনেও তাহাই হইবে। সুতরাং জীবের উত্তম সংকল্পই করা উচিত। (৩৯) সেই আত্মা বিভিন্ন জগৎ (অবস্থা, কর্তা, কর্ম, ফল) সমূহের (স্ব স্ব পর্যায় বা গুণ) পৃথক্ (অস্তিত্ব) রাখিবার সেতুস্বরূপ। দিবা, রাত্রি, জরা, মৃত্যু, শোক, পুণ্য বা পাপ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। সর্বপ্রকার পাপ তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকে, যেহেতু এই সেতুরূপ আত্মাই নিষ্পাপ ব্রহ্মলোক। (৪০) তজ্জন্য এই আত্ম(জ্ঞান)-সেতু প্রাপ্ত (জাগ্রত) হইলে, অন্ধের অন্ধত্ব, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আঘাত, তাপিতের

(৪১) তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দন্তি। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৮।৪।৩॥

(৪২) যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ॥৭।২৩॥
যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্ ॥৭।২৪।১॥

(৪৩) যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্‌যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্ ॥৮।১।১॥

(৪৪) অয়মাকাশস্তাবানেযোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥ ৮।১।৩॥

তাপপীড়া, রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত হয়। কারণ, এই সেতুরূপী আত্মা বা ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিত্যপ্রকাশমান। (৪১) ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক যাঁহারা এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, সর্বলোকেই তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বারাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। (৪২) যিনি ভূমা (সর্বশক্তিমান বিরাট পুরুষ) তিনিই সুখের আকর, নশ্বর কোন ক্ষুদ্র বস্তু প্রকৃত সুখকর নহে। যিনি ভূমা তিনিই নিত্য, আর যাহা পার্থিব তাহা মরণশীল। (৪৩) পরমাত্মোপলব্ধি-স্থানে (আমাদের এই দেহেতেই) যে একটি হৃদয়-পদ্ম (প্রস্ফুটিত) রহিয়াছে, এই স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে সেই বিরাট এবং সূক্ষ্মতম পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। (আবার সেই সূক্ষ্ম পুরুষের মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত) তাঁহাকে (সাধনাদ্বারা) জানিতে হয়। (৪৪) বাহিরের এই (পরিদৃশ্যমান) আকাশ যেরূপ (বিরাটায়তন) আমাদের হৃদয়াকাশও তদ্রূপ। এই হৃদয়-পদ্মেও বাহিরের আকাশের ন্যায় স্বর্গ মর্ত্য সূর্য চন্দ্র নক্ষত্ররাজি বিদ্যুৎ অগ্নি বায়ু বিরাজমান। অধিক কি, ইহাতে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সকলই অবস্থান করিতেছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

(৪৫) সা হোবাচ মৈত্রেয়ী, যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি।...যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥২।৪।২-৩॥

(৪৬) ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।...... ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি! আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্ ॥২।৪।৫॥

---

(৪৫) (যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে ধনসম্পদাদি বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে) মৈত্রেয়ী বলিলেন, "পূজনীয়, ধনসম্পদপূর্ণ এই সমগ্র পৃথিবী আমার (করতলগত) হইলে কি আমি তদ্দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিতে পারিব? যাহা আমাকে অমৃতের পথে লইয়া যাইতে পারিবে না, তাহাতে আমার কি প্রয়োজন? সেই অমৃত-তত্ত্বের সংবাদ, যাহা আপনি জানেন, আমায় বলুন।" (৪৬) যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিলেন, "অরে মৈত্রেয়ি, পতি যে পত্নীর নিকট প্রিয় হয়, তাহা পতির প্রীতির জন্য কখনই নহে, কিন্তু পত্নীর আত্মপ্রীতির জন্যই পতি পত্নীর প্রিয় হইয়া থাকেন। (যদি পত্নীর নিজের তৃপ্তি না থাকিত তবে পতি এত প্রিয় হইত না। সেইরূপ) পত্নীর সুখের জন্য পত্নী কখনই (পতির) প্রিয় হন না, (পতির) নিজের সুখের জন্যই

(৪৭) ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥৪।৪।১৪॥

(৪৮) অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥১।৩।২৮॥

পত্নী প্রিয় হইয়া থাকেন। সন্তানের আনন্দের জন্য সন্তান কখনই পিতা-মাতার প্রিয় হয় না, (পিতামাতার) আত্মসুখের জন্যই সন্তান পিতামাতার প্রিয় হইয়া থাকে। অন্য সকলের প্রীতির জন্য সেই সকল লোক কখনই প্রিয় হয় না, কিন্তু নিজ নিজ প্রীতির জন্যই (তাঁহাদের মধ্যে নিজের আত্মাকেই অনুভব করে বলিয়াই) সেই সকল লোক প্রিয় বলিয়া মনে হয়। সুতরাং হে মৈত্রেয়ি, (জগতে সর্বাপেক্ষা প্রিয়) আত্মার দর্শন, শাস্ত্র এবং গুরুসকাশে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, আত্মবিষয়ে যুক্তি তর্ক বিচার এবং নিঃসংশয়রূপে নিরন্তর তাহার ধ্যান করিবে। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং বিজ্ঞান হইলেই জগতের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান হয়। (৪৭) আমরা (এই নশ্বর) দেহে থাকিয়াই সেই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারি। যদি না পারিতাম, তবে সেই পরমতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হইত না, এবং তাহা হইলে আমরা জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতেও পরিত্রাণ পাইতাম না। যাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞাত হন তাঁহারা (সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণই) অমৃতত্ব লাভ করেন, আর অজ্ঞানিগণ (সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া) দুর্দশা ভোগ করে। (৪৮) (হে পরমেশ্বর) আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া চল, (অজ্ঞান-)অন্ধকার হইতে (জ্ঞান-) আলোকে লইয়া চল, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে লইয়া চল ॥

তৃতীয় অধ্যায়

পুরাণ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

পুরাণ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

অর্জুন

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥২।৭॥

শ্রীভগবান

(সাংখ্যযোগ)

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন। ২।২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।৩
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।১১
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।১৩
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো না হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।২।২০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্
কথং স পুরুষঃ পার্থ ! কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ।২১
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ।২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ।২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ।২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ।২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্
তথাপি ত্বং মহাবাহো ! নৈনং শোচিতুমর্হসি ।২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ।২৭
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় ! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ।৩৮॥

অর্জুন

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন !
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব !৩।১॥

শ্রীভগবান

(কর্মযোগ)

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ।৩।৫
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ।৬
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ।৮
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ।৩৫
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ।২।৪৭
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ।৩।৩০
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় ! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ।৯।২৭
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় ! মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ।৩।৯॥

(জ্ঞানযোগ)

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ।৪।২৪
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ !
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।৪।৩৩

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।৪।৩৪
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ।৩৭
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ।৩৮
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।৩৯
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ।৫।৪॥

অর্জুন

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ! প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ।৬।৩৪॥

শ্রীভগবান

(ভক্তিযোগ)

অসংশয়ং মহাবাহো ! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় ! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ।৬।৩৫
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় !১২।৯
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ।২।৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ।২।৭১
নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ।১৫।৫
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ।৯।২২
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।৮।৫
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় ! যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ।৯।২৩
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্বশঃ ।৪।১১
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ।৬।৩০
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন ! তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ।১৮।৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত !
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ।৬২
সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ।৯।২৯
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ।২৬
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।১৮।৬৬॥

অর্জুন

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া ।১০।১৭॥

শ্রীভগবান

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় !
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।৭।৭
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ । ২৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ।৪।৬
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।৮
যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ।১০।৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন !
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।৪২॥

অর্জুন

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর !
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ! ।১১।৩॥

শ্রীভগবান

পশ্য মে পার্থ ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ।৫॥

অর্জুন

(বিশ্বরূপদর্শন)

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব ! দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ।১১।১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বরূপ !১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ।১৭
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ।১৮
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ।১৯
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ।২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ।২২
রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো ! বহুবাহূরুপাদম্
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ।২৩
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো !২৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ ! জগন্নিবাস !২৫
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ।২৮

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ।৩০
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর ! প্রসীদ
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ।৩১
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে
অনন্ত ! দেবেশ ! জগন্নিবাস ! ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ।৩৭
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ !৩৮
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ।৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ।৪০
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখেতি
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ।৪১
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ।৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব ! সোঢুম্ ।৪৪
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে
তদেব মে দর্শয় দেব ! রূপং প্রসীদ দেবেশ ! জগন্নিবাস !৪৫
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ! ভব বিশ্বমূর্তে !৪৬

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন !
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ১১।৫১॥

শ্রীমদ্ভাগবত

(একাদশ স্কন্ধ)

শ্রীভগবানের উক্তি

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব !
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥১১।৪৮
অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন !
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥৪৯॥
ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥১২।১
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যাঃহ্যকুতোভয়ঃ ॥ ১৫
যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ।
য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ কর্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে ॥২১

(শ্লোকসমূহের **ভাবার্থ** দেওয়া হইল)

শ্রীভগবান ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

হে উদ্ধব, তুমি আমার দাস, সুহৃৎ, সখা; তোমাকে গুহ্যতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। যোগসাধন, সাংখ্য, বেদ, তপস্যা, দান প্রভৃতি আমার ততটা প্রিয় নয়, যত প্রিয় শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তি। শ্রুতিস্মৃতি পরিত্যাগপূর্বক আমার একান্ত শরণ লও, আমিই সাধুদিগের আশ্রয়। তাহা হইলে

দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ ॥১২।২২
অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥২৩॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্ন চাত্মনঃ।
সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি ॥১৩।১॥
ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥১৪।১২
ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ ॥১৪
নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ ॥১৬

কোন ভয় থাকিবে না। এই প্রবৃত্তি-স্বভাব সংসার-বৃক্ষের দুই পুষ্পফল—ভোগ ও মুক্তি। পাপ-পুণ্য ইহার বীজ, অপরিমিত বাসনা মূল। ত্রিগুণ কাণ্ড, পঞ্চভূত স্কন্ধ, শব্দাদি পঞ্চরস, একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার শাখা। ইহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইটি পক্ষীর নীড় আছে। বাত-পিত্ত-কফ ইহার তিনটি বল্কল, দুঃখ ও সুখ দুইটি ফল। এই বৃক্ষ সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কামনাযুক্ত গৃহস্থগণ ইহার এক (দুঃখ-)ফল ভোগ করে, আর জ্ঞানিগণ অন্য (সুখ-)ফল ভোগ করেন। সদ্‌গুরুর শরণ লইয়া এই মায়াপাশ ছেদন করা যায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহারা বুদ্ধির গুণ, আত্মার নহে। সত্ত্বদ্বারা রজঃ ও তমকে জয় করিবে। যাঁহারা আমাতে সর্বস্ব অর্পণ করেন তাঁহারাই সুখী। যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত তাঁহারা আমাকে ছাড়া কোনপ্রকার ঐশ্বর্য, এমনকি মুক্তিও চান না। নিষ্কাম ভক্তের পদধূলি

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ১৪।১৯
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥২১
ধর্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥২২
বাগ্ গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥২৪
যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥২৫
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্ ॥২৮॥

দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হইয়া থাকে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্ম করে, আমার প্রতি ভক্তিও তেমন পাপকে বিনষ্ট করে। শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তি দ্বারাই আমাকে পাওয়া যায়। ভক্তি থাকিলে চণ্ডালও পবিত্র হয়। ভক্তির অভাবে বিদ্যা তপস্যা সকলই বৃথা। আমার নাম কীর্তনে যাঁহার পুলক, ক্রন্দন, হাস্য সঞ্চার হয় এরূপ ভক্ত জগতকে পবিত্র করেন। স্বর্ণ যেরূপ অগ্নির সংস্পর্শে মলশূন্য হয়, তেমন ভক্তির দ্বারাই আত্মশুদ্ধি হয়। অতএব মিথ্যাকে পরিত্যাগপূর্বক ঐকান্তিক ভক্তিতে আমাতেই চিত্তসংযোগ কর॥

শ্রীমদ্ভাগবত

(দশম স্কন্ধ)

শ্রীশ্রীগোপী-গীতা

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত ! দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥৩১।১
ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ ! উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥৪
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য ! তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত ! কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥৫
ব্রজজনার্তিহন্ ! বীর ! যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ! ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥৬
মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ !
বিধিকরীরিমা বীর ! মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥৮

কালিন্দী-পুলিনে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন ঘটিলে তাঁহার উদ্দেশে বিরহ-কাতর গোপীগণ স্তব করিতে লাগিলেন,—

হে প্রিয়, ব্রজমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি ইহাকে শ্রী-যুক্ত করিয়াছ। তোমাকে পাইয়া ব্রজবাসী সকলেই আনন্দিত, আমাদিগকেও দর্শন দানে সুখী কর। তুমি কেবল যশোদার নন্দন নহ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুমি পালক। আমরা তোমার ভক্ত, আমাদিগকে উপেক্ষা করিও না। তোমার অভাবে আমরা কাতর হইয়াছি, তোমার অভয়-হস্ত আমাদের মস্তকে অর্পণ কর। হে ব্রজজনের ভয়হারী, আমরা তোমার কিঙ্করী,

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥৩১।৯
চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্নলিনসুন্দরং নাথ! তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত! গচ্ছতি ॥১১
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥১৫
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ! তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্ ॥১৮॥

আমাদিগকে দর্শন দাও। হে পদ্মলোচন, তোমার মধুর বাণীতে মুগ্ধ আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর। তোমার কথা তাপদগ্ধজীবের পাপনিবারক, মঙ্গলপ্রদ এবং অমৃতস্বরূপ বলিয়া জ্ঞানিগণ কীর্তন করেন। হে প্রিয়, গোচারণে গেলে তোমার কোমল চরণে ব্যথা লাগিবে এই আশঙ্কায় আমরা ব্যাকুল হই। তুমি বনে গেলে, তোমার অদর্শনে সকলে নিরানন্দ হয়, আবার তোমার শ্রীমুখ দর্শনেও চক্ষুর তৃষ্ণা পূর্ণ হয় না। তোমার দর্শন ব্রজবাসী সকলেরই দুঃখহারক এবং মঙ্গলজনক, অতএব কার্পণ্য পরিত্যাগ করিয়া তুমি আসিয়া তোমার প্রিয়জনের হৃদয়ের ব্যথা নিরাময় কর ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

দেবগণের দেবীস্তুতি

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ ॥৪।২—
দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥৩
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥৪
যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥৫
কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু ॥৬

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥৪।৭

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥৮

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥৯

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী ॥১০

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥১১

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥১২

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটিকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্ মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥৪।১৩

দেবী প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥১৪

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥১৫

ধর্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতী প্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন ॥১৬

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥১৭

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥১৮

দৃষ্টৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী ॥৪।১৯

খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥২০

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥২১

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥২২

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে ॥২৩

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ ॥২৪

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥২৫

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্ ॥৪॥২৬
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ ॥২৭

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ
নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্মৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভুতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫।৯-২৫

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সবভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবা সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫।২৬-৬১

যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫।৬২-৮০

দেবি ! প্রপন্নার্তিহরে ! প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য ।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি ! পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি ! চরাচরস্য ॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে ॥
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া ।
সম্মোহিতং দেবি ! সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥

সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী ।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥ ১১।৩-৭

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি! নমোঽস্তু তে ॥১১।৮
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ-গৃহীতপরমায়ুধে!
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি! নমোঽস্তু তে ॥১৬
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরে!
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি! নমোঽস্তু তে ॥১৭
সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে!
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥২৪
এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি! নমোঽস্তু তে ॥২৫
বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥৩৩
দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
র্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥৩৪

(প্রণাম মন্ত্র)

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি! নমোঽস্তু তে ॥১১।১০
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি!
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি! নমোঽস্তু তে ॥১১
শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে!
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি! নমোঽস্তু তে ॥১২॥

রামায়ণ

(অযোধ্যাকাণ্ড—১০৫ সর্গ)

ভরতকে সান্ত্বনা

তমেবং দুঃখিতং প্রেক্ষ্য বিলপন্তং যশস্বিনম্।
রামঃ কৃতাত্মা ভরতং সমাশ্বাসয়দাত্মবান্ ॥১৪
নাত্মনঃ কামকারো হি পুরুষোঽয়মনীশ্বরঃ।
ইতশ্চেতরতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি ॥১৫
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥১৬
যথা ফলানাং পক্বানাং নান্যত্র পতনাদ্ভয়ম্।
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্ ॥১৭
যথাগারং দৃঢ়স্থূণং জীর্ণং ভূত্বাবসীদতি।
তথাবসীদন্তি নরা জরামৃত্যুবশং গতাঃ ॥১৮
অত্যেতি রজনী যা তু সা ন প্রতিনিবর্ত্ততে।
যাত্যেব যমুনা পূর্ণং সমুদ্রমুদকার্ণবম্ ॥১৯
অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্বেষাং প্রাণিনামিহ।
আয়ূংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ ॥২০

রাজা দশরথের মৃত্যুতে ভরতকে দুঃখিত এবং বিলাপ করিতে দেখিয়া ধীরমতি শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন,—

মানুষের ইচ্ছামত কিছুই হয় না, কাল সকলকে আকর্ষণ করিতেছে। সঞ্চয় এবং সংযোগের পরিণতি বিয়োগে এবং জীবনের সমাপ্তি মৃত্যুতে। রাত্রি এবং নদী একবার গেলে আর ফিরে না। সূর্য যেমন জল শোষণ করে, কালও তেমন আয়ু হরণ করিতেছে। অতএব মৃতের জন্য শোক

আত্মানমনুশোচ ত্বং কিমন্যমনুশোচসি।
আয়ুস্তু হীয়তে যস্য স্থিতস্যাথ গতস্য চ ॥ ২১
সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুর্নিষীদতি।
গত্বা সুদীর্ঘমধ্বানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ত্ততে ॥ ২২
গাত্রেষু বলয়ঃ প্রাপ্তাঃ শ্বেতাশ্চৈব শিরোরুহাঃ।
জরয়া পুরুষো জীর্ণঃ কিং হি কৃত্বা প্রভাবয়েৎ ॥ ২৩
নন্দন্ত্যুদিত আদিত্যে নন্দন্ত্যস্তমিতেঽহনি।
আত্মনো নাববুধ্যন্তে মনুষ্যা জীবিতক্ষয়ম্ ॥ ২৪
হৃষ্যন্ত্যৃতুমুখং দৃষ্ট্বা নবং নবমিবাগতম্।
ঋতুনাং পরিবর্ত্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ ॥ ২৫
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহার্ণবে।
সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কঞ্চন ॥ ২৬
এবং ভার্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ।
সমেত্য ব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ ॥ ২৭
নাত্র কশ্চিদ্ যথাভাবং প্রাণী সমতিবর্ত্ততে।
তেন তস্মিন্ ন সামর্থ্যং প্রেতস্যাস্যানুশোচতঃ ॥ ২৮

করিয়া কি হইবে? নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা কর। মৃত্যু ছায়ার মত সর্বদা আমাদের সঙ্গে চলিতেছে, শেষের দিনে বিদায় লইবে। জরা, বার্ধক্য ও দৈবকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি মানুষের নাই। সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে এবং ঋতুর পরিবর্তনে মানুষ প্রফুল্ল হয়, কিন্তু প্রতিদিন যে আয়ুক্ষয় হইতেছে তাহা ভাবেনা। সমুদ্রে যেমন দুইখানি নৌকা মিলিত হইয়া আবার বিচ্ছিন্ন হয়, তেমন মানুষের স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতি সম্পদের বিচ্ছেদও চিরন্তন। নিয়তিকে লঙ্ঘন করা অসম্ভব। অগ্রগামী পথিকের ন্যায়

যথা হি সার্থং গচ্ছন্তং ব্রূয়াৎ কশ্চিৎ পথি স্থিতঃ।
অহমপ্যাগমিষ্যামি পৃষ্ঠতো ভবতামিতি ॥ ২৯
এবং পূর্বৈর্গতো মার্গঃ পিতৃপৈতামহৈর্ধ্রুবঃ।
তমাপন্নঃ কথং শোচেদ্ যস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥ ৩০
বয়সঃ পতমানস্য স্রোতসো বা নিবর্তিনঃ।
আত্মা সুখে নিযোক্তব্যঃ সুখভাজঃ প্রজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১
ধর্মাত্মা সুশুভৈঃ কৃৎস্নৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।
ন স শোচ্যঃ পিতা তাত স্বর্গতঃ সৎকৃতঃ সতাম্ ॥ ৩২
স জীর্ণং মানুষং দেহং পরিত্যজ্য পিতা হি নঃ।
দৈবীমৃদ্ধিমনুপ্রাপ্তো ব্রহ্মলোকবিহারিণীম্ ॥ ৩৩
তন্তু নৈবংবিধঃ কশ্চিৎ প্রাজ্ঞঃ শোচিতুমর্হতি।
ত্বদ্বিধো মদ্বিধশ্চাপি শ্রুতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ॥ ৩৪
এতে বহুবিধাঃ শোকা বিলাপরুদিতে তদা।
বর্জনীয়া হি ধীরেণ সর্বাবস্থাসু ধীমতা ॥ ৩৫
স স্বস্থো ভব মা শোকো যাত্বা চাবস তাং পুরীম্।
তথা পিত্রা নিযুক্তোঽসি বশিনা বদতাং বর ॥ ৩৬

কালের পথে আমাদের পিতৃপুরুষগণ গিয়াছেন, সকলকে অবশ্যই এই ভাবে যাইতে হইবে, তজ্জন্য শোক করা বৃথা। স্রোতজলের ন্যায় যাহা গিয়াছে, তাহা আর আসিবে না, কাজেই যতদিন জীবিত আছ আত্মার প্রীতিকর কর্ম করিয়া যাও। আমাদের ধর্মাত্মা পিতা বহু শুভকর্ম করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করা অনুচিত। আমাদের পিতা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে দৈবীসম্পদ লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের মত শাস্ত্রজ্ঞ এবং জ্ঞানীর শোক করা উচিত নহে।

যত্রাহমপি তেনৈব নিযুক্তঃ পুণ্যকর্মণা।
তত্রৈবাহং করিষ্যামি পিতুরার্যস্য শাসনম্ ॥৩৭
ন ময়া শাসনং তস্য ত্যক্তুং ন্যায্যমরিন্দম!
স ত্বয়াপি সদা মান্যঃ স বৈ বন্ধুঃ স নঃ পিতা ॥৩৮
তদ্বচঃ পিতুরেবাহং সম্মতং ধর্মচারিণাম্।
কর্মণা পালয়িষ্যামি বনবাসেন রাঘব!৩৯
ধার্মিকেণানৃশংসেন নরেণ গুরুবর্তিনা।
ভবিতব্যং নরব্যাঘ্র! পরলোকং জিগীষতা ॥৪০
আত্মানমনুতিষ্ঠ ত্বং স্বভাবেন নরর্ষভ!
নিশাম্য তু শুভং বৃত্তং পিতুর্দশরথস্য নঃ ॥৪১॥

হে ধীমন ভরত, পিতার দেহত্যাগ এবং আমার বনবাসের জন্য শোক করিও না। অযোধ্যায় যাইয়া পিতার অভীপ্সিত কর্ম কর। তিনি আমাদের জনক, পূজনীয় এবং বন্ধু। আমি তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে পারি না, তুমিও তাঁহার আদেশ মান্য করিও, পিতার ধর্মবাক্য অনুযায়ী আমি বনবাস পালন করিব। কারণ, পরলোক জয় করিতে হইলে ধার্মিক গুরুজনের আজ্ঞানুবর্তী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ ভরত, পূজ্যপাদ পিতার পুণ্য চরিত্র অনুসরণ করিয়া তুমিও নিজের কল্যাণকর কর্মের অনুষ্ঠান কর॥

রামায়ণ

(অরণ্যকাণ্ড—৭৪ সর্গ)

শবরীর তপঃসিদ্ধি

রামেণ তাপসী পৃষ্টা সা সিদ্ধা সিদ্ধসম্মতা।
শশংস শবরী বৃদ্ধা রামায় প্রত্যবস্থিতা ॥১০
অদ্য প্রাপ্তা তপঃসিদ্ধিস্তব সন্দর্শনান্ময়া।
অদ্য মে সফলং জন্ম গুরবশ্চ সুপূজিতাঃ ॥১১
অদ্য মে সফলং তপ্তং স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি।
ত্বয়ি দেববরে রাম পূজিতে পুরুষর্ষভ !১২
তবাহং চক্ষুষা সৌম্য পূতা সৌম্যেন মানদ !
গমিষ্যাম্যক্ষয়ান্ লোকাংস্ত্বৎপ্রসাদাদরিন্দম !১৩
চিত্রকূটং ত্বয়ি প্রাপ্তে বিমানৈরতুলপ্রভৈঃ।
ইতস্তে দিবমারূঢ়া যানহং পর্যচারিষম্ ॥১৪
তৈশ্চাহমুক্তা ধর্মজ্ঞৈর্মহাভাগৈর্মহর্ষিভিঃ।
আগমিষ্যতি তে রামঃ সুপুণ্যমিমমাশ্রমম্ ॥১৫

শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সিদ্ধদিগের মাননীয়া তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধা শবরীর মনোহর আশ্রমে প্রবেশ করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে পাদ্য আচমনীয় প্রভৃতি আতিথ্যের দ্রব্যসকল প্রদান করিয়া (শ্রীরামচন্দ্রকে) কহিলেন,—

আজ আপনার দর্শন লাভে আমার তপস্যা এবং গুরুসেবা সার্থক হইল। আপনাকে পূজা করিবার সৌভাগ্য পাইয়া এবং আপনার পুণ্য দৃষ্টিতে পবিত্রীকৃত আমার অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। মৎসেবিত ধর্মজ্ঞ মহর্ষিগণ স্বর্গারোহণ কালে বলিয়াছিলেন, 'তোমার এই পুণ্য

স তে প্রতিগ্রহীতব্যঃ সৌমিত্রিসহিতোঽতিথিঃ।
তঞ্চ দৃষ্ট্বা বরান্ লোকানক্ষয়াংস্ত্বং গমিষ্যসি ॥১৬
এবমুক্তা মহাভাগৈস্তদাহং পুরুষর্ষভ !১৭
ময়া তু সঞ্চিতং বন্যং বিবিধং পুরুষর্ষভ !
তবার্থে পুরুষব্যাঘ্র ! পম্পায়াস্তীরসম্ভবম্ ॥১৮
কৃৎস্নং বনমিদং দৃষ্টং শ্রোতব্যঞ্চ শ্রুতং ত্বয়া।
তদিচ্ছাম্যভ্যনুজ্ঞাতা ত্যক্ষ্যাম্যেতৎ কলেবরম্ ॥২৯
তেষামিচ্ছাম্যহং গন্তুং সমীপং ভাবিতাত্মনাম্।
মুনীনামাশ্রমো যেষামহঞ্চ পরিচারিণী ॥৩০
ধর্মিষ্ঠন্তু বচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে আশ্চর্যমিতি চাব্রবীৎ ॥৩১
তামুবাচ ততো রামঃ শবরীং সংশিতব্রতাম্।
অর্চিতোঽহং ত্বয়া ভদ্রে ! গচ্ছ কামং যথাসুখম্ ॥৩২

আশ্রমে রঘুপতি এবং সুমিত্রানন্দন একদিন পদার্পণ করিবেন। তাঁহাদের দর্শনজনিত পুণ্যে তুমিও অক্ষয় লোকে যাইবে।' আপনার সেবার জন্য আমি বিবিধ বন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। রামচন্দ্র ভক্তিমতীর প্রেমের দান গ্রহণ করিলে শবরী পুনরায় কহিলেন, এই তপোবন আপনি দেখিলেন এবং আমার কথাও শুনিলেন, এখন অনুমতি করুন, এই নশ্বর দেহ আমি ত্যাগ করি। এতকাল যাঁহাদের আমি সেবা করিয়াছি, সেই তপোধন মুনিগণের নিকট যাইতে ইচ্ছা করি।

রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ তাপসীর কথা শুনিয়া তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, আশ্চর্য্য বটে ! অতঃপর রামচন্দ্র শবরীকে তাঁহার অভীপ্সিত স্থানে

ইত্যেবমুক্তা জটিলা চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরা।
অনুজ্ঞাতা তু রামেণ হুত্বাত্মানং হুতাশনে ॥৩৩
জ্বলৎপাবকসঙ্কাশা স্বর্গমেব জগাম হ।
দিব্যাভরণসংযুক্তা দিব্যমাল্যানুলেপনা ॥৩৪
দিব্যাম্বরধরা তত্র বভূব প্রিয়দর্শনা।
বিরাজয়ন্তী তং দেহং বিদ্যুৎসৌদামিনী যথা ॥৩৫॥

যাইতে আশীর্বাদ করিলেন। রামচন্দ্রের অনুমতি পাইয়া চীরপরিধানা এবং জটাধারিণী তাপসী প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্বদেহ আহুতি দিলেন। জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালিনী হইয়া, দিব্যালঙ্কারে দিব্যমাল্যগন্ধিতে এবং দিব্যবসনে সুশোভিতা হইয়া, বিদ্যুতের ন্যায় শ্রীমণ্ডিত দিব্যদেহে সমগ্র তপোবন উদ্ভাসিত করিয়া শবরী অক্ষয়লোকে গমন করিলেন ॥

মহাভারত

(বনপর্ব—১৭৪ অধ্যায়)

পতিব্রতোপাখ্যান

সাধ্বী বলিলেন,—

নাবজানাম্যহং বিপ্রান্ দেবৈস্তুল্যান্ মনস্বিনঃ।
অপরাধমিমং বিপ্র! ক্ষন্তুমর্হসি মেঽনঘ ॥৪৬
জানামি তেজো বিপ্রাণাং মহাভাগ্যঞ্চ ধীমতাম্।
অপেয়ঃ সাগরঃ ক্রোধাৎ কৃতো হি লবণোদকঃ ॥৪৭
তথৈব দীপ্ততেজসাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
যেষাং ক্রোধাগ্নিরদ্যাপি দণ্ডকে নোপশাম্যতি ॥৪৮
ব্রাহ্মণানাং পরিভবাদ্বাতাপিঃ সুদুরাত্মবান্।
অগস্ত্যমৃষিমাসাদ্য জীর্ণঃ ক্রূরো মহাসুরঃ ॥৪৯
বহুপ্রভাবাঃ শ্রূয়ন্তে ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।
ক্রোধঃ সুবিপুলো ব্রহ্মন্! প্রসাদশ্চ মহাত্মনাম্।
অস্মিংস্ত্বতিক্রমে ব্রহ্মন্! ক্ষন্তুমর্হসি মেঽনঘ! ॥৫০
পতিশুশ্রূষয়া ধর্মো যঃ স মে রোচতে দ্বিজ!
দৈবতেষ্বপি সর্বেষু ভর্তা মে দৈবতং পরম্।
অবিশেষেণ তস্যাহং কুর্যাং ধর্মং দ্বিজোত্তম ॥৫১

পুরাকালে কৌশিক নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী ব্রাহ্মণ জনৈক গৃহস্থের গৃহে যাইয়া ভিক্ষা চাহিলেন। সাধ্বী গৃহিণী তখন ক্লান্ত পতির সেবা করিতেছিলেন, আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। তিনি লজ্জিত মনে ভিক্ষা হস্তে আসিয়া বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কি তোমার পতি বড়? ইন্দ্রেরও যাঁহারা প্রণম্য, পৃথিবীকেও যাঁহারা দগ্ধ করিতে পারেন, সেই ব্রাহ্মণকে তুমি

শুশ্রূষায়াঃ ফলং পশ্য পত্যুর্ব্রাহ্মণ ! যাদৃশং
বলাকা হি ত্বয়া দগ্ধা রোষাত্তদ্বিদিতং ময়া ॥৫২
ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম !
যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৫৩
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৫৪
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৫৫
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চরতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৫৬
যোঽধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্বা যাজয়ীত বা ।
দদ্যাদ্বাপি যথাশক্তি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৫৭
ব্রহ্মচারী বদান্যো যোঽপ্যধীয়াদ্দ্বিজপুঙ্গবঃ ।
স্বাধ্যায়বানপ্রমত্তস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৫৮
যদ্ ব্রাহ্মণানাং কুশলং তদেষাং পরিকীর্ত্তয়েৎ
সত্যং তথা ব্যাহরতাং নানৃতে রমতে মনঃ ॥৫৯

অবজ্ঞা করিলে !" (এই ব্রাহ্মণের কোপানলে ইতঃপূর্বে একটি বকী পক্ষিণীর মৃত্যু হয় ।) সাধ্বী বলিলেন, "হে বিপ্র, আমি হতভাগ্য বকী নহি। আপনার ক্রোধে আমার কি হইবে ? ক্রোধ সম্বরণ করুন। ব্রাহ্মণগণের অমিত তেজ আমি বিলক্ষণ জানি। তাঁহাদের কোপে সাগর অপেয়, দণ্ডকারণ্য প্রজ্বলিত এবং মহাসুর বাতাপি ঋষির উদরস্থ হইয়াছে। পতিই আমার পরম দেবতা, তাঁহার সেবাই আমার প্রিয়। আপনার রোষে যে বকী দগ্ধ হইয়াছে, তাহা আমি পতিসেবার পুণ্যেই জানিয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হে ব্রাহ্মণ, ক্রোধ মানুষের

ধর্মস্তু ব্রাহ্মণস্যাহুঃ স্বাধ্যায়ং দমমার্জবম্
ইন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহঞ্চ শাশ্বতং দ্বিজসত্তম !
সত্যার্জবং ধর্মমাহুঃ পরং ধর্মবিদো জনাঃ ॥৬০
দুর্জ্ঞেয়ঃ শাশ্বতো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ
শ্রুতিপ্রমাণো ধর্মঃ স্যাদিতি বৃদ্ধানুশাসনম্ ॥৬১
বহুধা দৃশ্যতে ধর্মঃ সূক্ষ্ম এব দ্বিজোত্তম !
ভগবানপি ধর্মজ্ঞঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
ন তু তত্ত্বেন ভগবন ! ধর্মং বেৎসীতি মে মতিঃ ॥৬২
যদি বিপ্র ! ন জানীষে ধর্মং পরমকং দ্বিজ !
ধর্মব্যাধং ততঃ পৃচ্ছ গত্বা তু মিথিলাং পুরীম্ ॥৬৩
মাতাপিতৃভ্যাং শুশ্রূষুঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
মিথিলায়াং বসেদ্ব্যাধঃ স তে ধর্মান্ প্রবক্ষ্যতি।
তত্র গচ্ছস্ব ভদ্রং তে যথাকামং দ্বিজোত্তম !৬৪
অত্যুক্তমপি মে সর্বং ক্ষন্তুমর্হস্যনিন্দিত !
স্ত্রিয়ো হ্যবধ্যাঃ সর্বেষাং যে ধর্মমভিবিন্দন্তে ॥৬৫॥

মহাশক্র। যিনি ক্রোধ, মোহ, হিংসা ও কাম জয় করিয়াছেন এবং যিনি সত্যবাদী, গুরুসেবাপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও স্বধর্মনিরত তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যাজন, দান, ব্রহ্মচর্য, দম ও সরলতা এই সমুদয়ই ব্রাহ্মণের শাশ্বত ধর্ম। ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। আপনিও ধর্মজ্ঞ এবং শুচি বটেন, কিন্তু যথার্থরূপে ধর্মের মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। মিথিলাতে যাইয়া ধর্মব্যাধের নিকট পরম ধর্ম শিক্ষা করুন। সেই ব্যাধ মাতাপিতার সেবাপরায়ণ, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয়। হে দ্বিজোত্তম, আপনি সেখানে গমন করুন। আপনার মঙ্গল হউক॥"

মহাভারত

(বনপর্ব—২৬৭ অধ্যায়)

যক্ষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ

যক্ষ প্রশ্ন করিলেন,—

কেন স্বিচ্ছ্রোত্রিয়ো ভবতি কেন স্বিদ্বিন্দতে মহৎ।
কেন স্বিদ্দ্বিতীয়বান্ ভবতি রাজন্! কেন চ বুদ্ধিমান্॥ ৪১

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন

শ্রুতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
ধৃত্যা দ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধসেবয়া ॥৪২

যক্ষ

কিং স্বিদ্‌গুরুতরং ভূমেঃ কিং স্বিদুচ্চতরঞ্চ খাৎ।
কিং স্বিচ্ছীঘ্রতরং বায়োঃ কিং স্বিদ্বহুতরং তৃণাৎ ॥৫৩

বনবাসকালে সরোবরে জল আনিতে যাইয়া বকরূপী ধর্ম-যক্ষের প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া তাঁহার মায়ায় চারি পাণ্ডব নিহত হন। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাদের অন্বেষণে সরোবরতীরে উপস্থিত হইলে, ধর্ম-যক্ষ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন :—

(৪১) হে রাজন্, কোন গুণে ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় হইয়া থাকেন, মানুষ কি উপায়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হন, কোন গুণের আশ্রয়ে একাকী হইয়াও মানুষ সহায়সম্পন্ন হন এবং কি উপায়েই বা মানুষ বুদ্ধিমান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন? (৪২) যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন : শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় হইয়া থাকেন, এবং মানুষ তপস্যায় ভগবানকে লাভ করেন, ধৈর্যগুণে সহায়সম্পন্ন এবং জ্ঞানবৃদ্ধের উপদেশ লাভ করিলে বুদ্ধিমান হইয়া থাকেন। (৫৩) যক্ষ প্রশ্ন করিলেন : পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কি, আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কি, বায়ু

যুধিষ্ঠির

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।
মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ ॥৫৪

যক্ষ

কশ্চ ধর্মঃ পরো লোকে কশ্চ ধর্মঃ সদাফলঃ।
কিং নিয়ম্য ন শোচন্তি কৈশ্চ সন্ধির্ন জীর্যতে ॥৬৯

যুধিষ্ঠির

আনৃশংস্যং পরো ধর্মস্ত্রয়ীধর্মঃ সদাফলঃ।
মনো যম্য ন শোচন্তি সন্ধিঃ সদ্ভির্ন জীর্যতে ॥৭০

যক্ষ

কা চ বার্তা কিমাশ্চর্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥৮১

অপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী কি এবং তৃণ অপেক্ষাও বিস্তৃত কি? (৫৪) যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন: মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গরীয়সী, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বিস্তৃত। (৬৯) যক্ষ প্রশ্ন করিলেন: পৃথিবীতে কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ. কোন ধর্ম সুফলদায়ক, এবং মানুষ কিসে শোক-গ্রস্ত হয় না, আর কাহার সহিত বন্ধুতা করিলে বিনষ্ট হয় না? (৭০) যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন: দয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম সর্বদা সুফল দান করে, মনকে আত্মবশে রাখিলে মানুষ কখনও শোকগ্রস্ত হয় না এবং সৎব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিলে তাহা বিনষ্ট হয় না। (৮১) যক্ষ প্রশ্ন করিলেন: বার্তা কি, আশ্চর্য কি, পথ কি, এবং সুখী কে? আমার এই চারি প্রশ্নের উত্তর দিয়া জল

যুধিষ্ঠির

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
মাসর্তুদর্বীপরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥৮২
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্ ॥৮৩
বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥৮৪
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর! মোদতে ॥৮৫॥

পান কর। যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেনঃ (৮২) পৃথিবীর এই মোহময় কড়াতে সূর্যরূপ অগ্নিদ্বারা, দিবারাত্রিরূপ কাষ্ঠদ্বারা, মাসঋতুরূপ হাতাদ্বারা ঘাটিয়া 'কাল' জীবগণকে পাক করিতেছে, ইহাই বার্তা। (৮৩) প্রতিদিন জীবগণ মরিতেছে, অথচ অবশিষ্ট সকলে অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য কি? (৮৪) বেদ বিভিন্ন, স্মৃতিও বিভিন্ন, নানা মুনির নানা মত, ধর্মের মর্ম অমীমাংসিত ভাবে রহিয়াছে; অতএব মহাজনগণ যে-পথে গিয়াছেন, তাহাই মানুষের অনুকরণীয় পথ। (৮৫) অঋণী এবং অপ্রবাসী হইয়া যে ব্যক্তি বেলাশেষে নিজগৃহে শাকমাত্র পাক করিয়া খায়, হে বারিচর, সে-ই সুখী॥

শিক্ষাষ্টক

চেতোদর্পণ-মার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্ ॥ ১
নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪
অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫
নয়নং গলদশ্রু-ধারয়া বদনং গদগদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ৭
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ-প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮॥

(শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-মুখনিঃসৃত)

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

(মধ্যলীলা, ১৯।১৯)

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণকীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে শ্রবণকীর্তনাদি-জল ॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতিমাথা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা ॥
তারে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম ॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥
সেক জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমে উপশাখা করিয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥

প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন-॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

(আদিলীলা, ৪।২৫)

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় প্রেম মহাবল॥
লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।
লজ্জা ধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম॥
দুস্ত্যজ আর্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্মল ভাস্কর॥
(শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-রচিত)

বীরবাণী

সখার প্রতি

আঁধারে আলোক-অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান্ ;
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্ ?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান ;
'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার ?
সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়,—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার ?
কর্ম-পাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীতদাস বল কোথা যায় ?
যোগ-ভোগ, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন-উপার্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার ;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন ;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয় ।
হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক ! এ জগতে নাহি তব স্থান ;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্মর-মূরতি তা কি সয় ?
হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল,—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান ।
বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুঃক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায় ।
অসহায়—ছিন্নবাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন ?
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—

মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম'—এইমাত্র ধন।
জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর, ভূত-প্রেত-আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী, কীট-অনুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব' 'দেব' বল আর কেবা? কেবা বল সবারে চালায়?
পুত্রতরে মায় দেয় প্রাণ, দস্যু হরে—প্রেমের প্রেরণ!!
হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ-শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে?
ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার,
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল;
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয়;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
'দাও, দাও'—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।

ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর, সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।
(শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত)

মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ !
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে !
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায় ! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়।
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর ! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !
করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালি, তুই প্রলয়-রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।*

* শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের রচিত "Kali the Mother"-এর অনুবাদ—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক।

চতুর্থ অধ্যায়

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

স্তোত্রাবলী

(ক)

মঙ্গলাচরণ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ২

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে ।
বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায় ॥ ৩

যা কুন্দেন্দু-তুষারহার-ধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা বীণাবরদণ্ড-মণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা ।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর-প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥ ৪

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৫ ॥

প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্র

(১)

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিঃ রাহু-কেতু কুর্বন্তু সর্বে মম সুপ্রভাতম্॥ ১
অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ-রূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥ ২
লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে॥ ৩
জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ ৪॥

(২)

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা॥ ৫
প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥ ৬॥

(৩)

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥ ৭॥

শ্রীবিষ্ণুর ষোড়শ নাম

ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দনম্ ।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্ ।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে ॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্ ।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্ ॥
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্বতে রঘুনন্দনম্ ।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্বকার্যেষু মাধবম্ ॥

নিত্য-ভজনাবলী

(১)

কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ শ্যাম যশোদানন্দন
ভজ গিরিধারী রাধানাথ ভুবনমোহন ।
হরি কেশব মাধব রাম শ্রীমধুসূদন
নমো বলরাম জগন্নাথ জগততারণ ।
প্রভু রামকৃষ্ণ দামোদর শিব সনাতন
এস চক্রধারী নারায়ণ দীনার্তশরণ ॥

(২)

জয় জয় গৌরী-দামোদর গৌরাঙ্গ জয় ।
জয় জয় সারদা-বল্লভ রামকৃষ্ণ জয় ॥

(৩)

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।
ভজ গদাধর প্রাণারাম, জপ সারদাবল্লভ রামকৃষ্ণ নাম।
ভজ গৌরীদামোদর রাধেশ্যাম।
জপ শিবদুর্গা সীতারাম ॥

শ্রীগুরু-স্তোত্র

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥
অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩
নিত্যং শুদ্ধং নিরাকারং নির্বিকারং নিরঞ্জনম্
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্ ॥ ৪
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৫
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীগুরু-অষ্টক

গৌড়-সারঙ্গ—কাওয়ালী

ভবসাগর-তারণ-কারণ হে, রবিনন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥১

হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥২

মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে, নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥৩

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুমভঞ্জক হে, হৃদিগ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে,
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥৪

রিপুসূদন মঙ্গলনায়ক হে, সুখশান্তি-বরাভয়-দায়ক হে,
ত্রয়তাপ হরে তব নামগুণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥৫

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দক হে, গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥৬

তব নাম সদা শুভসাধক হে, পতিতাধম-মানব-পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥৭

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে, ভবরোগ-বিকার-বিনাশক হে,
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥৮॥

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার-রচিত)

শ্রীনবগ্রহ-স্তোত্র

জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥১
দিব্য-শঙ্খ-তুষারাভং ক্ষীরার্ণব-সমুদ্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুট-ভূষণম্ ॥২
ধরণীগর্ভ-সম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্ ॥৩
প্রিয়ঙ্গু-কলিকা-শ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্বগুণোপেতং তং বুধং প্রণমাম্যহম্ ॥৪
দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥৫
হিমকুন্দ-মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্বশাস্ত্র-প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥৬
নীলাঞ্জন-সমাভাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম্ ॥৭
অর্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য-বিমর্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥৮
পলালধূম-সঙ্কাশং তারাগ্রহ-বিমর্দকম্।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥৯॥

(শ্রীব্যাস-বিরচিত)

শ্রীসূর্যাষ্টক

আদিদেব নমস্তুভ্যং প্রসীদ মম ভাস্কর।
দিবাকর নমস্তুভ্যং প্রভাকর নমোঽস্তু তে ॥১
সপ্তাশ্বরথমারূঢ়ং প্রচণ্ডং কশ্যপাত্মজম্।
শ্বেতপদ্মধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥২
লোহিতং রথমারূঢ়ং সর্বলোক-পিতামহম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥৩
ত্রৈগুণ্যঞ্চ মহাশূরং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥৪
বৃংহিতং তেজঃপুঞ্জঞ্চ বায়ুরাকাশমেব চ।
প্রভুঞ্চ সর্বলোকানাং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥৫
বন্ধূকপুষ্প-সঙ্কাশং হারকুণ্ডল-ভূষিতম্।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥৬
তং সূর্যং জগৎকর্তারং মহাতেজঃপ্রদীপনম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥৭
তং সূর্যং জগতাং নাথং জ্ঞান-বিজ্ঞান-মোক্ষদম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥৮॥

(খ)

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ।
যশোদা-ভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুত্য গোপ্যা ॥১
রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্ ।
মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠং স্থিতং নৌমি দামোদরং ভক্তবন্দ্যম্ ।২
ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে সঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥৩
বরং দেহি দেহীশ দাসায় মহ্যং ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবাল সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥৪
ইদন্তে মুখাম্ভোজমত্যন্তনীলৈর্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধবক্রৈশ্চ গোপ্যা ।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥৫
নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো প্রসীদ প্রভোঽপার-দুঃখাব্ধিমগ্নম্ ।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানুগৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যাক্ষিদৃশ্যম্ ॥৬
কুবেরাত্মজৌ বৃক্ষমূর্তী চ যদ্বৎ ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥৭
নমস্তে সুদাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে ।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥৮॥

(পদ্মপুরাণে শ্রীসত্যব্রত মুনি-প্রোক্ত)

(প্রণাম-মন্ত্র)

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥১

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥৩॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তোত্র

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীতক-রবো-
মুদা ভীরী-নারী-বদনকমলাস্বাদ-মধুপঃ ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥১

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিদধতে ।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবসতি-লীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥২

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা ।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৩

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদ-শ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহমুখঃ ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৪

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেবপটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৫

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত-চরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধাসরস-বপুরালিঙ্গনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৬

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৭

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে!
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে!
অহো! দীনেঽনাথে নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৮॥

(শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-মুখনিঃসৃত)

শ্রীশ্রীগোবিন্দাষ্টক

চিদানন্দাকারং শ্রুতি-স্থরস-সারং সমরসং
নিরাধারাধারং ভবজলধিপারং পরগুণম্ ।
রমাগ্রীবাহারং ব্রজবন-বিহারং হরস্তুতং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে ॥১
মহাম্ভোধিস্থানং স্থিরচর-নিদানং দিবিজ-পং
সুধাধারাপানং বিহগপতি-যানং যমরতম্ ।
মনোজ্ঞং সুজ্ঞানং মুনিজন-নিধানং ধ্রুবপদং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে ॥২
ধিয়া ধীরৈর্ধ্যেয়ং শ্রবণপুটপেয়ং যতিবরৈ-
র্মহাবাক্যৈর্জ্ঞেয়ং ত্রিভুবন-বিধেয়ং বিধিপরম্ ।
মনোমানামেয়ং সপদি হৃদি নেয়ং নবতনুং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে ॥৩
মহামায়াজালং বিমলবনমালং মলহরং
সুভালং গোপালং নিহত-শিশুপালং শশিমুখম্ ।
কলাতীতং কালং গতি-হত-মরালং মুররিপুং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে ॥৪
নভোবিম্বস্ফীতং নিগমগণগীতং সমগতিং
সুরৌঘে সম্প্রীতং দিতিজ-বিপরীতং পুরিশয়ম্ ।
গিরাং পন্থাতীতং স্বদিত-নবনীতং নয়করং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে ॥৫
পরেশং পদ্মেশং শিবকমলজেশং শিবকরং
দ্বিজেশং দেবেশং তনুকুটিল-কেশং কলিহরম্ ।

খগেশং নাগেশং নিখিলভুবনেশং নগধরং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে ॥৬
রমাকান্তং কান্তং ভব ভয়-ভয়ান্তং ভবসুখং
দুরাশান্তং শান্তং নিখিলহৃদি ভান্তং ভুবনপম্।
বিবাদান্তং দান্তং দনুজনিচয়ান্তং সুচরিতং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে ॥৭
জগজ্জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং সুরপতি-কনিষ্ঠং ক্রতুপতিং
বলিষ্ঠং ভূয়িষ্ঠং ত্রিভুবন-বরিষ্ঠং বরবহম্।
স্বনিষ্ঠং ধর্মিষ্ঠং গুরুগুণগরিষ্ঠং গুরুবরং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে ॥৮॥

(শ্রীপরমহংস-স্বামী ব্রহ্মানন্দ-বিরচিত)

শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতাষ্টক

নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং রসসাগর-নাগর-ভূপবরম্।
শুভ-বঙ্কিম-চারুশিখণ্ড-শিখং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥১
ভ্রূ-বিশঙ্কিত-বঙ্কিম-শক্রধনুং মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত-কোটিবিধুম্।
মৃদুমন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্যযুতং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥২
সুবিকম্পদনঙ্গ-সদঙ্গধরং ব্রজবাসি-মনোহর-বেশকরম্।
ভৃশলাঞ্ছিত-নীলসরোজ-দৃশং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥৩
অলকাবলি-মণ্ডিত-ভালতটং শ্রুতি-দোলিত-মাকর-কুণ্ডলকম্।
কটিবেষ্টিত-পীতপটং সুধটং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥৪
ভৃশ-চন্দনচর্চিত-চারুতনুং মণিকৌস্তুভ-গর্হিত-ভানুতনুম।
ব্রজ-বালশিরোমণি-রূপধৃতং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥৫

কলনূপুর-রাজিত-চারুপদং মণিরঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গমদম্ ।
ধ্বজ-বজ্রকুশাঙ্কিত-পাদযুগং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥৬
সুরবৃন্দ-সুবন্দ্য-মুকুন্দ-হরিং সুরনাথ-শিরোমণি-সর্বগুরুম্ ।
গিরিধারি-মুরারি-পুরারিপরং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥৭
বৃষভানুসুতা-বর-কেলিপরং রসরাজ-শিরোমণি-বেশধরম্ ।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্য-বরং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥৮॥

শ্রীশ্রীমদনমোহনাষ্টক

জয় শঙ্খগদাধর নীলকলেবর পীতপটাম্বর দেহি পদম্ ।
জয় চন্দনচর্চিত কুণ্ডলমণ্ডিত কৌস্তুভশোভিত দেহি পদম্ ॥১
জয় পঙ্কজলোচন মারবিমোহন পাপবিখণ্ডন দেহি পদম্ ।
জয় বেণুনিনাদক রাসবিহারক বঙ্কিম সুন্দর দেহি পদম্ ॥২
জয় ধীরধুরন্ধর অদ্ভুত সুন্দর দৈবতসেবিত দেহি পদম্ ।
জয় বিশ্ববিমোহন মানসমোহন সংস্থিতিকারণ দেহি পদম্ ॥
জয় ভক্তজনাশ্রয় নিত্যসুখালয় অন্তিমবান্ধব দেহি পদম্ ।
জয় দুর্জয়শাসন কেলিপরায়ণ কালিয়মর্দন দেহি পদম্ ॥৪
জয় নিত্যনিরাময় দীনদয়াময় চিন্ময় মাধব দেহি পদম্ ।
জয় পামরপাবন ধর্মপরায়ণ দানবসূদন দেহি পদম্ ॥৫
জয় বেদবিদাম্বর গোপবধূপ্রিয় বৃন্দাবনধন দেহি পদম্ ।
জয় সত্যসনাতন দুর্গতিভঞ্জন সজ্জনরঞ্জন দেহি পদম্ ॥৬
জয় সেবকবৎসল করুণাসাগর বাঞ্ছিতপূরক দেহি পদম্ ।
জয় পূতধরাতল দেবপরাৎপর সত্ত্বগুণাকর দেহি পদম্ ॥৭
জয় গোকুলভূষণ কংসনিসূদন সাত্বতজীবন দেহি পদম্ ।
জয় যোগপরায়ণ সংসৃতিবারণ ব্রহ্মনিরঞ্জন দেহি পদম্ ॥৮॥

শ্রীশ্রীদশাবতার-স্তোত্র

প্রলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত-**মীন**-শরীর—জয় জগদীশ হরে ॥১

ক্ষিতিরতি-বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরণি-ধরণ-কিণ-চক্র-গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত-**কূর্ম**-শরীর—জয় জগদীশ হরে ॥২

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত-**শূকর**-রূপ—জয় জগদীশ হরে ॥৩

তব কর-কমল-বরে নখমদ্ভুত-শৃঙ্গং
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃত-**নরহরি**-রূপ—জয় জগদীশ হরে ॥৪

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত-বামন
পদনখ-নীর-জনিত-জনপাবন।
কেশব ধৃত-**বামন**-রূপ—জয় জগদীশ হরে ॥৫

ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগত-পাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভব-তাপম্।
কেশব ধৃত-**ভৃগুপতি**-রূপ—জয় জগদীশ হরে ॥৬

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি-কমনীয়ং
দশমুখ-মৌলি-বলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃত-**রঘুপতি**-রূপ—জয় জগদীশ হরে ॥৭

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্ ।
কেশব ধৃত-**হলধর**-রূপ—জয় জগদীশ হরে ॥৮
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃত-**বুদ্ধ**-শরীর—জয় জগদীশ হরে ॥৯
ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।
কেশব ধৃত-**কল্কি**-শরীর—জয় জগদীশ হরে ॥১০
শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিত-মুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ।
কেশব ধৃত-দশবিধ-রূপ—জয় জগদীশ হরে ॥

(শ্রীজয়দেব গোস্বামি-বিরচিত)

শ্রীশ্রীশিবাষ্টক

প্রভুমীশ-মনীশ-মশেষগুণং গুণহীন-মহীশ-গরাভরণম্ ।
রণনির্জিত-দুর্জয়-দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥১
গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং তনুনিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুম্ ।
বিধিবিষ্ণু-শিরোধৃত-পাদযুগং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥২
শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিত-সন্মুকুটং কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্ ।
সুর-শৈবলিনীকৃত-পূতজটং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৩

নয়নত্রয়-ভূষিত-চারুমুখং মুখপদ্ম-পরাজিত-কোটিবিধুম্ ।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৪
বৃষরাজ-নিকেতন-মাদিগুরুং গরলাশনমাজি-বিষাণধরম্ ।
প্রমথাধিপ-সেবক-রঞ্জনকং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৫
মকরধ্বজ-মত্ত-মাতঙ্গহরং করিচর্মগ-নাগ-বিবোধকরম্ ।
বরমার্গণ-শূল-বিষাণধরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৬
জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং ত্রিদিবেশ-শিরোমণি-ঘৃষ্টপদম্ ।
প্রিয়মানব-সাধুজনৈক-গতিং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৭
অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ পুনর্জন্ম-দুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো ।
ভজতোঽখিল-দুঃখসমূহ-হরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্ ॥৮॥

(পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-বিরচিত)

(প্রণাম-মন্ত্র)

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে ।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্তং পরমেশ্বর ॥১
বিশ্বেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়-সাগরায় ।
কর্পূরকুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখ-দহনায় নমঃ শিবায় ॥২॥

শ্রীশ্রীশিবমহিমা স্তোত্র

মহিম্নঃ পারন্তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ।
অথাবাচ্যঃ সর্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর ! নিরপবাদঃ পরিকরঃ॥ ১
অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো-
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ
পদে ত্বর্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ॥ ২
ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥ ৭
মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ
কপালঞ্চেতীয়ং তব বরদ তন্ত্রোপকরণম্।
সুরাস্তাস্তামৃদ্ধিং দধতি চ ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাং
ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি॥ ৮
অকাণ্ডব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিত-দেবাসুরকৃপা-
বিধেয়স্যাসীদ্ যস্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ।
স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গ-ব্যসনিনঃ॥ ১৪
অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে
নিবর্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।

স পশ্যন্নীশ ত্বামিতর-সুরসাধারণমভূৎ
স্মরঃ স্মর্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥ ১৫

শ্মশানেষ্বাক্রীড়াঃ স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা-
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটী-পরিকরঃ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং
তথাপি স্মর্তৄণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি ॥ ২৪

ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ-
স্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ।
পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং
ন বিদ্মস্তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎ ত্বং ন ভবসি ॥ ২৬

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্বস্মৈ তে তদিদমতিসর্বায় চ নমঃ ॥ ২৯

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥ ৩২ ॥

(শ্রীপুষ্পদন্ত-বিরচিত)

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথাষ্টক

গঙ্গাতরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং
গৌরীনিরন্তর-বিভূষিত-বামভাগম্।
নারায়ণ-প্রিয়মনঙ্গ-মদাপহারং
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥১
বাচামগোচরমনেক-গুণস্বরূপং
বাগীশবিষ্ণু-সুরসেবিত-পাদপীঠম্।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥২
ভূতাধিপং ভূজগভূষণ-ভূষিতাঙ্গং
ব্যাঘ্রাজিনাম্বর-ধরং জটিলং ত্রিনেত্রম
পাশাঙ্কুশাভয়-বরপ্রদ-শূলপাণিং
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৩
শীতাংশু-শোভিত-কিরীট-বিরাজমানং
ভালেক্ষণানল-বিশোষিত-পঞ্চবাণম্।
নাগাধিপারচিত-ভাস্বর-কর্ণপূরং
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৪
পঞ্চাননং দুরিত-মত্ত-মতঙ্গজানাং
নাগান্তকং দনুজ-পুঙ্গব-পন্নগানাম্।
দাবানলং মরণশোক-জরাটবীনাং
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৫
তেজোময়ং সগুণ-নির্গুণমদ্বিতীয়-
মানন্দ-কন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ম।

নাদাত্মকং সকল-নিষ্কলমাত্মরূপং
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৬
আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্য নিন্দাং
পাপে রতিঞ্চ সুনিবার্য মনঃ সমাধৌ।
আদায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৭
রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগং
বৈরাগ্যশান্তি-নিলয়ং গিরিজাসহায়ম্।
মাধুর্য-ধৈর্য-সুভগং গরলাভিরামং
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৮॥
(শ্রীব্যাস-বিরচিত)

শ্রীশ্রীপশুপতি-স্তব

শিব সর্বাধারে ধরা-মূর্তিধর।
ভব মূর্তিজল জলচক্র চর ॥২
নাভিপদ্ম-সুবেষ্টিত চক্রবাসী।
নমো রুদ্ররূপ তেজ বহ্নিরাশি ॥
বায়ুমূর্তি হৃদাম্বুজে উগ্রবেশে।
নমো ভীমাকাশাকার কণ্ঠদেশে
দ্বিদলাম্বুজাধিপতি চিত্তবর।
যজমান পশুপতি-মূর্তিধর ॥
খরপুঞ্জ-প্রভাকর অঙ্গাভাসে।
নমেশানারুণাকার দৃষ্টাকাশে ॥১০
শিরচক্রে বিহরতু ধ্বান্তহর।
মহাদেব নমো সোমমূর্তিধর ॥১২
সহস্রদলাম্বুজ-বাসকারী।
নমো রুদ্ররূপ গুরো ব্রহ্মচারা ॥
নানাবেশধারী নানাচারাচারী।
পরমামৃত রসপ্রদানকারী ॥
কাল দণ্ডকারী কালদণ্ডধারী।
কালদণ্ড প্রচণ্ড সুখণ্ডকারী ॥
জয় ইষ্টদেব লোক ইষ্টকারী।
রিপুমর্দন দুর্জন-দর্পহারী ॥২০

জয় ঈশান বিষাণ-গান-সুখে।
বব বম্ বব বম্ বব পঞ্চমুখে ॥২২
ঢক ঢক্ক ঢক হাড়-হার গলে।
ধক ধক্ক ধক ভালে বহ্নি জ্বলে ॥
কল কল্ল কল শিরে গঙ্গাজল।
ঢল ঢল্ল ঢল ভাবে ঢল ঢল ॥
চক চক্ক ফণি-মণি-ধ্বাস্ত হরে।
ডুগু ডুগ্ গু ডমরু বাদ্য করে ॥
কিবা রম্য ঘটা শিরে দীর্ঘ জটা।
ঘন ঘর্ষিত ঘর্ঘর ঘোর ঘটা ॥৩০
করে শোভিত বিচিত্র অক্ষমালা।
সদা লম্বিত কক্ষেতে ব্যাঘ্রছালা ॥
চিতাভস্ম ভূষাঙ্গে ভুজঙ্গধর।
ত্রিলোকার্চিত ভীম ত্রিশূল-কর ॥
তাবাকান্ত-হর তারাকান্ত-ধর।
হর গঙ্গাধর হর শৃঙ্গধর ॥
হর চিন্তা হর হর দুঃখ হর।
হর রোগ হর হর শোক হর ॥
কাল-কল্পতরু কাল-দর্পহর।
ভাঁবি গুপ্তভাবে ভাব ব্যক্ত কর ॥৪০
কালদর্পহারী কালদর্পহর।
জয় সাধক-সাধন শঙ্কাহর ॥
পাশযুক্ত কর পাশ মুক্ত কর।
জয়যুক্ত কর হর মুক্ত কর ॥
বিভু বিশ্ববিনাশক বিশ্বধাতা।
চিদানন্দময় চিদানন্দ দাতা ॥৪৬
মহাহংসরূপ মহাঅংশ রূপ।
জয় অশ্মরূপ শিব স্ব-স্বরূপ ॥
বেদবর্ণময় মহাসিদ্ধ মন্থ।
মন্থমন্ত্র-ময় চারু রম্য তনু ॥৫০
তনুসুন্দর শঙ্করী-মন্মথ হে।
রূপ-মন্মথ মন্মথ-মন্মথ হে ॥
জয় নির্ভয় নির্মূল নির্মল হে।
ভোলানাথ ভাবে ভাববিহ্বল হে ॥
জয় ভূত-প্রমথ-পিশাচ-পতে।
পরমার্থপদার্থ যথার্থ মতে ॥
দীন দয়াময় করুণাসিন্ধু।
বিতর হে শঙ্কর করুণাবিন্দু ॥
করুণাং কুরু শৈলজাবল্লভ হে।
পদপল্লব সংসার-দুর্লভ হে ॥৬০
মরণ-হরণ তব চরণ-কমলে।
হর তারয় সংশয়-সিন্ধু-জলে ॥
বোধদাত্রী-গায়ত্রী-সাবিত্রী-ধব।
কালাসন্নে প্রপন্নে প্রসন্নো ভব ॥
ভব ! রক্ষয় মাং শরণাগত হে।
কালমাগতমাগতমাগত হে ॥
ভীতা কাতরী 'কিঙ্করী' শঙ্কর হে।
ভয় সংহর, সংহর, সংহর হে ॥৬৮॥

(শ্রীগিরিবালাদেবী-রচিত)

শ্রীশ্রীরাম-নামকীর্তন

(ক)

রামং-লক্ষ্মণ-পূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকম্॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিম্।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুল-তিলকং রাঘবং রাবণারিম্॥

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষ-রহিতং কুরু মানসঞ্চ॥

(খ)

(১) শুদ্ধব্রহ্ম-পরাৎপর রাম, কালাত্মক-পরমেশ্বর রাম।
শেষতল্পসুখ-নিদ্রিত রাম, ব্রহ্মাদ্যমর-প্রার্থিত রাম॥
চণ্ডকিরণ-কুলমণ্ডন রাম, শ্রীমদ্দশরথ-নন্দন রাম।
কৌশল্যা-সুখবর্ধন রাম, বিশ্বামিত্র-প্রিয়ধন রাম॥
ঘোরতাটকা-ঘাতক রাম, মারীচাদি-নিপাতক রাম।১০
কৌশিকমখ-সংরক্ষক রাম, শ্রীমদহল্যোদ্ধারক রাম॥
গৌতমমুনি-সংপূজিত রাম, সুরমুনি-বরগণ-সংস্তুত রাম।
নাবিকধাবিত-মৃদুপদ রাম, মিথিলাপুর-জনমোহক রাম॥
বিদেহমানস-রঞ্জক রাম, ত্র্যম্বক-কার্মুক-ভঞ্জক রাম।
সীতার্পিত-বরমালিক রাম, কৃতবৈবাহিক-কৌতুক রাম॥
ভার্গবদর্প-বিনাশক রাম, শ্রীমদযোধ্যা-পালক রাম।২২॥

(২) অগণিত-গুণগণ-ভূষিত	রাম,	অবনীতনয়া-কামিত	রাম ॥
রাকাচন্দ্র-সমানন	রাম,	পিতৃবাক্যাশ্রিত-কানন	রাম ।
প্রিয়গুহ-বিনিবেদিতপদ	রাম,	তৎক্ষালিত-নিজমৃদুপদ	রাম ॥
ভরদ্বাজ-মুখানন্দক	রাম,	চিত্রকূটাদ্রি-নিকেতন	রাম ।
দশরথসন্তত-চিন্তিত	রাম,	কৈকেয়ী-তনয়ার্থিত	রাম ॥
বিরচিত-নিজপিতৃ-কর্মক	রাম,	ভরতার্পিত-নিজপাদুক	রাম ।৩৪॥

(৩) দণ্ডক-বনজন-পাবন	রাম,	দুষ্টবিরাধ-বিনাশন	রাম ॥
শরভঙ্গ-সুতীক্ষ্ণ-অর্চিত	রাম,	অগস্ত্যানুগ্রহ-বর্ধিত	রাম ।
গৃধ্রাধিপ-সংসেবিত	রাম,	পঞ্চবটীতট-সুস্থিত	রাম ॥
শূর্পণখার্তি-বিধায়ক	রাম,	খরদূষণমুখ-সূদক	রাম ।
সীতাপ্রিয়-হরিণানুগ	রাম,	মারীচার্তি-কৃদাশুগ	রাম ॥
বিনষ্ট-সীতান্বেষক	রাম,	গৃধ্রাধিপ-গতিদায়ক	রাম ।
শবরীদত্ত-ফলাশন	রাম,	কবন্ধবাহু-চ্ছেদন	রাম ॥৪৮॥

(৪) হনুমৎসেবিত-নিজপদ	রাম,	নতসুগ্রীবাভীষ্টদ	রাম ।
গর্বিতবালি-সংহারক	রাম,	বানরদূত-প্রেষক	রাম ॥
হিতকরলক্ষ্মণ-সংযুত	রাম,		।৫৩॥

(৫)		কপিবরসন্তত-সংস্মৃত	রাম ।
তদ্গতিবিঘ্ন-ধ্বংসক	রাম,	সীতা-প্রাণাধারক	রাম ॥
দুষ্টদশানন-দূষিত	রাম,	শিষ্টহনুমদ্-ভূষিত	রাম ।
সীতাবেদিত-কাকাবন	রাম,	কৃতচূড়ামণি-দর্শন	রাম ॥
কপিবর-বচনাশ্বাসিত	রাম,		।৬১॥

(৬)		রাবণনিধন-প্রস্থিত	রাম ।
বানরসৈন্য-সমাবৃত	রাম,	শোষিত-সরিদীশার্থিত	রাম ॥

বিভীষণাভয়-দায়ক	রাম,	পর্বতসেতু-নিবন্ধক	রাম।
কুম্ভকর্ণ-শিরচ্ছেদক	রাম,	রাক্ষসসংঘ-বিমর্দক	রাম ॥
অহিমহিরাবণ-চারণ	রাম,	সংহৃতদশমুখ-রাবণ	রাম।৭০
বিধিভবমুখ-সুরসংস্তুত	রাম,	খস্থিতদশরথ-বীক্ষিত	রাম ॥
সীতাদর্শন-মোদিত	রাম,	অভিষিক্ত-বিভীষণ-নত	রাম।
পুষ্পক-যানারোহণ	রাম,	ভরদ্বাজাভিনিষেবণ	রাম ॥
ভরতপ্রাণ-প্রিয়কর	রাম,	সাকেতপুরী-ভূষণ	রাম।
সকলস্বীয়-সমানত	রাম,	রত্নলসৎ-পীঠাস্থিত	রাম ॥৮০
পট্টাভিষেকালঙ্কৃত	রাম,	পার্থিবকুল-সম্মানিত	রাম।
বিভীষণার্পিত-রঙ্গক	রাম,	কীশকুলানুগ্রহকর	রাম ॥
সকলজীব-সংরক্ষক	রাম,	সমস্তলোকা-ধারক	রাম।৮৬॥

(৭) আগতমুনিগণ-সংস্তুত	রাম,	বিশ্রুতদশ-কণ্ঠোদ্ভব	রাম ॥
সীতালিঙ্গন-নির্বৃত	রাম,	নীতিসুরক্ষিত-জনপদ	রাম।
বিপিনত্যাজিত-জনকজ	রাম,	কারিত-লবণাসুরবধ	রাম ॥
স্বর্গতিশম্বুক-সংস্তুত	রাম,	স্বতনয়-কুশলব-নন্দিত	রাম।
অশ্বমেধক্রতু-দীক্ষিত	রাম,	কালাবেদিত-সুরপদ	রাম ॥
অযোধ্যকজন-মুক্তিদ	রাম,	বিধিমুখবিবুধা-নন্দক	রাম।
তেজোময়-নিজরূপক	রাম,	সংসৃতিবন্ধ-বিমোচক	রাম ॥১০০
ধর্মস্থাপন-তৎপর	রাম,	ভক্তিপরায়ণ-মুক্তিদ	রাম।
সর্বচরাচর-পালক	রাম,	সর্বভবাময়-বারক	রাম ॥
বৈকুণ্ঠালয়-সংস্থিত	রাম,	নিত্যানন্দ-পদস্থিত	রাম।
রাম রাম জয় রাজা	রাম,	রাম রাম জয় সীতা	রাম ॥১০৮॥

(গ)

ভয়হর মঙ্গল দশরথ রাম, জয় জয় মঙ্গল সীতা রাম।
মঙ্গলকর জয় মঙ্গল রাম, সঙ্গতশুভ-বিভবোদয় রাম॥
আনন্দামৃতবর্ষক রাম, আশ্রিতবৎসল জয় জয় রাম।
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতা রাম॥

কনকাম্বর কমলাসন-জনকাখিল ধাম।
সনকাদিক-মুনিমানস-সদনানঘ ভূম॥
শরণাগত-সুরনায়ক-চিরকামিত কাম।
ধরণীতলতরণ দশরথনন্দন রাম॥
পিশিতাশন-বনিতাবধ জগদানন্দ রাম।
কুশিকাত্মজ-মখরক্ষণ-চরিতাদ্ভুত রাম॥
ধনি-গৌতমগৃহিণী-স্বজদঘমোচন রাম।
মুনিমণ্ডল-বহুমানিত-পদপাবন রাম॥
স্মরশাসন-সুশরাসন-লঘুভঞ্জন রাম।
নরনির্জর-জনরঞ্জন-সীতাপতি রাম॥
কুসুমায়ুধ-তনুসুন্দর-কমলানন রাম।
বসুমানিত-ভৃগুসম্ভব-মদমর্দন রাম॥
করুণারস বরুণালয় নতবৎসল রাম।
শরণং তব চরণং ভবহরণং মম রাম॥

(প্রণাম-মন্ত্র)

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

শ্রীশ্রীবুদ্ধ-বন্দনা

বুদ্ধ বীর নমোত্যত্থু সব্বসত্তানমুত্তম্ ।
যো মং দুক্খা পমোচেসি অঞ্ঞঞ্চ বহুকং জনম্ ॥ ১৫৭
সব্বদুক্খং পরিঞ্ঞাতং হেতুতণ্হা বিসোসিতা ।
অরিয়ট্ঠঙ্গিকো মগ্গো নিরোধো ফুসিতো ময়া ॥ ১৫৮
মাতা পুত্তো পিতা ভাতা অয্যিকা চ পুরে অহুং ।
যথাভুচ্চমজানন্তী সংসরিহং অনিব্বিসম ॥ ১৫৯
দিট্ঠো হি মে সো ভগবা অন্তিমোয়ং সমুস্সয়ো ।
ভিক্খীণো জাতিসংসারো নত্থি দানি পুনব্ভবো ॥ ১৬০
আরদ্ধ বিরিয়ে পহিতত্তে নিচ্চং দল্হপরক্কমে ।
সমগ্গে সাবকে পস্স এসা বুদ্ধনে বন্দনা ॥ ১৬১
বাহুনং বত অত্থায় মায়া জনয়ি গোতমং ।
ব্যাধিমরণতুন্নানং দুক্খক্ খন্ধং ব্যাপানুদি ॥ ১৬২ ॥

(পালি 'থেরীগাথা' হইতে, মাতা গোতমী-কৃত)

(পদ্যানুবাদ)

বুদ্ধবীর ! নমি আমি, তুমি সর্বসত্তা শ্রেষ্ঠতম ;
এড়াইল দুঃখ জ্বালা, কত শত দুঃখী মোর সম ।
দুঃখের নিদান জানি তৃষ্ণা মোর শুকায়েছে প্রাণে,
অষ্টাঙ্গিক শ্রেষ্ঠমার্গ লভিয়াছি তবদত্ত জ্ঞানে ।
মাতা, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা অজ্জিকা-রূপেতে ঘরে ঘরে,
না জানিয়া সত্যধর্ম বিচরিনু জন্মজন্মান্তরে ।
হেরিলাম ভগবানে, এই মোর অন্তিম জনম ;
ছিঁড়েছে সংসার গ্রন্থি, পুনর্জন্ম জীবের করম ।

দৃঢ় পরাক্রমে সবে সাধুপথে করে বিচরণ,
জীবনে সাধুতালাভ,—শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধের বন্দন।
লোকহিত তরে 'মায়া' জন্ম দিল তোমারে 'গোতম';
হরিয়াছ দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোকের রোদন॥

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার-রচিত)

তং বন্দে পরমনুকম্পকং মহর্ষিং
মূর্ধাহং প্রকৃতিগুণজ্ঞমাশয়জ্ঞম্।
সম্বুদ্ধং দশবলিনং ভিষক্‌প্রধানং
ত্রাতারং পুনরপি চাস্মি সন্নতস্তম্॥

(সৌন্দরনন্দ কাব্য, অশ্বঘোষ-রচিত)

নমঃ সুগুণমাণিক্য-সিন্ধবে রবিবন্ধবে।
নমঃ সংসার-পাথোধি-সেতবে মুনিকেতবে॥
নমঃ সকল-সঙ্কেশহারিণে গুণহারিণে।
নমঃ সমস্ত-তত্ত্বার্থ-বেদিনেঽদ্বয়বাদিনে॥
করুণা-পুর-লহরী-পরীবাহিত-চক্ষুষে।
ভাগধেয়নিধানায় ভগবন্ ভবতে নমঃ॥

(পদ্যচূড়ামণি, বুদ্ধঘোষ-রচিত)

ত্রিরত্ন-বন্দনা

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা।
সম্বোধিমাগঞ্ছি অনন্তঞাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং॥ ১

অট্ঠঙ্গিকো অরিযপথো জনানং
মোক্‌খপ্পবেসাযুজুকো ব মগ্‌গো।
ধম্মো অযং সন্তিকরো পণীতো
নীয্যাণিকো তং পণমামি ধম্মং ॥ ২
সংঘো বিসুদ্ধো বরদক্‌খিণেয্যো
সন্তিন্দ্রিযো সব্বমলপ্পহীণো।
গুণেহি নেকেহি সমিদ্ধিপত্তো
অনাসবো তং পণমামি সংঘং ॥ ৩ ॥

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।
সংঘং শরণং গচ্ছামি ॥

শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টক

উজ্জ্বলবরণ-গৌরবরদেহং বিলসিত-নিরবধি-ভাববিদেহম্।
ত্রিভুবনপাবনং কৃপায়া লেশং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ম্ ॥ ১
গদ্‌গদ-অন্তর-ভাব-বিকারং দুর্জন-তর্জন-নাদবিলাসম্।
ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ম্ ॥ ২
অরুণাম্বর-ধর-চারু-কপোলং ইন্দুবিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরম্।
জল্পিত-নিজ-গুণনাম-বিনোদং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ম্ ॥ ৩
বিগলিত-নয়নকমল-জলধারং ভূষণ-নবরস-ভাববিকারম্।
গতি-অতিমন্থর-নৃত্যবিলাসং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ম্ ॥ ৪
চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরম্
চন্দ্রবিনিন্দিত-শীতল-বদনং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ম্ ॥ ৫

ধৃত-কটিডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং দিব্য-কলেবর-মণ্ডিত-মণ্ডম্
দুর্জন-কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ম ॥৬
ভূষণ-ভূরজ-অলকা-বলিতং কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরম্ ।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ম্ ॥৭
নিন্দিত-অরুণ-কমলদল-লোচনং আজানুলম্বিত-শ্রীভুজ-যুগলম্ ।
কলেবর-কৈশোর-নর্তকবেশং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ম ॥৮॥

শ্রীশ্রী নিত্যানন্দাষ্টক

শরচ্চন্দ্রভ্রান্তিং স্ফুরদমলকান্তিং গজগতিং
হরিপ্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরমসত্ত্বং স্মিতমুখম্ ।
সদা ঘূর্ণন্নেত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু-কন্দং নিরবধি ॥১

রসানামাগারং স্বজনগণ-সর্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বসুধা-জাহ্নবীপতিম্ ।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম-বিদিতং মন্দমনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু-কন্দং নিরবধি ॥২

শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিল-জগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ-করণোদ্দাম-করুণম্ ।
হরের্ব্যাখ্যানাদ্‌বা ভবজলধি-গর্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু-কন্দং নিরবধি ॥৩

অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলিকলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে ।

ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রযতি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু-কন্দং নিরবধি ॥৪

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরিহরি-ধ্বনিমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণদায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু-কন্দং নিরবধি ॥৫

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি-হরণ-কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ-সিন্ধূন্নতি-কুমুদবন্ধুং সমুদিতম্।
খলশ্রেণী-স্ফূর্জত্তিমির-হরসূর্যপ্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু-কন্দং নিরবধি ॥৬

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণম্।
প্রকুর্বন্তং সন্তং সকরুণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু-কন্দং নিরবধি ॥

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ করসরসিজং কোমলতরং
মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ম্।
ভ্রমন্তং মাধুর্যৈরহহ! মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরু-কন্দং নিরবধি ॥৮॥

রসানামাধানং রসিকবর-সদ্বৈষ্ণব-ধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্বং পঠতি য-
স্তদঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥

(শ্রীল বৃন্দাবনদাস-বিরচিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র

ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
নক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মোহঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥১

ভক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গচ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বম্।
বক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥২

তেজস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রাগে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥৩

কৃত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণান্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
যস্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥৪॥

(প্রণাম-মন্ত্র)

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

(শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ-বিরচিত)

(গ)

শ্রীশ্রীসরস্বতী-স্তোত্র

(১)

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা ॥১
শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা ॥২
বরদা সিদ্ধগন্ধর্বৈর্বন্দিতা সুরদানবৈঃ।
অর্চিতা মুনিভিঃ সর্বৈর্ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা ॥৩॥

(২)

যা কুন্দেন্দু-তুষারহার-ধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা বীণাবরদণ্ড-মণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর-প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥৪
সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তক-ধারিণী
মুরারিবল্লভা দেবী সর্বশুক্লা সরস্বতী ॥৫॥

(প্রণাম-মন্ত্র)

সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥১
সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে!
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে ॥২
জয় জয় দেবি চরাচরসারে কুচযুগশোভিত-মুক্তাহারে।
বীণাপুস্তক-রঞ্জিতহস্তে ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে ॥৩॥

শ্রীশ্রীবাণী-বন্দনা

প্রকাশো জননী নয়ন সমুখে প্রসন্ন মুখচ্ছবি ॥
বিমল মানস-সরসবাসিনী শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী কমল-কুঞ্জাসনা।
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন উদাসীন আনমনা ॥
চারিদিকে সবে বাটিয়া ছুনিয়া আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া,
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া পেয়েছি স্বরগসুধা।
সেই মোর ভালো—সেই বহু মানি, তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী,
সুরের খাদ্যে জান ত মা বাণী নরের মিটে না ক্ষুধা ॥
যা হবার হবে, সে কথা ভাবিনা, মাগো, একবার ঝঙ্কারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনী অমৃত উৎসধারা।
যে রাগিণী শুনি নিশি দিনমান বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিন মর্ত্যমাঝে বহমান নিয়ত আত্মহারা ॥
যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া হোমশিখা সম উঠিছে কাঁপিয়া,
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া বিশ্বতন্ত্রী হ'তে।
যে রাগিণী চিরজন্ম ধরিয়া চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া
অশ্রুহাসিতে জীবন ভরিয়া ছুটে সহস্র স্রোতে ॥
কে আছে কোথায়, কে আসে, কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,
বালুকার 'পরে কালের বেলায় ছায়া আলোকের খেলা।
জগতের যত রাজা মহারাজ কাল ছিল যারা কোথা তা'রা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখদুখ লাজ, টুটিছে সন্ধ্যাবেলা ॥

শুধু তা'র মাঝে ধ্বনিতেছে স্বর বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপূর, মগন গগনতল।
যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী,
জানে না আপনা জানে না ধরণী সংসার কোলাহল॥
সে জন পাগল, পরাণ বিকল, ভবকূল হ'তে ছিঁড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল ঠেকেছে চরণে তব।
তোমার অমল কমলগন্ধ হৃদয়ে ঢালিছে মহা আনন্দ,
অপূর্ব গীত, অলোক ছন্দ শুনিছে নিত্য নব॥
বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী, বারেকের তরে ভুলাও জননী,
কে বড় কে ছোট, কে দীন কে ধনী, কেবা আগে কেবা পিছে,
কার হ'ল জয়, কার পরাজয়, কাহার বৃদ্ধি, কার হ'ল ক্ষয়,
কেবা ভালো, আর কেবা ভালো নয়, কে উপরে কেবা নীচে॥
গাঁথা হয়ে যাক্ এক গীতরবে, ছোট জগতের ছোট-বড় সবে,
সুখে প'ড়ে র'বে পদপল্লবে, যেন মালা একখানি।
তুমি মানসের মাঝখানে আসি' দাড়াও মধুর মূরতি বিকাশি,
কুন্দ-বরণ সুন্দর হাসি বীণা হাতে বীণাপাণি॥
ভাসিয়া চলিবে রবি শশী তারা, সারি সারি যত মানবের ধারা
অনাদি কালের পান্থ যাহারা তব সঙ্গীতস্রোতে।
দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল,
দশ দিকবধূ খুলি' কেশজাল নাচে দশ দিক হতে॥

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত)

শ্রীশ্রীকালী-স্তোত্র

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥১০
মহদাদ্যণুপর্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥১১
ত্বমাদ্যা সর্ববিদ্যানাম্ অস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥১২
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী-ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥১৩
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্বশক্তি-স্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ ॥১৪
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি ॥১৫
উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ ॥ ১৬
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্‌ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী ॥১৭
ত্বং সর্বরূপিণী দেবী সর্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্বেষাং তোষণং ভবেৎ ॥২৪
সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্বং পরব্রহ্ম-সিসৃক্ষয়া ॥২৫
মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্‌ব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্ ॥২৬

সদ্রূপং সর্বতোব্যাপি সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ববস্তুষু ॥২৭
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তম্ অবাঙ্‌মনসগোচরম্ ॥২৮
তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্ ॥২৯
তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহার-সময়ে কালঃ সর্বং গ্রসিষ্যতি ॥৩০
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥৩১
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাৎ আদ্যা কালীতি গীয়তে ॥৩২
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতি।
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে ॥৩৩
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বং সর্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা ॥৩৪॥
(মহানির্বাণ তন্ত্রে চতুর্থোল্লাসে শ্রীশ্রীসদাশিবের উক্তি)

(প্রণাম-মন্ত্র)

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
শরণাগতদীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালিকা-ধ্যান

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্ ।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥১
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গবামাধোর্দ্ধ-করাম্বুজাম্ ।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্ ॥২
মহামেঘ-প্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীম্ ।
কণ্ঠাবসক্ত-মুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চিতাম্ ॥৩
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্ম-ভয়ানকাম্ ।
ঘোরদ্রংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ॥৪
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্ ।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্তধারা-বিস্ফুরিতাননাম্ ॥৫
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়-বাসিনীম্ ।
বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্ ॥৬
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্ ।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্ ॥৭
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্ ।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্ ॥৮
সুখপ্রসন্ন-বদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্ ।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্বকাম-সমৃদ্ধিদাম্ ॥৯॥

(বৃহৎ তন্ত্রসারে)

শ্রীশ্রীতারাভুজঙ্গ-স্তোত্র

জ্বলৎপাবকজ্বালজালাতিভাস্বচ্চিতামধ্যসংস্থাং সুপুষ্টাং সুখর্বাম্।
শবং বামপাদেন কণ্ঠে নিপীড্য স্থিতাং দক্ষিণেনাঙ্ঘ্রিণাঙ্ঘ্রী নিপীড্য ॥১

বৃহত্তুঙ্গলম্বোদরীং মেঘবর্ণাং সমুত্তুঙ্গপীনস্তনাভোগনম্রাম্।
জবারাগরঞ্জৎসুবৃত্তত্রিনেত্রাং ললজ্জিহ্বয়া দংষ্ট্রয়া ভীষণাস্যাম্ ॥২

লসদ্দ্বীপিচর্মাবৃতাঙ্গীং স্মিতাস্যাং জটাজূটমধ্যস্থিতেন্দীবরালিম্।
শিরোদেশভাস্বৎপিশাঙ্গাভসর্পাং জটাজূটমধ্যস্থিতাক্ষোভ্যমূর্তিম্ ॥৩

মিথঃ কেশবদ্ধাং শিরশ্ছিন্নসম্যগ্ গলান্দোলিতাং মানবীং মুণ্ডমালাম্।
দধানাঞ্চ পঞ্চাশদাখ্যানসংখ্যাং শিরশ্ছিন্নমুণ্ডাবলীনির্মিতাঙ্গীম্ ॥৪

সমাচ্ছিন্নমাংসোৎকরাধার্যমুষ্টিস্ফুরৎপাণিনা ধারয়ন্তীং মহাসিম্।
করে বাম ঈষৎস্ফুরদ্রক্তনালস্ফুরন্নীলপঙ্কেরুহং ধারয়ন্তীম্ ॥৫

করে সব্য উচ্চৈরধস্তাদ্ দধানাং সিতাং কর্ত্রিকাং বামপাণৌ কপালম্।
জগদ্বর্তিসঞ্জাতজাড্যাতিপূর্ণং লসৎকর্ত্রিকাধারয়া খণ্ডয়ন্তীম্ ॥৬

ঘনাভাহিবদ্ধং জটাজূটমুচ্চৈর্জবারাগনাগৈর্লসৎকুণ্ডলাভ্যাম্।
লসদ্ধূম্ররোচির্মহানাগকায়স্ফুরচ্চারুকেয়ূরশোভাভিরামাম্ ॥৭

সুবর্ণাভনাগোল্লসং কঙ্কণেন স্ফুরন্তীং লসচ্ছ্বেতনাগাভিরামাম্।
শরীরে তু দূর্বাদলশ্যামলাহিকৃতং চারু যজ্ঞোপবীতং দধানাম্ ॥৮

দধানাঞ্চ কুন্দাভনাগেন সম্যক্ কৃতং শুভ্রকাটেয়পাবিত্রসূত্রম্।
মহাপাটলাভেন নাগেন বৃত্তাং বিভূষাঞ্চ পাদদ্বয়ে ধারয়ন্তীম্ ॥৯

বিচিত্রাস্থিমালং কপালং করালং ললাটে চ পঞ্চাম্বিতং ধারয়ন্তীম্ ।
চিরং চিন্তয়ামীদৃশীং চারুরূপামমেয়ামদোষামতর্ক্যামপারাম্ ॥১০

সুরশ্রেণিমৌলিপ্রভারঞ্জিতাঙ্ঘ্রিং নতাশেষযোষিৎকুলেষ্টার্থদাত্রীম ।
যদীয়প্রসাদাদিদং বিশ্বজাতং জনঃ প্রাপ্নুয়ান্মোদতে শশ্বদেব ॥১১

সদৈব স্তবং যঃ পঠেদেকচিত্তো বশস্তস্য লোকো ভবেত্তত্র নূনম্ ।
ন দারিদ্র্যপাপে ন বা দুর্গতিঃ স্যাল্লভেতাপি মোক্ষং তথা ধর্মকামান্ ॥১২॥

(শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-বিরচিত)*

---

* তারাভুজঙ্গ স্তোত্রটি পরমহংস শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের রচিত, কিন্তু সমধিক প্রচলিত নহে। 'তন্ত্রসারে' তারাপ্রকরণে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তারাধ্যানের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ইহা হইতে পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ইহা শঙ্করাচার্যের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর্থার এভেলন (পরলোকগত বিচারপতি স্যার জন উড্রফ কর্তৃক তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশে গৃহীত নাম) কর্তৃক প্রকাশিত তন্ত্রগ্রন্থমালা একবিংশ খণ্ডে 'তারাভক্তিসুধার্ণবে' পঞ্চম তরঙ্গে এই স্তোত্রটি তারাধ্যান বলিয়া এবং ব্রহ্মসংহিতাকে ইহার মূল হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে কিছু পাঠান্তরও দেখা যায়।

শ্রীশ্রীদুর্গা-স্তব

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥১

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান-স্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দ-নন্দ-স্বরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥২

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্ত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৩

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু- নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৪

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৫

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দণ্ডলীলা- সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্ন-সন্দোহহর্ত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৬

ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি- ন্যমেয়াজিতাক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৭

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘ-স্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৮

শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনি-দনুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতিগৃহ-গতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥৯॥

(বিশ্বসার তন্ত্রে আপদুদ্ধার কল্পে)

শ্রীশ্রীভবান্যষ্টক

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন ভ্রাতা ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥১

ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরুঃ প্রপন্নঃ প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুমার্গ-কুরজ্জু-প্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥২

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৩

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতঃ গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৪

কুকর্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৫

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৬

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৭

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৮॥

(শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-বিরচিত)

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-স্তোত্র *

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্যরত্নাকরী
নির্ধূতাখিল-ঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশ-পাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥১

নানারত্ন-বিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহার-বিলম্বমান-বিলসদ্ বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতা-রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥২

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্মার্থনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানল-ভাসমান-লহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্বৈশ্বর্য-সমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৩

কৈলাসাচল-কন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থ-গোচরকরী ওঙ্কার-বীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৪

দৃশ্যাদৃশ্যসমস্ত-বাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্র-ভেদনকরী বিজ্ঞান-দীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশ-মনঃ-প্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৫

উর্বী-সর্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী
বেণীনীলসমান-কুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।

সর্বানন্দকরী সদা শুভঙ্করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৬
আদিক্ষান্ত-সমস্ত-বর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী
কাশ্মীরা ত্রিজলেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরী শর্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৭
দর্বী স্বর্ণবিচিত্র-রত্নরচিতা দক্ষে করে সংস্থিতা
বামে স্বাদুপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী তপঃফলকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৮
চন্দ্রার্কানল-কোটি-পূর্ণ-বদনা চন্দ্রাংশু-বিম্বাধরী
চন্দ্রার্কাগ্নিসমান-কুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তক-পাশকাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৯
ক্ষেত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী।
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়কবী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥১০॥

(প্রণাম-মন্ত্র)

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর-প্রাণবল্লভে।
জ্ঞান-বৈরাগ্য-সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্বতি ॥
মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥

(শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-বিরচিত)

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টক

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাঞ্জ-গর্বহারি-গৌরভা
পীতনাঞ্চিতাব্জ-গন্ধকীর্তি-নিন্দি-সৌরভা।
বল্লবেশসূনু-সর্ববাঞ্ছিতার্থ-সাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ১

কৌরবিন্দ-কান্তিনিন্দি-চিত্রপট্ট-শাটিকা
কৃষ্ণ-মত্তভৃঙ্গ-কেলি ফুল্লপুষ্প-বাটিকা।
কৃষ্ণ-নিত্যসঙ্গমার্থ-পদ্মবন্ধু-রাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ২

সৌকুমার্য-সৃষ্টপল্লবালি-কীর্তিনিগ্রহা
চন্দ্র-চন্দনোৎপলেন্দু সেব্য-শীতবিগ্রহা।
স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ-কামতাপ-বাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৩

বিশ্ববন্দ্য-যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ-নব্যযৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসমা।
শীল-হার্দ-লীলয়া চ সা যতোঽস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৪

রাস-লাস্যগীত-নর্ম-সৎকলালি-পণ্ডিতা
প্রেম-রম্যরূপ-বেশ-সদ্গুণালি-মণ্ডিতা।
বিশ্ব-নব্যগোপ-যোষিদালিতোঽপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৫

নিত্য-নব্যরূপকেলী-কৃষ্ণভাব-সম্পদা
কৃষ্ণরাগবন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদা ।
কৃষ্ণরূপ-বেশ-কেলিলগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৬

স্বেদকম্প-কণ্টকাশ্রু-গদ্গদাদি-সঞ্চিতা-
মর্ষহর্ষ-বামতাদি-ভাব-ভূষণাঞ্চিতা ।
কৃষ্ণনেত্র-তোষিরত্ন-মণ্ডনালি-দাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৭

যা ক্ষণার্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রয়োগ-সন্ততোদিতা-
নেক-দৈন্যচাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা ।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৮॥

অষ্টকেন যস্তনেন নৌতি কৃষ্ণবল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদি-যোষিদালি-দুর্লভাং ।
কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ম-দাস্য-সীধু-ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্চয়াশু সা জনং ॥

(শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিত)

শ্রীশ্রীসারদাদেবী-স্তোত্র

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং নর-রূপধরাং জনতাপ-হরাম্।
শরণাগত-সেবক-তোষকরীং প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥১
গুণহীন-সুতানপরাধ-যুতান্ কৃপয়াঽদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্।
তরণীং ভবসাগর-পারকরীং প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥২
বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা চরণাম্বুরুহামৃত-শান্তিসুধাম্।
পিব ভৃঙ্গ-মনো ভবরোগহরাং প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥৩

কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে ॥৪
লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে ॥৫
রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণাং তন্নাম-শ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাব-রঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥৬
পবিত্রং চরিতং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতা-স্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ কুর্মো নমো নমঃ ॥৭

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞান-দাত্রীং দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্ ॥৮
স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং দোষানশেষান্ সগুণী-করোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্ স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্ ॥৯
প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্ ॥১০.

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥১১॥

(শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-বিরচিত)

শ্রীশ্রীসারদা-স্তোত্র

যা বিশ্বমাতা খলু বিশ্বরূপা যা বিশ্বহেতোঃ করুণার্দ্রচিত্তা।
যা বিশ্ববন্দ্যা বহুরূপনন্দা তাং সারদাখ্যাং শরণং প্রপদ্যে ॥১

ত্রৈলোক্য-সৃষ্টিস্থিতিনাশহেতু- র্যা নির্গুণাপি ত্রিগুণাত্মিকা যা।
একাপ্যনেকা সকলাশ্রয়া যা তাং সারদাখ্যাং শরণং প্রপদ্যে ॥২

যা মঙ্গলা সর্বকল্যাণমূর্তি- র্যা রাজতে দুঃখশোকার্তচিত্তে।
দারিদ্র্যদৈন্যে বিপদি শরণ্যা যা সারদা তাং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥৩

ভূতানুকম্পাদরতো বিলোলা ভূতেষু মূর্তা নিজয়া বিভূত্যা।
ভূতাত্মদেহা ভবভূতধাত্রী যা সারদা তাং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥৪

ধর্মাদিরক্ষা-প্রবিধিৎসয়া যা প্রাপ্নোতি রূপং হি মনুষ্যলোকে।
যদ্বৈভবং নিত্যবিচিত্রমাঢ্যং তাং সারদাখ্যাং শরণং প্রপদ্যে ॥৫

শ্রীরামকৃষ্ণং পরমং মহান্তং সর্বপ্রণম্যং বরণীয়মূর্তিম্।
লব্ধ্বা পতিং যা ললিতা সুভদ্রা তাং সারদাখ্যাং শরণং প্রপদ্যে ॥৬

শ্রীরামকৃষ্ণং হৃদি সন্নিধায় শ্রিয়ং বিধত্তে কৃপয়া চ মোক্ষম্।
ভক্তে প্রসন্না পতিতেঽপি সন্না যা সারদা তাং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥৭

সংসারসারং প্রদদাতি সত্যং সুতে সমৃদ্ধিং বিতনোতি লক্ষ্মীম্।
প্রেমার্দ্রদৃষ্টা প্রহিনস্ত্যলক্ষ্মীং যা সারদা তাং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥৮

মাধুর্যসার-প্রবিমণ্ডিতা যা স্নেহপ্রসার-প্রবিসর্পিতা যা।
কারুণ্যভারেণ সদা সমৃদ্ধাং তাং সারদাখ্যাং শরণং প্রপদ্যে ॥৯

আনন্দসারো যদনুগ্রহাপ্যো দুর্গাপুরীং যা বিদধাতি সিদ্ধিম্।
সন্ন্যাস-দানেন কৃপাপ্রকাশাৎ তাং সারদাখ্যাং শরণং প্রপদ্যে ॥১০

নমস্তে সারদে দেবি নমস্তে ভক্তবৎসলে।
নমো জ্ঞানপ্রদাত্র্যৈ চ কল্যাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥
নমো মাধুর্যসারায়ৈ নমো মাত্রে প্রসূতয়ে।
নমঃ সর্বাপরাধানাং বিনাশিন্যৈ ক্ষমালয়ে ॥
নমঃ সর্বোপকারায়ৈ নমঃ পাপপ্রশান্তয়ে।
নমঃ সর্বাশ্রয়ায়ৈ চ মহাদেব্যৈ নমো নমঃ ॥১১॥

(অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রি-বিরচিত)

শ্রীশ্রীগৌরী-পঞ্চক

সংসারং পরিমুচ্য নশ্বরসুখং বৈরাগ্য-যোগোজ্জ্বলা
কা ত্বং দুর্গম-শৈলরাজ-শিখরে প্রাপ্তা তপো দুশ্চরম্।
তেজোদীপ্তবিলোচনা কচিদপি প্রীতা প্রসন্নাকৃতিঃ
কিং মূর্তা তপসো রতিঃ সমুদিতা লোকে মহাশ্রেয়সে ॥১

কা ত্বং দুষ্টনিবর্হণপ্রণয়িনী শিষ্টপ্রিয়া শ্রেয়সী
কন্যা কাপি কুমারিকা ধৃতযমা দামোদর-প্রেয়সী।
শিষ্টাচার-পরম্পরা-পরিগতা বিজ্ঞানবিদ্যোতিতা
নারীণাং স্থিতিসাধিকা স্থিতিমতী কিং ত্বং সতী পার্বতী ॥২

কা ত্বং দীনবিলোকনেন বিবশা বাষ্পাকুলা দুঃখিতা
দুঃখং মোচয়িতুং পরস্য পরিতো যত্নং মহান্তং শ্রিতা।
বিশ্বার্তিপ্রশমায় কিং ভগবতো লীলা গতা বিগ্রহং
দুর্নীতিগ্রহদোষ-মোষণপরা মর্ত্যেঽবতীর্ণা পুরা ॥৩

কৃত্বা তাবকমন্দিরং পিতৃবনে কাশীপুরে সাদরং
ভক্তৈস্ত্বং প্রতিপূজ্যসে প্রতিকুহূরাত্রৌ পটে চিত্রিতা।
লুপ্তা ভীষণতা শ্মশানবপুষঃ কামং বিনোদোজ্জ্বলং
মাতৃস্নেহসুধা-প্রবাহমধুরং তদ্‌ভাতি বিশ্বোত্তরম্ ॥৪

ত্বৎপাদে প্রণতা মনোময়সুতা ভক্ত্যা চিরং পূর্ণয়া
ক্ষেমং ত্বৎকৃপয়া মনোরথচিতং লব্ধ্বা পরং নন্দিতাঃ।
স্বাং শক্তিং বিনিবেশ্য কৃত্যকুশলাং কন্যাসু বিদ্যাশ্রমে
যাতা ত্বং ত্রিদিবং তথাপি হৃদয়ে তেষাং মহদ্ বৈশসম্ ॥৫॥

(প্রার্থনা)

মাতস্তে তনয়েষু দীপয় নয়ং কন্যাসু মাতৃশ্রিয়ং
কৃত্যে শক্তিশতং পরার্থরচনা-সৌভাগ্যমূর্জস্বলম্।
ভক্তিং ভব্যময়ীং প্রবর্তয় গুরৌ নিষ্কল্মষং প্রত্যয়ং
যাতাস্তে ভবদাশ্রয়ং স্মর সুতানাস্তাং নমস্তে চিরম্ ॥

(মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য-বিরচিত)

শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী-স্তোত্র

আজন্মশুদ্ধচরিতাং বিমলাং চ লক্ষ্মীং
নীলাদ্রিনাথদয়িতাং জননীং প্রসিদ্ধাম্
আনন্দ-কন্দ-ললিতাং করুণার্দ্রচিত্তাং
দুর্গাপুরীং শুভময়ীং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১

যা সারদাং গুরুবরাং সকলেষ্টদাত্রীং
গৌরীং চ প্রাপ্য তপসা পরিপূর্ণশক্তিম্
ভাবাঢ্যদীপ্তবদনা পরমা চ দেবী
তাং মাতরং শুভময়ীং শরণং ব্রজামি ॥ ২

স্বামী বিবেক ইতি যো গুরুরামকৃষ্ণং
নিত্যং নিধায় হৃদি সিদ্ধিমবাপ পূর্ণাম্
তস্য প্রভাবনিচয়ৈঃ পরিপুষ্টশক্তিং
দুর্গাপুরীং শুভময়ীং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩

সংসারতাপশমনং পরমার্থদানং
দীনার্তদুঃখহরণং চ যয়া কৃতানি
যা মুক্তিদা চ বরদা নিজপুণ্যপুঞ্জৈ-
স্তাং মাতরং শুভময়ীং শরণং ব্রজামি ॥ ৪

সন্ন্যাসিনীং ভজননিষ্ঠমতিং গরিষ্ঠাং
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিপরিপূততনুং চ প্রাপ্তাম্
কর্তব্যকর্মকরণে নিয়তপ্রয়াসাং
দুর্গাপুরীং শুভময়ীং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫

আবাল্যদিব্যবিভবৈর্বহুসাধুসঙ্গৈ-
স্তীর্থাটনৈঃ সুকঠিনব্রতপালনৈশ্চ
তীব্রাত্মশাসনগুণৈঃ সুতরাং চ পূজ্যাং
তাং মাতরং শুভময়ীং শরণং ব্রজামি ॥ ৬

দামোদরপ্রণয়িনীং শুচিতাস্বরূপাং
সন্তানশুদ্ধিজননে সততং নিমগ্নাম্
ভক্তি-প্রশান্তি-করুণা-নিলয়ং প্রসন্নাং
দুর্গাপুরীং শুভময়ীং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭

কন্যাগণস্য গতিমাপ্তযথার্থবিদ্যাং
জ্ঞানপ্রচারবিষয়ে নিতরাং নিবিষ্টাম্
নারীপ্রশিক্ষণপরাং ধৃতকর্মযোগাং
তাং মাতরং শুভময়ীং শরণং ব্রজামি ॥ ৮ ॥

(অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রি-বিরচিত)

দেবাশীর্বাদপূতং জননমসুলভং শৈশবাৎ সাধুসঙ্গং
লব্ধ্বা নীলাদ্রিনাথং পতিমতিবিরলং ব্রহ্মচর্যব্রতঞ্চ।
বাল্যে দিব্যানুভাবৈঃ পরমসুখময়ী যা সদা স্নিগ্ধমূর্তি-
র্বন্দে দুর্গাপুরীং তাং বিগলিতকরুণাং সারদা-দত্তশক্তিম্ ॥

শ্রীশ্রীগঙ্গাষ্টক

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গার-হারাবলি
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্-বীচিমুৎপ্রেক্ষত-
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ ॥১

ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্ধুর-ঘটাসংঘট্ট-ঘণ্টারণৎকার-
ত্রস্তসমস্ত-বৈরিবনিতা-লব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ ॥২

কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরান্দোলিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতম্।
দিব্যস্ত্রীকর-চারুচামর-মরুৎ-সংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥৩

অভিনব-বিসবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথন-মৌলের্মালতী-পুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী
ক্ষপিত-কলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু ॥৪

এতত্তাল-তমাল-শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লীলতা-
চ্ছন্নং সূর্যকর-প্রতাপ-রহিতং শঙ্খেন্দু-কুন্দোজ্জ্বলম্।
গন্ধর্বামরসিদ্ধ-কিন্নরবধূ-তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গ্যং জলং নির্মলম্ ॥৫

গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারি-চরণচ্যুতম্
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥৬

পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজ-গুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদ-রজোবিহারি
গাঙ্গ্যং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥৭

বরমিহ গঙ্গাতীরে সরটঃ করটঃ
কৃশঃ শুনীতনয়ো ন হি দূরতরস্থঃ।
অযুতশত-বরনারীভিঃ পরিবৃতঃ
করিবরকোটীশ্বরো নৈব হি নৃপতিঃ ॥৮॥

(শ্রীবাল্মীকি-বিরচিত)

শ্রীশ্রীগঙ্গা-স্তোত্র

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ত্রিভুবন-তারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলি-নিবাসিনি বিমলে মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥১

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত- স্তবজল-মহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥২

হরিপাদপদ্ম-বিহারিণি গঙ্গে হিমবিধুমুক্তা-ধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া ভবসাগর-পারম্ ॥৩

তব জলমমলং যেন নিপীতং পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥৪

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে পতিত-নিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥৫
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে প্রণমতি যস্ত্বাং ন পতিত শোকে।
পারাবার-বিহারিণি মাতর্গঙ্গে সুরবনিতাকৃত-তরলাপাঙ্গে ॥৬
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরক-নিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে কলুষ-বিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥৭
পরিসরদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণি-রাজিতচরণে সুখদে শুভদে সেবক-শরণে ॥৮
রোগং শোকং তাপং পাপং হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥৯
অলকানন্দে পরমানন্দে কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য হি বাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥১০
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতি-শ্বপচো দীনঃ ন চ তব দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥১১
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তব-মিমমমলং নিত্যং পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥১২
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি- স্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুর-মনোহর-পজ্ঝটিকাভিঃ পরমানন্দাকলিত-ললিতাভিঃ ॥১৩
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং বাঞ্ছিত-ফলদং বিগলিতভারম্।
শঙ্করসেবক-শঙ্কর-রচিতং পঠতু চ বিষয়ী তদ্‌গতচিত্তম্ ॥১৪॥

(শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-বিরচিত)

শ্রীশ্রীযমুনাষ্টক

ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেঽভিপত্তিহারিণী
প্রেক্ষয়াতি-পাপিনোঽপি পাপসিন্ধু-তারিণী।
নীর-মাধুরীভিরপ্যশেষচিত্ত-বন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী ॥ ১

হারি-বারি-ধারয়াভিমণ্ডিতোরু-খাণ্ডবা
পুণ্ডরীক-মণ্ডলোদ্যদণ্ডজালি-তাণ্ডবা।
স্নানকাম-পামরোগ্র-পাপ-সম্পদন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী ॥ ২

শীকরাভিমৃষ্ট-জন্তু-দুর্বিপাক-মর্দিনী
নন্দনন্দনান্তরঙ্গ-ভক্তিপূর-বর্ধিনী।
তীর-সঙ্গমাভিলাষি-মঙ্গলানুবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী ॥ ৩

দ্বীপ-চক্রবালজুষ্ট-সপ্তসিন্ধুভেদিনী
শ্রীমুকুন্দ-নির্মিতোরু-দিব্যকেলি-বেদিনী।
কান্তি-কন্দলীভিরিন্দ্রনীল-বৃন্দনিন্দিনী
মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী ॥ ৪

মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাভিমণ্ডিতা
প্রেমনদ্ধ-বৈষ্ণবাধ্ব-বর্ধনায় পণ্ডিতা।
ঊর্মি-দোর্বিলাস-পদ্মনাভ-পাদবন্দিনী
মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী ॥ ৫

রম্যতীর-রম্ভমাণ-গোকদম্ব-ভূষিতা
দিব্যগন্ধ-ভাক্কদম্ব-পুষ্পরাজি-রূষিতা।
নন্দসূনু-ভক্তসঙ্ঘ-সঙ্গমাভিনন্দিনী
মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী ॥ ৬

ফুল্লপক্ষ-মল্লিকাক্ষ-হংসলক্ষ-কূজিতা
ভক্তিবিদ্ধ-দেবসিদ্ধ-কিন্নরাদি-পূজিতা।
তীর-গন্ধবাহ-গন্ধ-জন্মবন্ধ-রন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী ॥ ৭

চিদ্বিলাস-বারিপূর-ভূর্ভুবঃস্বরূপিণী
কীর্তিতাপি দুর্মদোরু-পাপমর্ম-তাপিনী।
বল্লবেন্দ্র-নন্দনাঙ্গ-রাগভঙ্গ-গন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধুনন্দিনী ॥ ৮ ॥

তুষ্ণবুদ্ধিরষ্টকেন নির্মলোর্মি-চেষ্টিতাং
ত্বামনেন ভানুপুত্রি! সর্বদেব-বেষ্টিতাম্।
যঃ স্তবীতি বর্ধয়স্ব সর্বপাপ-মোচনে
ভক্তিপূরমস্য দেবি! পুণ্ডরীক-লোচনে ॥

(শ্রীল রূপগোস্বামি-বিরচিত)

(ঘ)

মোহ-মুদ্গর

মূঢ় জহীহি ধনাগম-তৃষ্ণাং কুরু সদ্‌বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥১

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ ॥২

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত- স্তত্ত্বং চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ ॥৩

মা কুরু ধনজন-যৌবন-গর্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং ত্বং প্রবিশ বিদিত্বা ॥৪

কামং ক্রোধং মোহং লোভং ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোঽহম্।
আত্মজ্ঞান-বিহীনা মূঢ়া- স্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥৫

সুরমন্দির-তরুমূল-নিবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥৬

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম ॥৭

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু- র্ব্যর্থং কুপ্যসি সর্বসহিষ্ণুঃ।
সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥৮

প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং নিত্যানিত্য-বিবেক-বিচারম্।
জাপ্যসমেত-সমাধিবিধানং কুর্ববধানং মহদবধানম্ ॥৯

নলিনীদলগত-সলিলং তরলং তদ্বজ্জীবিতমতিশয় চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমান-গ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্ ॥১০

কা তেহষ্টাদশদেশে চিন্তা বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা।
যস্বাং হস্তে সুদৃঢ়-নিবদ্ধং বোধয়তি প্রভবাদি-বিরুদ্ধম্ ॥১১
গুরুচরণাম্বুজ-নির্ভরভক্তঃ সংসারাদচিরাদ্ ভব মুক্তঃ।
সেন্দ্রিয়মানস-নিয়মাদেবং দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্ ॥১২॥

(শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-বিরচিত)

ব্রহ্ম-স্তোত্র

ওঁ নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥১

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ-কর্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্বিকল্পম্ ॥২

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম ॥৩

পরেশ প্রভো সর্বরূপাবিনাশি-
ন্ননির্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥৪

তদেকং স্মরামস্তদেকং ভজাম-
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥৫॥

(মহানির্বাণ তন্ত্রে)

শুকাষ্টক

ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে
মায়ামোহৌ ক্ষয়মপগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তেঃ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥১
যত্রাত্মানং সকলবপুষামেকমন্তর্বহিঃস্থং
দৃষ্ট্বা পূর্ণং খমিব সততং সর্বভাণ্ডস্থমেকম্।
নান্যৎ কার্যং কিমপি চ ততঃ কারণাৎ ভিন্নরূপং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥২
হেম্নঃ কার্যং হুতবহগতং হৈমমেবেতি যদ্বৎ
ক্ষীরে ক্ষীরং সমরসতয়া তোয়মেবাম্বুমধ্যে।
এবং সর্বং সমরসতয়া ত্বং পদং তৎপদার্থে
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥৩
যস্মিন্ বিশ্বং সকলভুবনং সামরস্যৈকভূতং
উর্বী হ্যাপোঽনলমনিলখং জীবমেবং ক্রমেণ।
যৎ ক্ষীরাব্ধৌ সমরসতয়া সৈন্ধবৈকত্বভূতং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥৪

যদ্‌বন্নদ্যোঽর্ণব-সমরসাঃ সাগরত্বং হ্যবাপ্তাঃ
তদ্‌বজ্জীবা লয়পরিগতাঃ সামরস্যৈকভূতাঃ।
ভেদাতীতং পরিলয়গতং সচ্চিদানন্দরূপং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥৫
দৃষ্ট্বা বেদ্যং পরমথ পদং স্বাত্মমেব স্বরূপং
বুদ্ধাত্মানং সকলবপুষামেকমন্তর্বহিঃস্থম্।
ভূত্বা নিত্যং সদুদিততয়া স্বপ্রকাশস্বরূপং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥৬
কার্যাকার্যে কিমপি সততং নৈব কর্তৃত্বমস্তি
জীবন্মুক্ত-স্থিতিরবগতা দগ্ধবস্ত্রাবভাসঃ।
এবং দেহে প্রবিলয়গতে তিষ্ঠমানো বিমুক্তো
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥৭
কস্মাৎ কোঽহং কিমপি চ ভবান্ কোঽয়মত্র প্রপঞ্চঃ
স্বং স্বং বেদ্যং গগনসদৃশং পূর্ণতত্ত্বপ্রকাশম্।
আনন্দাখ্যং সমরসঘনে বাহ্যমন্তর্বিহীনে
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥৮॥

(শ্রীল শুকদেবগোস্বামি-বিরচিত)

কৌপীন-পঞ্চক

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥১
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমামন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥২
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥৩
দেহাদিভাবং পরিবর্তয়ন্তঃ স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥৪
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥৫॥

(শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-বিরচিত)

নির্বাণ-ষট্‌ক

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥১
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু-
র্নবা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ু
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥২

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ।
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥৩
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥৪
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম ॥৫
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ।৬॥

(শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-বিরচিত)

পঞ্চম অধ্যায়

সঙ্গীত-মালা

সকল গানের মাঝে তব নাম শুনি।
ওগো তুমি মালাকর মন-মালিকার।
সাথী তুমি, সাক্ষী তুমি, সব সাধনার!
যখনি হৃদয়-যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হ'য়ে আসে সঙ্গীতের ধার,
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর?
মহান্ সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর।

(চিত্তরঞ্জন দাশ)

সঙ্গীত-মালা

শ্রীশ্রীমাতৃ-সঙ্গীত

বাণী-বন্দনা

ইমন-কল্যাণ—চৌতাল

শুভ্র-মরাল-বাহিনি !

তব ছায়াতলে বসিয়া বিরলে ভক্ত গাহিছে কাহিনী।

ওমা, বিদ্যা-মুকুট শীর্ষে পরিয়া, কাহার পুলক-স্পর্শনে,

রচিলে কাব্য নিখিল-সেব্য সাংখ্য আদি দর্শনে ;

প্রদীপ্ত-মহিমা-মণ্ডিতা ভারতী, বেদ-জনম-দায়িনী।

তব পাদমূলে বসিয়া ভারত, যুগে যুগে কত গাহি' গান,

অমর মন্ত্রে বাঁধিয়া যন্ত্রে এনেছে নবীনভাবের বান ;

ওগো, বীণাপাণি ! কমলবাসিনি ! গীতি-পারাবার-গাহিনী।

মানস-তামস নাশিয়া, এস মা, হৃদয়-আকাশে বিজলী,

এস সুরের বন্যা ! নিখিল ধন্যা ! এস দশদিশি উজলি ;

এস, ভূলোকে দ্যুলোকে ছড়ায়ে পুলকে, জ্ঞান-আলোকে, জননি ॥

—

বসন্ত—তেওরা

শ্বেত শতদলে সারদা রাজে।
অতি সুশীতল কান্তি বিমল নেহারি নয়ন মোহিল রে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল, গলে গজমতি, অচলা দামিনী জিনিয়া মূরতি,
বীণা-রঞ্জিত পুস্তক করে, জয় জয় দেবি, প্রণমামি তে ॥
অয়ি মা, ভারতি ! বেদের মূরতি, শিবের দুহিতা, পরম শকতি,
ঋষি-আরাধিতা, অমর-পূজিতা, বিশ্ব-বন্দিতা, ত্রিলোক-ধন্যা।
অজ্ঞান-নাশিনী, বিজ্ঞান-দায়িনী, তুমি নারায়ণী, বাক্য-বাদিনী,
বীণার ঝঙ্কার গুঞ্জে নিরন্তর (যেন) মোদের অন্তর মাঝে ॥

আলাইয়া—জলদ একতালা

ফুল্ল কমল ’পরে পদতল, অমল-ধবল-বরণী।
কমল-আসন কমল-ভূষণ বিমল-কমল-হাসিনী ॥
জাগিল ভুবন বীণার ঝঙ্কারে, সুরাসুরনর বন্দে তোমারে,
গুঞ্জি’ মধুপ লোটে পদতলে, ভারতি, বীণাবাদিনি ॥
এস মা সারদে, হৃদয়-কমলে, পূজিব চরণ প্রেম-ভক্তি-ফুলে,
(আর) কি আছে আমার দেব উপচার, বাল্মীকি-ব্যাস-জননি ॥

ইমন-কল্যাণ মিশ্র—একতালা

আবার ভারতে ভারতীর বীণা ঐ শুন গাহে মধুর তান
মরণ-সুপ্তি-মগন-পরাণে আবার করিছে চেতনা দান ॥

এস মা ভারতি, বরষের পরে নিরানন্দ এই আঁধার কুটীরে,
অশ্রু-সলিল-সিক্ত রিক্ত দুরিত-পূরিত শোকেতে ম্লান,
দৈন্য-বেদনা আছে শুধু মাগো, পূজা-উপহার করিতে দান।
শুভ্র আলোকে পুলকিত করি' নিরাশা জড়তা লহ লহ হরি',
এস মা, হৃদয়-কমল আসনে, সঁপিনু চরণে এ মন প্রাণ,
হুঙ্কার রবে ঝঙ্কারি' বীণা শঙ্কিতে কর অভয় দান ॥

ইমন-কল্যাণ—একতালা

আজি গো তোমার চরণে, জননি! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান,
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান।
মন্দির রচি মা তোমার লাগি', পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি',
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি, স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান ॥
জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহিনা অর্থ, চাহিনা মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও-দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান ॥
জান কি জননি, জান কি কত যে, আমাদের এই কঠোর ব্রত,
হায় মা, যাহারা তোমার ভক্ত, নিঃস্ব কিগো মা তারাই যত!
তবু সে লজ্জা, তবু সে দৈন্য, সহেছি মা সুখে তোমারি জন্য,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি যেন সে মহৎ মান ॥
নয়নে বহেছে নয়নের ধারা, জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায় পিইয়া তোমার বচন-সুধা,
মরুভূমি সম যখন তৃষায়, আমাদের মাগো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান ॥

পেয়েছি যা' কিছু কুড়ায়ে, তাহাই তোমার কাছে মা এনেছি ছুটি',
বাসনা, তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দুটি।
চাহিনা গো কিছু, তুমি মা আমার, এই জানি শুধু, নাহি জানি আর,
তুমি গো জননি, হৃদয় আমার, তুমি গো জননি, আমার প্রাণ ॥

বাউল

আ-মরি বাঙলা ভাষা!
মোদের গরব মোদের আশা!
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালবাসা ॥
কি যাদু বাঙ্‌লা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ॥
ঐ ভাষাতে 'নিতাই, গোরা', আন্‌লে দেশে ভক্তি-ধারা,
কোথা আছে এমন ভাষা, এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা ॥
'বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন',
ঐ ফুলেরি মধুর রসে বাঁধলো সুখে মধুর বাসা ॥
বাজিয়ে 'রবি' তোমার বীণে, আন্‌লো মালা জগৎ জিনে,
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা ॥
এই ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকনু মায়ে 'মা মা' ব'লে,
এই ভাষাতে বলবো হরি, সাঙ্গ হলে কান্না-হাসা ॥

আগমনী

শারদ প্রভাতে আজি
জননী আমার আসে।
আসে অরুণ মেঘের রথে, আসে শেফালী বনের পথে,
আসে ঝরান ফুলের দলে গো, শিশির মাখানো ঘাসে।
জননী আমার আসে॥
আজি গগনে গগনে শুনি শুভ শঙ্খের ধ্বনি,
এসেছে শারদ লক্ষ্মী গো, গাহি তাঁরই আগমনী।
ওগো এত ফুল আছে বনে, এত গান আছে মনে,
এত সৌরভ আছে গো বন-কুসুমের বাসে।
জননী আমার আসে॥

খাম্বাজ-মিশ্র— একতালা

তব চরণ ধোয়াবে শারদ-শিশির, শেফালী অর্ঘ্য দেবে
ধরণী শ্যামল আসন বিছাবে, তুমি মা আসিবে যবে॥
রক্ত ঊষাতে সিন্দূরের টিপ পরাবে মা তোর ভালে।
চাঁদিমা আরতি দিয়ে যাবে মাগো সুনীল গগন-তলে॥
কত শত শত কমল কুমারী তোমারে পূজিতে চাহে।
দিকে দিকে তব আগমন-গীতি দোয়েল শ্যামা গাহে॥

প্রভাতের পাখী গাহিছে গগনে, মেঘ নাহিরে আর।
মেঘের আড়ালে সূর্য যে ছিল, ঐ দেখা যায় জ্যোতি যে তার॥
মরণের পারে এসেছে জীবন,
আকাশে বাতাসে লাগে শিহরণ,
জগৎ প্লাবিয়া যায় যে বহিয়া নবজীবনের শক্তি ধার॥
এ শুভ লগনে মায়ের আসনে কাঁসর ঘণ্টা বাজে,
এস ভাইবোন মিলি এক সাথে মায়ের পূজার কাজে।
পূজাহীনা মাতা পূজা চায় ওরে,
যা কিছু আছে সব দিয়ে দেরে,
সন্তান যদি সত্যি মায়ের, মুছে দে সকল বেদনা মা'র॥

মনোহরসাহী—একতালা

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী,
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।
ঘরে আনব চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী, যোগী জটাধারী॥
মেয়ের কোলে মেয়ে-দুটি রূপসী
লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী,
সুরেশ কুমার গণেশ আমার,
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়নবারি॥

জয়জয়ন্তী—একতালা

গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, 'মা কৈ, মা কৈ' ব'লে,
ডাকিছে মা তোর ঐ শশধর-বদনী ॥
মা তোমার এই কন্তে, ত্রিভুবন ধন্তে,
কভু এ সামান্তে নয় গো রাণি ;
আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে,
তিনি নাকি ভবের ভয়-হারিণী ॥
মা তোমার এই তারা চন্দ্রচূড়-দারা, চন্দ্র-দর্পহরা, চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখি নাই কারো, মনের অন্ধকার
হরে মা, তোর হর-মনোমোহিনী ॥

কীর্তন—একতালা

এলি কি গো উমা, হর-মনোরমা, কৈলাস-চন্দ্রমা হলি কি উদয়।
মা ব'লে একবার আয় কোলে আমার,
না হেরে সংসার হেরি শূন্যময় ॥
প্রাণের প্রাণ উমা, তুই যে প্রাণ-পাখী,
না হেরিলে তোরে ঝরে দুটি আঁখি,
একবার আয় আয় দেখি, উমা চন্দ্রমুখি,
তুই যে আমার সর্বসুখের নিলয় ॥
নৈশ নীলাম্বরে নিরখি যখন চন্দ্রমার ছবি ভুবনমোহন,
মনে পড়ে মা, তোর ও চন্দ্র-বদন, শতধারে চক্ষে বারিধারা বয় ॥

এলোরে শ্রীদুর্গা শ্রী আদ্যাশক্তি মাতৃরূপে পৃথিবীতে।
গভীর প্রেমরস-ধারায়, কল্যাণ-কৃপা-করুণায় স্নিগ্ধ করিতে॥
ঊর্ধ্বে উড়ে যায় শান্তির পতাকা,
শুভ্র শান্ত মেঘ আনন্দ বলাকা,
মমতার অমৃত ল'য়ে, শ্যামা মা হ'য়ে,
এলোরে সকলের দুঃখদৈন্য হরিতে।
প্রতি-হৃদয়ের শতদলে শ্রীচরণ ফেলে,
বন্ধন-কারার দুয়ার ঠেলে,
এলোরে দশভুজা সর্বমঙ্গলা মা হ'য়ে,
দুর্বলে দুর্জয় করিতে, নিরন্নে অন্ন দিতে॥

ওমা দনুজদলনী মহাশক্তি, নমো অনন্ত-কল্যাণদাত্রী।
পরমেশ্বরী মহিষমর্দিনী, চরাচর-বিশ্ববিধাত্রী॥
সর্বদেবদেবী তেজোময়ী, অশিব-অকল্যাণ-অসুর-জয়ী,
দশভুজা তুমি মা, ভীতজন-তারিণী, জননী জগৎ-ধাত্রী॥
দীনতারে লুটাও, লাজগ্লানি ঘুচাও,
দলন কর মা, লোভ-দানবে।
রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, মান দাও,
দেবতা কর দীন মানবে॥
শক্তি বিভব দাও, দাও মা আলোক,
দুঃখ দারিদ্র্য সব অপগত হোক,
জীবে জীবে হিংসা, যত সংশয়, দূর হোক,
পোহাক এ দুর্যোগ রাত্রি॥

ললিত-ভৈরবী—আড়াঠেকা

দেখরে ভিখারি চেয়ে, কে সাজালে ভিখারিণী মায়ে।
কে দিল পরায়ে সেধে, সোণার মঞ্জীর মায়ের পায়ে॥
কত চন্দ্র-চমকিত, কত রতন-খচিত,
স্বর্ণ-মুকুট-রচিত, কে দিল তায় সাজায়ে;
মণি মুকুতা বিথারে, কোটি সৌর-করধারে,
ঝলসিত কণ্ঠহারে, কে দিল কণ্ঠে দোলায়ে।
কুন্তলে কিরণ ঝরে, বাউটী বলয় করে,
সিঁথি সে সীমন্ত 'পরে, কে দিল মায়ে পরিয়ে॥

কে জাগালে মায়ে, কি বোধন-মন্ত্রে, কি গুণ মায়ের বাখানি,
কে শুনালে আজি অকালে মায়ের সে অভয়বাণী॥
কি ছন্দে কোথা কি ব্যথা ঢালিল, কে কি সুররাগে কি অশ্রু বর্ষিল,
কে আঁখি উপাড়ি' চরণে সঁপিল, শিহরি' জাগিল সে গিরীশরাণী॥
কে কি সাধনায়, কি ধ্যানে সাধিল,
কে কোথা কি গানে কি তাঁন তুলিল,
কে নীলকমলে মায়েরে পূজিল, কে কি ব'লে মায়েরে তুষিল,
স্মরণ-অতীত কত যুগ-যুগান্তরে, কে জাগালে মায়ে কাঁদিয়ে কাতরে,
সে কি ফিরে এল এতদিন পরে, জাগিল তাই আবার ভবানী॥

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

পরাণ খুলে, সবাই মিলে, 'মা, মা,' ব'লে ডাক একবার,
'মা'-ডাক শুনে বাজিবে পরাণে, অমনি আসিবে মা আমার।
মিলিয়া সকলে 'মা' ব'লে ডাকিলে দূরে মা থাকিতে পারিবে না,
আসিবে এখনি মোদের জননী ঘুচাতে মরম-বেদনা।
গাও মায়ের জয়, কিসের সংশয়, দূরে যাবে ভয় হৃদয়-ভার॥
শুনি পুরাকালে দেবতা সকলে মাকে নাকি ডেকেছিল,
ত্রিদিবের সেই আকুল আহ্বানে মায়ের আসন টলেছিল।
উদয় হইয়ে দানব নাশিয়ে, অভয়া অভয় দিয়েছিল,
বিপদে পড়িলে, 'মা' ব'লে ডাকিলে, আবার আসিবে বলেছিল॥
সুমধুর তানে উন্মত্ত পরাণে প্রসাদ যবে গাহিল গান,
কন্যা-রূপ ধ'রে দেখা দিয়ে তাঁরে, জুড়াইল তাঁর তাপিত প্রাণ।
শিশু রামকৃষ্ণ কেঁদেছিল যবে, 'কোথা মা, কোথা মা, মা আমার',
জননী আসিয়ে কোলে নিয়ে তাঁরে, মুছাইল তাঁর নয়নধার॥
পুরাতন সব তত্ত্ব-ভক্তি-যোগ কেন রে গেলি ভুলিয়া,
মিথ্যা হিংসা দ্বেষ মান অভিমানে কেন রে রহিলি মজিয়া।
চেয়ে দেখ, তোদের জগৎ-জননী আছে রে নয়ন মেলিয়া,
ব্যাকুল অন্তরে 'মা' ব'লে ডাকিলে আসিবে এখনি ছুটিয়া॥

শ্যামা-সঙ্গীত

লুম ঝিঁঝিট—একতালা

কে গো আমার মা কি এলি।
একবার আয় মা, মনের কথা বলি।
(ওগো শোন মা, দুটো কথা বলি) ॥
অনেক দুঃখ দিয়ে শ্যামা যদি দয়া প্রকাশিলি,
তবে মা হ'য়ে মা মায়ের মত, ছেলের কথা শোন মা কালি ॥
দাঁড়া গো মা, হৃৎ-কমলে, পূজি মানস-কুসুম তুলি',
ভক্তি-চন্দন মাখায়ে তায় পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥
করিব সুমহৎ হোম মা, চিৎ-কুণ্ডে অনল জ্বালি',
(ওমা) পূর্ণাহুতি দিব তাহে "জয় কালী, জয় কালী" বলি' ॥
প্রাণান্ত এ দক্ষিণান্ত, কর্মফল মা তুই সকলি,
মায়ের ছেলে 'প্রেমিক' এখন, যার কাছে কাল কৃতাঞ্জলি ॥

দেশ-মল্লার—চৌতাল

ত্বং হি পরা বিশ্বসারা বিশ্বধারা বিশ্বরঙ্গিনী।
সর্বভূত-আত্মভূত সর্ববিভূতি-প্রবিধায়িনী ॥
ত্বং অনল-ক্ষিতি-অনিল-ব্যোম-সলিল-সংরূপিণী।
তুমি অমেয়া মহেশজায়া, ভো অভয়া ভয়বারিণি ॥
বিরাজিতা শব-আসনে, কভু প্রমত্তা আসব পানে,
কভু যুক্তা শিব-সনে শিবে গো শিবানি।
ওমা ত্রিগুণধারিণি, গুণাতীতা ত্রিনয়নি,
'প্রেমিকে'র ত্রিতাপের তাপ সংহর হর-মোহিনি ॥

সুরট—একতালা

মরি কি রূপ-মাধুরী, আহা মরি মরি !
ভুবন-আভা মানস-লোভা কি-বা শোভা নেহারি।
বিহরে সমর-সাজে শিবানী শঙ্করী ॥
অধরে মৃদু হাসির রেখা, যেন গো দামিনী গগনে আঁকা,
ভকত-হৃদয়ে বিতরে আলো মোহ-তিমির নিবারি' ॥
শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল, গলে শোভে মণি-মুকুতা-মালা,
নয়ন বিশাল, কুন্তলদল নিবিড় 'নীরদ' যায় হারি' ॥

মহাকালের কোলে এসে গৌরী হ'ল মহাকালী।
শ্মশান-চিতার ভস্ম মেখে ম্লান হ'ল মা'র রূপের ডালি ॥
তবু মায়ের রূপ কি হারায়,
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্র-তারায়,
মায়ের রূপের আরতি হয় নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি' ॥
উমা হ'ল ভৈরবী হায় বরণ ক'রে ভৈরবেরে,
হেরি' শিবের শিরে জাহ্নবীরে শ্মশানে মশানে ফেরে ,
অন্ন দিয়ে ত্রি-জগতে অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে ভিক্ষা মাগে রাজদুলালী ॥

সিন্ধু—ঝাঁপতাল

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি ॥

আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশিভালী,
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার যন্ত্রে চলি,
যেমন রাখ তেমনি থাকি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি ॥
অশান্ত 'কমলাকান্ত' দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্বনাশী ধরে অসি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো খেলি ॥

বারোয়া—আড়খেমটা

নব-সজল-জলধর কায়।

শ্যামারূপ হেরিলে,	কালীরূপ হেরিলে,	প্রাণ গলে যায় ॥
কপালে সিন্দূর,	কটিতে ঘুঙ্গুর	রতন নূপুর পায়।
হাসিতে হাসিতে	দানব নাশিছে,	রুধির লেগেছে গায় ॥
চরণ যুগল	অতি সুশীতল,	প্রফুল্ল কমল প্রায়।
'কমলাকান্তে'র	মন নিরন্তর	ভ্রমর হইতে চায় (ও-পদে)

সরফবদা—ঝাঁপতাল

বিহরে হর-হৃদয় 'পরে ত্রিপুর হর-বন্দিনী।
চরণ'পরে শোভে নূপুর, কটিতে কর-কিঙ্কিণী ॥
হৃদয় মরকতনিকর খচিত মণি-মণ্ডিনী।
অভয় করে খণ্ড অসুর-শির-খণ্ডিনী ॥
রূপ তিমিরে তিমির হরে, ত্রিলোক ভয়-ভঞ্জিনী।
ঘোর বেশে, ঘোর কেশে, মহেশ-মনোরঞ্জিনী।
শশী শিখরে, শ্মশানে ফেরে, শিখরবর-নন্দিনী।
বরণ কাল, ভুবন আলো, কালী কলুষ-খণ্ডিনী ॥

মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল

হর-হৃদি-পদ্মে মায়ের পাদ-পদ্মে কি এতই শোভা,
কত যোগী ঋষি চিন্তে যাঁরে, চিন্তামণির মনোলোভা।
যেন মুক্তি-অভিলাষী নখরে পড়েছে শশী,
বিনাশে হৃদি-তামসী, তরুণ অরুণ জিনি আভা।
'কিঙ্করী' মনেরে বলে, পূজ ও-পদ-কমলে,
রাখিয়ে হৃদি-কমলে, মনে মনে দাও রে জবা॥

শঙ্করা—একতালা

হের হর-মনোমোহিনী, কে বলে রে কাল মেয়ে।
(আমার) মায়ের রূপে ভুবন আলো, চোখ থাকে তো দেখনা চেয়ে॥
বিমল হাসি ক্ষরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী।
কমল-ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে, বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে॥

কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।
(তাঁর) রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, যাঁর হাতে মরণ বাঁচন॥
(আমার) কালো মায়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে,
(মা'র) একটুখানি রূপের ঝলক—স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন॥
পাগলী মেয়ে এলোকেশী নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ,
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায়, লীলার যে তাঁর নেইকো শেষ

সিন্ধুতে মা'র বিন্দুখানিক ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মাণিক,
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্‌বসন ॥

তুই মা হবি, না মেয়ে হবি, দে মা উমা ব'লে ।
তুই আমারে কোল দিবি, না আমি নেব কোলে ॥
মা হ'য়ে তুই মাগো আমার, নিবি কি মোর সংসার-ভার,
দিন ফুরালে আসবো ছুটে মা, তোর চরণ-তলে ।
তুই মুছিয়ে দিবি দুঃখজ্বালা তোর স্নেহ-অঞ্চলে ॥
এক হাতে মোর পূজার থালা, ভক্তি-শতদল,
আর এক হাতে ক্ষীর নবনী, কি নিবি তুই বল ?
ওমা কি নিবি তুই বল ?
মেয়ে হ'য়ে মুক্তকেশে (ওমা) খেলবি ঘরে হেসে,
ডাকলে মা, তুই ছুটে এসে জড়াবি মোর গলে,
তোরে বক্ষে ধ'রে শিবলোকে যাব আমি চ'লে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—দাদরা

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাস্ মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে !
ওরে, মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটিস্ মাটি নিয়ে ॥
মায়ের আছে তিনটি নয়ন— চন্দ্র, সূর্য আর হুতাশন ।
ওরে, কোন কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নয়ন দিয়ে ॥
শুনেছি মা'র বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
ওরে, মায়ের মত হয় কি কালো মাটিতে রং ধরাইলে ।

অশিব-নাশিনী কালী, সে কি মাটি-খড়-বিচালি,
ওরে, কে ঘুচাবে মনের কালি, 'প্রসাদে' কালী দেখাইয়ে ॥

রামপ্রসাদী—একতালা

তোরা দেখিস্‌নি মোর মাকে ?
হৃদয়-পুরের মা যে আমার জগৎ জুড়ে থাকে ॥
এসেছে মা আঁধার রাতে, হেসেছে মা পূর্ণিমাতে,
ঐ দিগম্বরীর আলোর আলোয় কালোর কালো ঢাকে ॥
জগতের অশুভ নাশি' মা যে আমার সর্বনাশী,
দেখিস্‌নি মঙ্গলের মাঝে সর্বমঙ্গলাকে ?
চেয়ে দেখ মা'র দুটি চরণ, মিললো যেথা জীবন-মরণ,
সেথা শবের মাঝে শিব জেগে মা'র চরণ-ধূলি মাখে ॥

আমার নাই আঁধারের ভয়,
কালো মেয়ের রূপের আলোয় ঝরণাধারা বয় ।
সকল জ্ঞানের অতীত যে মা, তাইতো কালো আমার শ্যামা ।
জ্ঞানরূপে শিব চরণে তাঁর লুটিয়ে প'ড়ে রয় ॥
তোর কালোরূপের পর্দাখানার আড়াল দিয়ে কালী,
নিভিয়ে দে মা ত্রিতাপ-জ্বালা দহনে যার জ্বলি ॥
আলোর জ্বালায় জ্বলি যত, আঁধার কালী স্নিগ্ধ তত,
শীতল কোলে নে মা তুলে আলোর করি ক্ষয় ॥

শ্মশান-কালীর নাম শুনেরে ভয় কে পায়।
মা যে আমার শবের মাঝে শিব জাগায়॥
আনন্দেরই নন্দিনী সে শান্তি-সুধা কণ্ঠ বিষে ;
মার চরণ শোভে অরুণ-আলোর লাল জবায়॥
চার হাতে মা'র চার যুগেরই খঞ্জনী,
নৃত্য-তালে নিত্য ওঠে রনঝনি।
মৃতের মাঝে মোর জননী বিলায় মৃতসঞ্জীবনী ;
পায় না ধ্যানে যোগীন্দ্র সেই যোগমায়ায়॥

প্রসাদী—একতালা

অভয়-পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমন-ভয় রেখেছি॥
কালীনাম-কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
(আমি) এ দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গা-নাম কিনে এনেছি
দেহের মধ্যে সুজন যে-জন, তার ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব, ভেবে রেখেছি॥
সারাৎসার তারা-নাম আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
'রামপ্রসাদ' বলে, দুর্গা ব'লে যাত্রা ক'রে বসে আছি॥

অভয় পরমানন্দ পেয়েছি মা, তোমার পদ-কমলে।
আনন্দে আনন্দময়ী আমি ভ্রমিতেছি ভূমণ্ডলে,
আমি ঘুরে বেড়াই ধরাতলে॥
(মাগো, তোমার কোল শীতল পেয়েছি,

মাই-মুখে মুখ দেখিতেছি, কালেরে ফাঁকি দিয়েছি,)
(আমি) ঢাকা আছি তোর আঁচলে ॥
শম দম শৌচ মম নিদিধ্যাসন আসন নিয়ম,
প্রত্যাহার প্রাণায়াম সব সেবে সর্বমঙ্গলে ॥
শ্যামা নামে সব সমাধি, ঘুচে গেল আধি ব্যাধি,
এ সম্পদে নাইক বাদী, প্রতিবাদী প্রতিকূলে ॥
কেবলার কেবলা-ভাব, ভাবময়ীর কৃপা প্রভাব,
স্বভাব ছাড়ি স্ব-ভাব হ'ল অভাব অভাব বিমলে ॥
পূর্ণ মহা আদি শাক্তা হয়নি যে হয় অভিষিক্তা,
সদা অভিষিক্তা আমি, মা তোমার করুণা-জলে ॥
'ক'-কারে 'ক'-কার মিলায়ে গাই সদা যন্ত্র ল'য়ে,
অহং-এ উন্মত্ত হয়ে (আমি) পড়ব না আর কপট কলে ॥

প্রসাদী—একতালা

ডুব দে রে মন কালী ব'লে, হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে ।
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে শিব-যুক্তিমত চাইলে ।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে আহার-লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক-হল্‌দি গায়ে মেখে যাও ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে
রতন মাণিক্য কত প'ড়ে আছে সেই জলে,
'রামপ্রসাদ' বলে, ঝম্প দিলে মিলবে রতন ফলে ফলে ॥

ললিত-বিভাস—আড়খেমটা

কালী-নামের গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে।
শোন্ রে শমন, তোরে কই, আমিতো আটাশে নই,
তোর কথা কেন র'ব সয়ে ?
এ-তো ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, খাবি হুম্‌কি দিয়ে।
কটু বলবি সাজা পাবি, মাকে দিব কয়ে,
সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে।
'শ্রীরামপ্রসাদে' কয়, যেন শ্যামা-গুণ গেয়ে,
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাই চক্ষে ধূলো দিয়ে॥

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী॥
আমি রথ, তুমি রথী, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী,
তুমি তন্ত্র, তুমি মন্ত্র মা, তন্ত্রসারে সার তুমি॥

গৌরী—একতালা

ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে-জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে না যায় তীর্থ-পর্যটনে, কালী-কথা বিনে না শুনে কানে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, 'যা করেন কালী' সেই সে জানে।
(যে-জন) কালীর চরণ করেছে স্থূল, সহজে হয়েছে বিষয়েতে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সে কূল, মূল হারাবে সে কেমনে।

(রাজা) 'রামকৃষ্ণ' কয় এমন জনে, লোকের নিন্দা না শুনে কানে,
(তাঁর) আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে কালী-নামামৃত-পীযূষ পানে ॥

সিন্ধু—যৎ

আছে কার মা এমন দয়াময়ী, আমাদের মা তুমি যেমন।
তুমি সঙ্গে থাক মা দিবানিশি, চোখের আড় কর না কখন ॥
পরীক্ষার অনল জ্বেলে আপনি দাও মা তাইতে ফেলে,
(আবার) আপনি দাও মা উপায় ব'লে, যার যাতে বাঁচে পরাণ ॥
তুমি ভালবাস যেমন, আমিতো বাসিনা তেমন,
ভালবাসা শিখাও আমায় আমার প্রতি তোমার যেমন ॥

গৌরী—একতালা

আমায় দে মা পাগল ক'রে,
আর কাজ নাই মা জ্ঞান-বিচারে।
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্ত-চিত্ত-হরা, ডুবাও প্রেম-সাগর-নীরে ॥
তোমার এ পাগলা গারদে কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
(আবার) কেহ নাচে আনন্দ ভরে।
ঈশা মুশা শ্রীচৈতন্য (তাঁরা) প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায়, কবে হব মা ধন্য মিশে তাঁদের ভিতরে ॥
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে।
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,
প্রেম-ধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে ॥

যোগিয়া—একতালা

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমেরি শোধ ডাকি গো মা তোরে, কোলে তুলে নিতে আয় মা॥
পৃথিবীর কেউ ভালতো বাসেনা, এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানেনা,
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি, সেথা যেতে প্রাণ চায় মা॥
বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি, বড় জ্বালা সয়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি,(আর) কাঁদিতে পারিনা, আমার বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা।
স্বরগ হইতে জ্বালার জগতে, কোলে তুলে নিতে আয় মা॥

মূলতান—একতালা

তারা, কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল।
পশিল ছয় দূত • তশিল করে যত দারা স্নুত পায়ের শৃঙ্খল॥
দিয়ে মায়া-বেড়ী পদে ফেলেছ বিপদে, হারালেম সম্পদ মোক্ষপদ।
এবার হলোনা সাধনা, ওমা শবাসনা, সংসার-বাসনা প্রবল॥
প্রাতঃকালে উঠি কতই যে মা খাটি, ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল।
হ'য়ে অর্থ-অভিলাষী আনন্দেতে ভাসি, সর্বনাশি, জানিস্ কতই ছল॥
আনি' ভূমণ্ডলে কতই দুঃখ দিলে, 'নীলাম্বরে'র জলে দুঃখানল।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই ফণী ধরে খাই হলাহল॥

সিন্ধুড়া-মিশ্র—কাওয়ালী

(মাগো) এ পাতকী ডুবে যদি যায়,
অন্ধকার-চির-মরণ-সিন্ধু-নীরে,
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায়।

(কত) জ্ঞান বুদ্ধি বল স্নেহ করুণা দেহ স্বাস্থ্য সাধুজন-সঙ্গ বন্ধু গেহ,
নিষ্কলঙ্ক মন মধুময় পরিজন পুণ্য চরণধূলি দিয়েছ আমায়।
(মম) সুপ্ত-হৃদয় করি নয়ন নিমীলন না করিল তব করুণা অনুশীলন,
মোহ ঘিরিল মোরে, রহি চির ঘুম-ঘোরে, ব্যর্থ-জীবন গেল ফুরাইয়া হায়।
(এস) দীন-দয়াময়ি ! রক্ষ রক্ষ, লহ কোলে, ভীত হেরি' নরক ভয়াবহ,
দুষ্কৃত এ পতিতে হবে গো মা, স্থান দিতে অশরণের শরণ শ্রীচরণ-ছায় ॥

আড়ানা—চৌতাল

জগত-জননি, আমায় তরাও গো মা তারা।
জগতকে তরালে, আমাকে ডুবালে, আমি কি জগত-ছাড়া (গো মা তারা)
দিবা অবসান, রজনী কালে দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা ব'লে,
মম জীর্ণ তরী, মা আছ কাণ্ডারী, (তবু) ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা ॥
(দ্বিজ) 'রামপ্রসাদ' ভাবিয়ে সারা, মা হ'য়ে পাঠালে মাসীর পাড়া,
কোথা গিয়েছিলে, এ ধর্ম শিখিলে, মা হ'য়ে সন্তান-ছাড়া গো তারা ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

মোরে দেহি দেবি দরশন।
আর দুঃখ দিও না দীনে দীন-দয়াময়ি,
দনুজদলনী দেবি, দেব-আরাধ্য ধন ॥
জানি মা তব চরণ অপারের সুখতরী,
কি জানি শেষের দিনে পাছে ও পদ পাসরি,
তাই মা আকুল প্রাণে তোমার তরে নেহারি,
লুকায়ে থেকো না, কর দ্রুতপদে আগমন ॥

দীন-তারিণি, মম দিন আগত দেখি,
দিনে রেতে তাই তোরে এত পরিত্রাহি ডাকি,
জানি না জননি, আর ক'দিন বা আছে বাকি,
এই বেলা কর আসি দীনের দুঃখ মোচন ॥
সভয়ে ডাকি অভয়ে, কর মা অভয় দান,
ভবভয় হ'তে 'দীনরামে' কর পরিত্রাণ,
তুমি না করিলে, দুঃখ কে করিবে অবসান,
কুপুত্র হয় মা যদি, কুমাতা নহে কথন ॥

মূলতান—একতালা

আয় মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।
আরোহণ করি তোর মহামন্ত্র-রথে, সাধন ভজন দু'টি অশ্ব জুড়ি তা'তে,
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রহ্ম-বাণ বসে আছি (মা) ধ'রে।
(ওমা) দেখব তোমায় রণে, শঙ্কা কি মরণে, ডঙ্কা মেরে ল'ব মুক্তি-ধন,
(আমার) রসনা ঝঙ্কারে কালীনাম হুঙ্কারে, কার সাধ্য আমার রণে র'ন।
যুগে যুগে রণে তুমি রণজয়ী, এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ি,
(ভক্ত) 'রসিকচন্দ্র' বলে, মা, তোমারি বলে, জিনিব তোমারে সমরে ॥

ভীমপলশ্রী—একতালা

জীব! সাজ সমরে, ঐ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তি-রথে চড়ি লয়ে জ্ঞান-তূণ, রসনা-ধনুকে দিয়ে প্রেম-গুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম (জীবরে! জপ,) ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সংযোগ ক'রে।
ও মন! শীঘ্র কর বিধি, তোর আছে কামাদি ঘরভেদী ছ'জন দুরাশয়,
তাদের ধৈর্য-রজ্জু দিয়ে রাখহ বান্ধিয়ে, কালের হাতে না যায় এ সময়।
আর এক আছে যুক্তি, চাইনে রথ রথী, শত্রু বিনাশিতে হবে সুসঙ্গতি,
রণস্থল যদি (মা) করে 'দাশরথি' ভাগীরথীর তীরে ॥

আলাইয়া—একতালা

দেখ্-না সমর আলো ক'রে কার কামিনী।
কিবা সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর-পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ-বিন্দু, ঘন তনু ঘেরি কুমুদ-বন্ধু,
অমিয়-সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু মলিন, এ কোন মোহিনী।
একি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব-সদৃশ নীরব,
'কমলাকান্ত' কর অনুভব, কে বটে এ গজ-গামিনী॥

ও কে রে মন-মোহিনী, ঐ মনোমোহিনী॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা, মণি-মরকত-কান্তি-ছটা,
একি চিত্ত-ছলনা, দৈত্য-দলনা, ললনা নলিনী-বিডম্বিনী॥
সপ্ত পেতি, সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ প্রিয়-নয়নী।
শশী-খণ্ড শিরসি, মহেশ-উরসী, হরের রূপসী একাকিনী॥
ললাট-ফলকে অলকা ঝলকে, নাসা-নলকে বেসরে মণি।
মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধারস-কূপ বদনখানি॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুরে দরদা, নিকটে প্রমদা, প্রমাদ গণি॥
কহিছে 'প্রসাদ', না কর বিবাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি।
সমরে হবে না জয়ী রে, ব্রহ্মময়ী রে, করুণাময়ী রে, বল জননী॥

সাহানা—যৎ

একি সর্বনেশে মেয়ে রণমাঝে এলো হায় !
একি যুদ্ধ, রথস্থদ্ধ রথী হয় গিলে খায় ॥
গলায় ঝোলে মড়ার মাথা, কাঁকালেতে মড়ার হাতা,
কানে দুটো মড়া গাঁথা, আবার মড়া প'ড়ে পায় । •
অপরূপ রণ করে, রসনায় রুধির ধরে,
কাটে মাথা চতুষ্করে, কা'রে বা ধ'রে চিবায় ॥
হেরিয়ে হয় আতঙ্ক, নখেতে বিঁধে মাতঙ্গ.
রণমাঝে করে রঙ্গ, করেতে করী দোলায় ।
কুন্তল পড়েছে খু'লে, নাহি তারা বাঁধে তু'লে,
বারেক ভ্রমেতে ভুলে বিশ্রাম নাহিক লয় ॥
রণেতে এলো উলঙ্গ, নাহি হয় ভ্রূ-ভঙ্গ,
সৃষ্টি নাশি' রণ সাঙ্গ বুঝি বামা ক'রে যায় ।
এলো তিমির-বরণে, মত্ত হয়ে তমো গুণে,
হুহুঙ্কার শব্দ শুনে কেহ মূর্ছি পড়ে যায় ॥
(যদি) যায় কেহ রণ ছেড়ে, বামা অমনি ধরে তেড়ে,
রণ করে এড়ে বেড়ে, বামারে এড়ান দায় ।
'কিঙ্করী' কহিছে, তারা, জানি তুমি নিরাকারা,
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, ব্রহ্মজ্ঞান দেহি আমায় ॥

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

কে ও রণরঙ্গিণী, প্রেম তরঙ্গিণী, নাচিছে উলঙ্গিনী, আসব-আবেশে হায় ।
কুন্তল দল দল চুম্বে চরণতল, মধুব্রত চঞ্চল ঝঙ্কারে পায় পায় ॥
তুঙ্গ-পয়োধরা, রঙ্গে লাস্যপরা, সঙ্গে কামধূরা কোটি যোগিনী ধায় ।
হুঙ্কারে ঘন ঘন কম্পিত ত্রিভুবন, শঙ্কিত দেবগণ, শঙ্কর লোটে পায় ॥

লাস্য সমুল্লাসে চন্দ্র সূর্য খসে, কক্ষভ্রষ্টাকাশে গ্রহতারা নিভে যায়।
গভীর অন্ধকারে বিশ্ব ব্যাপ্ত করে, সপ্তসাগর-নীরে মুহু ধরণী ডুবায়॥
বধ বধ হন হন, প্রহরণ ঝঞ্ঝন, প্রবল প্রভঞ্জন, বুঝি প্রলয় ঘটায়।
কোটি বিজলী হাসি, বিম্বিত ভীম অসি,
নিশুম্ভে রণে নাশি' শোণিত-তৃষা মিটায়॥
ভীষণাদপি ভীষণা, প্রেমফুল্লাননা, হেরি নিরভয়-মনা, ইন্দু পদে বিকায়।
কালী করুণাবশে, শমনে জয়ি' অনা'সে,
কাটিয়ে অষ্টপাশে, মহাশিবে সে মিলায়॥

নারায়ণী—সুরফাঁকতাল

কালী করালী কপালিনী মুণ্ডমালিনী,
অসিধরা এলোকেশী প্রলয়রূপিণী।
পদভরে টলে মেদিনী, বিশ্বনাশিনী ভবানী,
চন্দ্র সূর্য কাঁপে ত্রাসে, হাসে শ্মশান-বাসিনী।
চণ্ডমুণ্ড-নাশিনী, রক্তবীজ-ঘাতিনী,
দিগ্বসনা ত্রিনয়নী, দৈত্য-দর্পনিসূদনী।
ডাকিনী যোগিনী নাচে ঘিরে, রক্তাধার লয়ে করে,
ধূ ধূ জ্বলে চিতানল খেলে রণে ভীমা ভামিনী॥

নেচে নেচে আয় মা, আয় মা কালী,
আয় মা শ্যামা মুণ্ডমালী।
নেচেছিস কত রণরঙ্গে, ডাকিনী-যোগিনী-সঙ্গে,
প্রলয়ের ছন্দে, মৃত্যু-আনন্দে, তালে তালে দিয়ে করতালি॥

নেচে নেচে আয় মা, আয় মা, আয় মোর মন-আঙ্গিনায়,
বাজবে না ব্যথা আর, বাজবেনা গো, তোর ঐ দুটি রাঙ্গা পায়।
রক্ত যদি চাস মাগো, অন্তরে আজ মোর জাগো,
রক্ত-রাঙ্গা জবার মত বক্ষ-শোণিত দেব ঢালি॥

খাম্বাজ—তালফেরতা চৌতাল

জগতজননী জাগিয়াছে আজি, জয় মা তারিণী গাও রে,
বাজাও ডঙ্কা, নাহিক শঙ্কা, ঘুচে গেছে ভবভয় রে॥
নেহারি দানব-নিপীড়িত ধরা, দানব-দলনী পাগলের পারা,
মুখে অট্টহাস ত্রিভুবনত্রাস, বুঝি-বা সৃষ্টি যায় রে॥
ডাকিনী যোগিনী নাচিছে সঙ্গে, গ্রাসিছে দানব কত-না রঙ্গে,
রুধির লেগেছে সকল অঙ্গে, পদভরে ধরা টলে রে॥
দানব নাশিতে অসিমুণ্ডধরা, ভকতের তরে বরাভয়করা,
রুদ্র-মধুরে অপরূপ তারা, হেরিলে প্রাণ জুড়ায় রে॥

দরবারী কানাড়া—চৌতাল

ভারি ধূম লেগেছে আমার প্রাণে।
মন-ভ্রমরা মায়েরই কৃপায় মত্ত সদা দুর্গা নামে॥
বামে ইড়া নাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা, রজ-তম-গুণে করিতেছে খেলা।
সুষুম্না সুন্দরী ভজিছে মঙ্গলা, মত্ত মন সনে সত্ত্বগুণে॥
ঘোরে নানা ছলে ষট্‌-পদ্মদলে, নাদ বিন্দু ভেদি' সহস্রারে চলে,
ওঁকারের বলে সব বৃথা ব'লে মত্ত ভ্রমর চল্‌ছে ধ্যানে॥
'তারিণীপ্রসাদ' ভণে, মুক্ত কর এ অধীনে,
(আমি) সাধন ভজন কিছু জানিনে,
(যেন) মুক্তি পাই মা, তোমারি নামে॥

ছায়ানট—তেতালা

বরণ করেছি তোরে দিয়ে প্রাণ মন।
উদয় হইয়ে চিতে কর সচেতন॥
থাক তুমি মূলাধারে আধার-কমল মুদিত করে,
তুমি দ্বার না মেলিলে কেমনে হবে মিলন॥
হংসীরূপে হংসসনে বিহর মা পদ্মবনে।
আমায় রেখো (কিন্তু) জাগরণে, হেরিব আনন্দ-রমণ॥
দলে দলে বিরাজ কর, বিন্দু-সাগর পার কর,
হলক্ষেতে নিয়ে চল, গুরুধামে দাও দরশন॥
তুমি ব্রহ্ম সনাতনী, তোমা-ধনে কর ধনী,
(আমার) ব্রহ্মরন্ধ্রে করবে ধ্বনি, আনন্দে র'ব মগন।
'বিপিনের' এই বাসনা, শুন ওগো শবাসনা,
অন্তিমেতে পাই যেন মা, ও রাঙ্গা চরণ॥ •

মালকোষ—ঝাঁপতাল

শ্মশান-শব-চিতা-মুণ্ড-সাধনে কিবা প্রয়োজন।
কালী কালী ক'ব, আনন্দে বেড়াব, কালী-প্রেমে র'ব হয়ে মগন॥
অণিমা লঘিমা অষ্টসিদ্ধি তা'র, সাধনে নাহিক প্রয়োজন আর,
যে ধরে হৃদয়ে চরণ তোমার, করতলে তা'র এ তিন ভুবন॥
শ্মশান-সিদ্ধ অর্থ আসন-সিদ্ধ হয়, শব-সিদ্ধ অর্থ দেহাটলে রয়,
চিতা-সিদ্ধ অর্থ চিত্ত-স্থিরতায়, মুণ্ড-সিদ্ধ মস্তক ও-পদে অর্পণ॥
দূরে নিক্ষেপিয়া আত্ম-অভিমান, জীবত্বে হইয়া শবেরি সমান,
সতর্কে সে-পদে সঁপি 'বালা' প্রাণ, নামামৃত পান করে অনুক্ষণ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান

শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে, শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা, নাচবি সেথা নিরবধি।
আর কোন সাধ নাই মা চিতে, সদাই আগুন জ্বলছে চিতে,
('ওগো) চিতাভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা, আসিস্ যদি।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে রাখিয়ে চরণ-তলে,
নাচ দেখি মা, তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি' ॥

শ্মশানে জাগিছে শ্যামা
অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে।
জননী শান্তিময়ী বসিয়া আছে ঐ
চিতার আগুন ঢেকে স্নেহ-আঁচলে ॥
সন্তানে দিতে কোল ছাড়ি সুখকৈলাস
বরাভয়া-রূপে মা শ্মশানে করেন বাস।
কি ভয় শ্মশানে, শান্তিতে যেখানে
ঘুমাবি জননীর চরণতলে ॥
জ্বলিয়া মরিলি কে সংসার-জ্বালায়,
তাহারে ডাকিছে মা 'কোলে আয়, কোলে আয়'!
জীবনে শ্রান্ত ওরে ঘুম পাড়াইতে তোরে,
কোলে তুলে নেয় মা মরণের ছলে ॥

সিন্ধু—ঠুংরী

এমন দিন কি হবে মা তারা,
যবে তারা তারা তারা ব'লে, তারা বয়ে ঝ'রবে ধারা।
হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
'শ্রীরামপ্রসাদ' রটে, মা বিরাজেন সর্ব ঘটে,
ওরে আঁখি-অন্ধ, দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা॥

———

সুরট-মল্লার—তেওরা

বড় ধূম লেগেছে হৃদি-কমলে।
মজা দেখিছে আমার মন-পাগলে॥
হতেছে পাগলের মেলা ক্ষেপাতে ক্ষেপীতে মিলে।
(আবার) আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী পড়ছে ঢলে॥
দেখে অবাক লেগেছে তাক, ইন্দ্রিয় আর রিপুদলে।
(আবার) পেয়ে সুযোগ, এই গোলযোগ, জ্ঞানের কপাট গেছে খুলে॥
'প্রেমিক' পাগল বলে সকল, তা ব'লে আমার মন কি টলে
(ও যার) পিতামাতা বদ্ধ পাগল. ভাল হয় কি তাদের ছেলে॥
শোন গো তারা ভূভার-হরা, এই বেলা মা রাখছি ব'লে,
(যখন) ভাসবো জলে অন্তকালে, তনয় ব'লে করিস কোলে॥

সিন্ধু—ঝাঁপতাল

মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে।
(শ্যামাপদ-নীলকমলে, কালীপদ-নীলকমলে)।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হ'ল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কাল, ভ্রমর কাল, কালয় কাল মিশে গেল,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত (তা'রা) রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
'কমলাকান্তে'র মনে আশা পূর্ণ এত দিনে,
(তায়) সুখ দুঃখ সমান হ'ল আনন্দ-সাগর উথলে॥

বল্ রে জবা বল্,
কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা-মায়ের চরণতল ?
মায়া-তরুর বাঁধন টুটে মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ-বিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা, জীবন হোক সফল॥
কোটি গন্ধ-কুসুম ফোটে বনে মনোলোভা,
কেমনে মা'র চরণ পেলি তুই তামসিক জবা,
তোর মত মা'র পায়ে রাতুল হবো কবে প্রসাদী ফুল,
কবে উঠ্‌বে রেঙে, ওরে মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে,
কবে তোরই মত রাঙবে রে মোর মলিন চিত্ত-দল॥

শ্যামা মা, তোর চরণতলে জবা হ'য়ে রবো।
আমার হাসিকান্নাতে মা, মনের কথা কবো ॥
পূজাবেদীর পুণ্যধূলি শির পাতি' মা, লবো তুলি।
তোর চরণের রক্তরাগ পরাণ ভরি লবো ॥
ধরতে তোরে ধ্যানের মাঝে মন্ত্রসাধনায়,
সাধক ঋষি দিবস নিশি জাগেন যোগে হায়,
নাই মা, আমার মন্ত্রেরি ধন, অন্ধ যে মোর মনের নয়ন,
পাই যদি মা, রাতুল চরণ ধন্য তাহে হবো ॥

—

হৃদয়পদ্মে পূজিব মা তোরে, কাজ কিগো ফুলদলে,
বন্দিব তোরে মন্দির গড়ি আমার মানসতলে ॥
নয়নের জলে দুহাত ভরি তোর পায়ে দেব অঞ্জলি করি,
ব্যথা-ধূপ জ্বালি করিব আরতি হৃদয়ের বেদীমূলে ॥
পূজার মন্ত্র নাই-বা জানি মা, নাই-বা জানি সাধন,
মা নামেই আমি মানস পূজা করিব গো সমাপন ॥
অন্তরযামিনী তুই মা জননি, শুনিস যদি গো হৃদয়ের বাণী,
এত আঁখিজল হবে না সফল, যাবে কি সকলি বিফলে ॥

—

পরজবাহার—ঝাঁপতাল

কি বিচিত্র চিত্রকরী শঙ্করি, ধন্য তোমারে ;
হ'লে চিত্রে চিত্তযোগ জ্ঞানযোগ যায় দূরে ॥
বিশাল বিশ্বফলকে আঁকিছ প্রতিপলকে,
সীমা করি লোকালোকে, মহামোহ রাগ সারে ॥
আশারূপ মহাহ্রদে পড়ে যায় ধরিতে চাঁদে,
কেহ কাঁদে মনের খেদে, মত্ত কেহ অহঙ্কারে।
কেহ আনন্দে মগন পেয়ে তনয়-রতন,
কেহ অশ্রু বিসর্জন করে মৃত সুত হেরে ॥
কল্পনা-পাদপ-তলে বসেছে কেউ কুতূহলে,
কেহ ভাসে সকল ফেলে অকালে কাল-স্রোত-নীরে।
এ প্রকৃতির এম্নি রীতি, অসত্যে সত্য প্রতীতি,
করি শ্যামা এই মিনতি, রেখোনা আর 'প্রেমিকেরে' ॥

—

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

নিবিড় আঁধারে মা, তোর চমকে ও-রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরি-গুহাবাসী ॥
অনন্ত আঁধার-কোলে মহা-নির্বাণ-হিল্লোলে,
চিরশান্তি পরিমল অবিরত যায় ভাসি' ॥
মহাকাল রূপ ধরি' আঁধার-বসন পরি',
সমাধি-মন্দিরে ও মা, কে তুমি গো একা বসি' ॥
অভয় পদকমলে প্রেমের বিজলী খেলে,
চিন্ময় মুখ-মণ্ডলে শোভে অট্ট অট্টহাসি ॥

এই যে আমার মা, বিশ্বভরা-রূপে, বিরাজ করেন মা বিশ্বম্ভরা।
যাঁর অন্বেষণে মরি ঘুরে ঘুরে, ঐ দেখ, সে আমার অন্তরে বাহিরে
রূপে ভুবন-আলো-করা ॥
অরিকুল নাশি' হৃদাকাশে আসি, প্রকাশিলেন মা আমার এলোকেশী,
'ভয় নাই' বলিয়ে দু'বাহু প্রসারিয়ে
দাঁড়িয়ে আছেন মা শান্তি-রসে-ভরা ॥
আমি ঘোর অন্ধকারে যে-মায়ে না হেরে
ধূলায় প'ড়ে কত ডেকেছি, কেঁদেছি 'মা, মা' ব'লে ;
(কত কাছে আছেন মা, দেখি নাইরে ; কত ডেকেছেন মা, শুনি নাইরে ;)
মা'র আঁচলে বাঁধা আছে কত সুধা, এনেছেন জেনে মা সন্তানের ক্ষুধা,
এমন গুণের মাকে দেখি নাইকো চোখে,
(এমন রূপের মাকে দেখি নাইকো চেয়ে,)
এখন কেঁদে মরি (আমি) যেন মাতৃ-হারা ॥

—

আমায় আঘাত যতই হানবি শ্যামা, ডাকব ততই তোরে,
শিশু যেমন মায়ের ভয়ে লুকায় মায়েরই ক্রোড়ে।
(আমায়) পরখ কত করবি মা আর,
চারধারে মোর দুঃখের পাথার,
জানি তবু হব মা পার চরণ-তরী ধরে। (তোর ঐ)।
আমি ছাড়ব না তোর নামের ধেয়ান বিশ্বভুবন পেলে,
(আবার) দুঃখ দিয়ে তোর নাম ভুলাবি, নই মা তেমন ছেলে,
আমায় দুঃখ দেবার ছলে
স্মরণ করিস পলে পলে,
সেই আনন্দে যাব এবার দুঃখের সাগর তরে ॥

কে বলে তুই পাষাণী, মা, মুখে যে তোর স্নেহের হাসি।
চোখের কোণে প্রেমের ধারা ফুলের মত ওঠে ভাসি॥
আঁধারে তোর প্রদীপ জ্বালি' ভয় ভাঙ্গায়ে দাঁড়াস কালি,
এবার খড়্গ ফেলে, আবার যে মা, কৃষ্ণ হয়ে বাজাস বাঁশি।
মারিস যবে রাখিস বুকে, নিস মা কোলে টানি',
আঘাত সে যে ফুলের মত পরশ সুধা ঢালি,
তবু যে তোর পাইনা সীমা, পেয়েও মা তোর মাধুরিমা,
এবার পূর্ণ ক'রে সব সাধনা, ঘুচিয়ে দে মোর ভাবনারাশি॥

আড়ানা—চৌতাল

হর-হৃদি'পরে কে বামা বিহরে, লোলরসনা করালবদনি।
এলাইয়া কেশ, ভয়ঙ্কর বেশ, কালোরূপে আলো করেছে ধরণী॥
নাহি লাজলেশ হয়ে দিগম্বরী নৃত্য করে বামা মহেশ-উপরি।
আ মরি, আ মরি, একি ভাব হেরি, বুঝিতে না পারি, কাহার রমণী॥
করে অসি ধর, তুমি মা ভৈরবী, নাসায় তিলক চিহ্ন পরমবৈষ্ণবী।
হরিপদ-আশে ঐ পদ ভাবি, শক্তিতে আসক্ত হলেন শূলপাণি॥
কালীরূপে হর-মনোমোহিনী, রাধারূপে মাগো, কৃষ্ণ-বিহারিণী।
জানকীরূপেতে শ্রীরাম-ঘরণী, বৈকুণ্ঠে কমলা ব্রহ্ম-সনাতনী॥

কে জানে মা, তব মায়া মহামায়া-রূপিণী,
বিরাজ সর্বত্র তুমি (মা,) বিশ্বব্যাপিনী।
প্রথমে মা মহাকালী, দ্বিতীয়েতে তারা,
তৃতীয়ে ষোড়শীরূপ ধরিলে ত্রিপুরা,

চতুর্থে ভুবনেশ্বরী, পঞ্চমে ভৈরবী নারী,
কেমন বিচিত্রময়ী হর-মন-বিমোহিনী।
ষষ্ঠে ছিন্নমস্তারূপ ধারণ করিলে,
নিজ মুণ্ড খণ্ড করি করেতে ধরিলে,
তিনধারেতে রক্ত পড়ে, একধারা নিজে পান করে,
দুধারা দুধারে পড়ে, দুই ধারে দুই যোগিনী।
সপ্তমে মা ধূমাবতী, অষ্টমেতে বগলা,
নবমে মাতঙ্গীরূপী, দশমে কমলা,
আসা-যাওয়া বারে-বার, প্রাণে তো সহে না আর,
নিজগুণে ক্ষমা কর (মা,) অজ্ঞানে জ্ঞানদায়িনী॥

—

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা

জাননা রে মন, পরম কারণ, শ্যামা ত শুধু মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্বতী, কখন শ্রীমতী, কখন রামের জানকী হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজদলে করে সভয়।
(কভু) ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়॥
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন করয়ে সৃজন পালন লয়।
(কভু) আপন মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব-যাতনা সয়॥
যে রূপে যে জন করয়ে সাধন, সে রূপে তাহারি মানসে রয়।
'কমলাকান্তে'র হৃদি-সরোবরে কমলে কামিনী হয় উদয়॥

—

কীর্ত্তন—একতালা

(একবার) বিরাজ গো মা, হৃদি-কমলাসনে,
তোমার ভুবন-ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে ॥
তুমি অন্নপূর্ণা মা, শ্মশানে শ্যামা, কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা,
ধর বিরিঞ্চি-শিব-বিষ্ণু-রূপ সৃজন-লয়-পালনে ॥
তুমি পুরুষ কি নারী, তত্ত্ব বুঝিতে নারি,
তুমি নিজে না বুঝালে তা কি বুঝিতে পারি,
তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে ॥
দুঃখদৈন্য-হারিণী, চৈতন্য-দায়িনী,
আমি অন্য কিছু চাইনা বিনা চরণ দুখানি,
আমি প্রেম-সরোজে সাজাব পদ বাসনা মনে মনে ॥
তুমি জগতের মাতা, যোগী-জনানুগতা,
অনুগত জনের কৃপা-কল্পলতা।
তোমায় 'মা' বলে ডাকিলে না-কি কোলে লও মা সন্তানে ॥
'পরিব্রাজক' ভিখারী, সাধ মনেতে ভারী,
হাসি-মাখা মায়ের মধুর মুখখানি হেরি,
আমি মায়ের কোলে 'মা' 'মা' ব'লে থাকবো সদা যোগধ্যানে ॥

পিলু—একতালা

যশোদা নাচাত তোরে ব'লে নীলমণি,
সে রূপ লুকালি কোথা, করালবদনি (শ্যামা) ॥
(একবার নাচ গো শ্যামা,
একবার তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে—নাচ দেখি মা।
অসি ফেলে বাঁশী ল'য়ে, আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে—নাচ মা শ্যামা।

হাসি-বাঁশী মিশাইয়ে, মুণ্ডমালা ছেড়ে বনমালা প'রে—নাচ মা শ্যামা।
যশোদার সাজান-বেশে, অলকা-আবৃত-মুখে—নাচ মা শ্যামা॥)
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী ভেবে আকুল হ'ত,
ব'লে 'ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর নবনী' ;
এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী॥
শ্রীদামেরি সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে, (গো মা,)
(আবার) তাথেইয়া তাথেইয়া, তা তা থেই থেই, বাজিত নূপুর-ধ্বনি,
শুনতে পেয়ে আসতো ধেয়ে ব্রজের রমণী (গো মা)।
(একবার হৃদি-বৃন্দাবনে ললিত ত্রিঠামে—নাচ মা শ্যামা।
চরণে চরণ দিয়ে গোপীর মন-ভুলানো-বেশে—নাচ মা শ্যামা।
যেমন রাসমণ্ডলে নেচেছিলি—নাচ মা শ্যামা।)
বাজায়ে সেই মোহন বেণু দাঁড়াও এসে ব্রজের কানু,
(দেখে) মানব-জনম সফল করি, ভুবনমোহিনি (গো মা)।
(তোর) সে রূপ লুকালি কোথা, করালবদনি (শ্যামা)॥

—

বাউল—একতালা

এ ত নয় গো তোমার শ্রীহরি।

এ যে এলোকেশী, করে অসি, লোল-রসনা হেরি॥
করে রূপে আলো ধরাতল, দৈত্যকুল-সংহারী।
সদা করেন রব, ধরেন শব, শিবা শিব-সুন্দরী॥
নাই পীত ধড়া মোহন চূড়া, দিগম্বরা এ নারী।
নাই বনমালা, মুণ্ডমালা গলেতে, আহা মরি॥
শোভে কোকনদ জিনি পদ, নখফাঁদে চাঁদ ধরি।
সদা হৃদি'পরে সে পদ ধরে সাদরে ত্রিপুরারি॥

নাহি মুখে বাঁশী, ভীষণ হাসি সুধারাশি পান করি।
সদা উন্মাদিনী, শ্যামাঙ্গিনী, এ ধনী ভয়ঙ্করী ॥
জানিলাম স্পষ্ট, এ নয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ইষ্টদেব নারী।
যাঁরে ভক্তিভাবে করেন পূজা আমার রাই ব্রজেশ্বরী।
'প্রেমিক' বলে, মায়ায় ভুলে, মরলি ভেদজ্ঞান করি।
অভেদ-জ্ঞানে দ্যাখ্ নয়নে, যে কালী সেই মুরারি ॥

কাফি-সিন্ধু—তেতালা

আমি ধরি তোর পায়, মাগো, আমায় ব্রজে নিয়ে চল্।
আমি ভক্তিহারা মরাপারা, নাই মা, কোন বল ॥
(আর) সহেনা সংসারের জালা, প্রাণ হয়েছে ঝালাপালা,
এমন ভাবে ক'দিন আমায় (আর) রাখবি মাগো বল,
আমি ডুব দিয়ে যমুনার জলে প্রাণ করি শীতল ॥
আমার মনের বড় সাধ যে, ব্রজের আনন্দ-রঙ্গে,
তোমায় ভজে প্রেমে মজে লুটাইব পায়।
ভ্রমিব আনন্দ মনে বৃন্দাবনে বনে বনে,
ক্ষুধা পেলে পেড়ে খাব কল্পতরু-ফল,
পিপাসাতে পান করিব যুগল-কুণ্ডের জল ॥
বসিব মা, শ্রান্তি হ'লে বংশীবট-তরুতলে,
শান্তিময়ী ছায়ায় বসি করিব বিশ্রাম।
মধুর মুরলী-গান শুনে জুড়াইব প্রাণ,
হেরিব রূপ অপরূপ—যুগল উজ্জ্বল,
(কবে) 'নিত্যের' অনিত্য জীবন হইবে সফল ॥

———

শ্রীশ্রীশ্যাম-সঙ্গীত

সিন্ধু—ঠুংরী

একবার করুণা কর, বৃষভানুনন্দিনি।
প্রেমধনে কর গো ধনী, (ত্রি)ভুবনবন্দ্য-বন্দিনী ॥
চিদংশে সম্বিতা তুমি, আনন্দাংশে (আ)হ্লাদিনী।
কৃষ্ণপ্রেমার জন্মভূমি, সদংশেতে সন্ধিনী ॥
পরাণে পিপাসা ল'য়ে পথপানে আছি চেয়ে।
(আমার) মানসমন্দিরে জাগো করুণাঘন-রূপিণী ॥
মহাভাবরূপা রাধা, শুনেছি শ্যাম-অঙ্গ-আধা।
তব প্রেমে আছে বাঁধা মা যশোদার নীলমণি ॥

জয়জয়ন্তী—একতালা

শ্রীরাধা গোবিন্দ শ্রীচরণারবিন্দ-মকরন্দ পান কর মনোভৃঙ্গ।
বিষয়-কেতকী-কাননে ভ্রম কি ? সেই বনে ভ্রম যে-বনে ত্রিভঙ্গ।
বৃন্দাবন-প্রেমসরোবর-মধ্যে অনন্ত-রূপিণী কোটি গোপী-পদ্ম,
পদ্মমধ্যে নীলপদ্ম রাধাপদ্ম. ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যাঁর মৃণাল-সঙ্গ।
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মূরতি, মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি,
বাথ রতি মতি ঐ মধুর ভাব প্রতি, (মন) মধুপুরে যেন দিওনা ভঙ্গ।
গুণ গুণ স্বরে গাও রাধাকৃষ্ণের গুণ, মধু পাবে, যাবে ভবের ক্ষুধাগুন,
বাড়িবে সদ্‌গুণ, ত্যজিবে বিগুণ, নির্গুণ 'গোবিন্দ' গায় গুণ-প্রসঙ্গ ॥

জয় অনুপম সুন্দর ত্রিভঙ্গ মনোহর, ব্রজজন-আঁখিযুগ-তারা ;
জয় কাঞ্চনবরণী রাধা বিনোদিনী রাসরস-নির্ঝরধারা।
জয় মধু-মুর-নাশন, গোপীচিত-আসন, প্রেমঘন-পূর্ণিমা-রাতি,
জয় কৃষ্ণকলঙ্কিনী দুর্জয়-মানিনী, যুগে যুগে কানুলীলা-সাথী ;
জয় চিরসুধাসাগর পীতবসন-ধর, রাধাপ্রীতি-পারাবারে-হারা।
জয় হরি-হিয়া-হারিণী বৃষভানুনন্দিনী, 'গোবিন্দ' নামে মাতোয়ারা ॥

—

ধানশী

বৃষভানুনন্দিনী রমণীর শিরোমণি নব নব সহচরি সঙ্গ।
চলিলা শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামচাঁদ দরশনে রসভরে ডগমগ অঙ্গ ॥
কত চান্দ জিনি শশী মুখে মন্দ মধুর হাসি
পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী।
তার উপর সোনার ঝাঁপা মাঝে মাঝে কনকচাঁপা
গোবিন্দের হৃদয়মোহিনী ॥
নীলমণি চুড়ি হাথে রতনকিঙ্কিণী তাথে নীলবসন সোনার গায়।
সোনার নূপুর পাতা মল রাঙ্গা পাএ ঝলমল হংসগমনে চলি যায় ॥
ললিতা দক্ষিণ হাথে বাম কর দিঞা তাথে
বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলা।
রাই অঙ্গের কান্তিমালা দশদিগ কর্যাছে আলা
'প্রেমদাস' আনন্দে ভাসিলা ॥

—

নীল নবঘন সুন্দর শ্যাম, রাধা সুন্দরী শোভিছে বাম।
ময়ূর নাচত, নাচে গিরিধারী,
মুরলী কহত রাধিকা প্যারী,
রাধাসাথে বাঁধা কিষণ নাম।
পতিতপাবন গোপাল হরি, রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণ মুরারি,
রাধাসাথে বাঁধা কিষণ নাম॥

—

নাচে নন্দদুলাল, গিরিধারীলাল, সুন্দর শ্যাম,
চরণে নূপুর বাজিছে মধুর, শ্রবণাভিরাম।
রাতুল পদতল ছন্দ-টলমল, পূজার শতদল
জানায় প্রণাম॥
সে নাচ-হিল্লোলে গ্রহতারা দোলে, দোলে রে ত্রিভুবন,
বাউল ছন্দে নাচে আনন্দে জীবনমরণ।
প্রেমের যমুনায় উজান ব'য়ে যায়, হৃদয়রাধা জপে—
'শ্যাম, শ্যাম' নাম॥

—

সিন্ধুড়া

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম মিনতি করিয়ে তোঁ সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগেপাছে গোপালে করিয়া মাঝে ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥
নিকটে গোধন রেখো মা বলে সিঙ্গাতে ডেকো ঘরে থাকি যেন রব শুনি।
বিহি কৈলা গোপজাতি গোধনপালনবৃত্তি তেঞি বনে পাঠাই বাছনি॥
'বলরামদাসের' বাণী শুন ওগো নন্দরাণী মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমি যোগাইয়া তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥

কামোদ

প্রণাম করিয়া মায় চলিলা যাদব রায় আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোখুররেণু শুনি সভার হরষিত মন॥
আগে আগে বৎসপাল পাছে ধায় ব্রজবাল হৈ হৈ শবদ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোল॥
নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব শিরে চূড়া নটবরবেশ।
আসিয়া যমুনাতীরে নানা রঙ্গে খেলা করে কত কত কৌতুক বিশেষ॥
কেহো যায় বৃষছান্দে কেহো কারো চড়ে কান্ধে কেহো নাচে কেহো গান গায়।
এ 'দাস মাধব' বলে কি শোভা যমুনাকূলে রামকানাই আনন্দে খেলায়॥

—

বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু,
আমি সুর শুনে তা'র বাউল হয়ে এনু॥
ঐ সুরে পড়ে মনে, কোন সুদূর বৃন্দাবনে,
যেত নন্দদুলাল ব্রজগোপাল বাজিয়ে বেণু বনে,
পথে লুটতো কেঁদে গোপবালা, ভুলতো তৃণ ধেনু॥
কবে নদীয়াতে গোরা,
ও সে ডেকেছিলো এমনি সুরে, এমনি পাগল-করা,
কেঁদে ডাকতো মিছে শচীমাতা, সাধ্‌তো বসুন্ধরা,
প্রেমে গ'লে যত নরনারী যাচতো পদরেণু॥

বনে যায় আনন্দদুলাল বাজে চরণে নূপুরের রুণু-ঝুণু তাল।
ওকি নন্দদুলাল, ওকি ছন্দদুলাল, ওকি নন্দন পথভোলা নৃত্যগোপাল!
তাঁর বেণুরবে ধেনুগণ আগে যেতে পিছে চায়,
ভক্তের প্রাণ গ'লে উজান বহিয়া যায়,
তাঁরে লুকিয়ে দেখিতে এল দেবতারি দল, হ'য়ে কদম তমাল।
ব্রজগোপিকার প্রাণ তাঁর চরণে নূপুর,
শ্রীমতী রাধিকা তাঁর বাঁশরীর সুর,
সে যে ত্রিলোকের স্বামী, তাই ত্রিভঙ্গরূপ,
করে বিশ্বের রাখালি সে চির-রাখাল॥

—

বেহাগ—একতালা

শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে।
যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরিয়া কাঁদে,
'জননি, দে ননী, দে ননী' ব'লে॥
সে নীল কলেবর ধূলায় ধূসর, বিধুমুখে যেন কত মধুর স্বর
সঞ্চারিয়ে ডাকে 'মা, মা' ব'লে;
যতই কাঁদে বাছা বলি' 'সর, সর', আমি অভাগিনী বলি 'সর্, সর্',
(বল্লেম) নাহি অবসর, কেবা দিবে সর,
(তখন) 'সর্, সর্' বলি' ফেলিলাম ঠেলে॥
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ, অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন-চাঁদ,
পুনঃ চাঁদ কাঁদে 'চাঁদ, চাঁদ' ব'লে।
যে চাঁদের নিছনি কোটি চাঁদ ছাঁদ, সে কেন কাঁদিবে ব'লে 'চাঁদ, চাঁদ',
(বল্লেম) চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ,
ঐ দেখ, কত চাঁদ আছে তোর চরণ-তলে॥

গৌরী—কীর্তন

সাঁঝ সময়ে গৃহে আওত ব্রজসুত যশোমতি আনন্দ চীত ॥
দিপ জালি থালি পর ধরলহি আরতি করতহিঁ গাওত গীত।
ঝলকত ও মুখচন্দ।
ব্রজরমণিগণ চৌদিগে বেঢ়ল হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্দ ॥
ঘণ্টা ঝাঁঝরি তাল মৃদঙ্গ বাজাওত সখিগণ জয় জয়কার।
বরখিত কুসুম রমণিগণ হরখিত আনন্দে জগজন নগর বাজার ॥
শ্যামরু অঙ্গ মনোহর মূরতি বনি বনমাল আজানু বিরাজ।
'গোবিন্দদাস' কহ ও রূপ হেরইতে সংশয় জিবন যৌবনে পড়ু বাজ ॥

—

কীর্তন

নবঘন শ্যাম মূরতি মনোহর হামারি হিয়া'পরে জাগে,
শ্রুতিমূলে চঞ্চল কুণ্ডল মণিময়, পীতবাস দোলে পিঠভাগে।
ইন্দুবিনিন্দিত কুন্দকুসুমহাস মণ্ডিত তব পদযুগে,
মিনতি চরণ'পরে, ভকতি মিলাও বঁধু, নিতি নিতি নব অনুরাগে।
নীল নলিনীদল আঁখি দুটি উজ্জ্বল, বিজলী চমকে রূপরাগে,
শত বিধুনিন্দিত চারুমুখপঙ্কজ, শিখিপাখা শোভে শির-তাজে,
ভৃগুপদ-চিহ্নিত বিশাল হিয়ামাঝে পরিমল ফুলহার রাজে ॥

ভীমপলশ্রী—চৌতাল

বংশীধারী বনমালী শ্যাম, অপরূপ বঙ্কিম ঠাম,
বিরাজিছে বৃন্দাবনে কুঞ্জ-কাননে অনুপম।
সে'রূপ নেহারি যত ব্রজনারী, ব্যাকুল উতল যমুনার বারি,
ময়ূর ময়ূরী ব্রজরাজে ঘেরি নাচি বিহরে অবিরাম।
মন্দ মধুর মলয় সমীরে কুসুম গন্ধ আসে থরে থরে,
গোপগোপী সবে শ্রীহরিরে দানে অঞ্জলি ফুলদাম।
'মদনমোহন কৃষ্ণ মুরারি' গাহিছে পবন শুক শারী,
পঞ্চম তানে কোকিল ফুকারি নন্দিত করে ধরাধাম॥

—

আমার আঁখিতে রহ গো নন্দদুলাল।
মোহন মূরতিয়া শ্যামল সুরতিয়া কমললোচন-বিশাল॥
অধরসুধা-রসে মুরলী বাজে, কণ্ঠে দোলে জয়মালা,
কটিদেশে শোভে ঘণ্টি-মেখলা, মঞ্জিরে মধু ঢালা।
রুণ্-ঝুণ্ রুণু-ঝুণু নূপুর বোলে চরণে চরণে তোলে তাল॥
শিশু নন্দর, মেরে শ্যামল,
মনের গোপন-পুরে ভাঙ্গিলে আগল্,
মীরার চিতচারী শ্যামল গিরিধারী, ভকত-হৃদয় গোপাল॥

এসো নন্দদুলাল, ব্রজের দুলাল, এসো গোপাল কিশোর ;
রুণু-ঝুণু-রুণু-ঝুণু নূপুর পায়ে এসো গোপী-মনচোর ।
ললাটে চন্দন-তিলক আঁকা, কেশে বাঁধা শিখি মোহনপাখা,
এসো কণ্ঠে দোলায়ে বনমালী, বনফুল মালিকা ডোর ।
বৃন্দাবন-ধন বংশীধারী, এসো হে বন-বিহারী ;
এসো হে শ্যামল, কিশোর কেশব,
এসো হে মুরারি, এসো হে মাধব,
প্রেমের পূজাঞ্জলি লও হে পীতম,
এসো অন্তর-মন্দিরে মোর ॥

মম মন্দিরে নাচে গিরিধারী, কিবা নব নব ছন্দে ।
সোনার নূপুর রুণু-ঝুণু বাজে, তালে তালে মৃদুমন্দে ॥
তারি সাথে নাচে মোর মনের বাউল,
নামাবলী গায়ে তার পরাণ আকুল ॥
প্রেম-আঁখি-জল ঝরে অবিরল, ঝর্‌-ঝর্‌ ঝরে মহানন্দে
মোর হৃদয়-যমুনা ওঠে ভরি',
মাধবী-শাখায় মধু মঞ্জরী গো,
অঙ্গন হ'ল আজি মুখরিত চুয়াচন্দন গন্ধে ॥

মম মনমন্দিরে রহ নিশিদিন কৃষ্ণ মুরারি, কৃষ্ণ মুরারি,
বন্দনা গানে মম জাগুক জীবন বীণ।
এসো নন্দকুমার, আনন্দকুমার,
প্রেমপ্রদীপে হবে আরতি তোমার,
নয়নযমুনা ঝরে অনিবার তোমারি বিরহে গিরিধারী।
মম ভক্তি-প্রীতি-মালা-চন্দন,
তুমি নিয়ো গো, নিও চিত-নন্দন,
জীবন মরণ, আর পূজা নিবেদন, সুন্দর হে গিরিধারী ॥

সজল জলদাঙ্গ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে।
হেরিলে হরে জ্ঞান, মন প্রাণ পড়ে পদতলে ॥
নবীন নট রসরাজ কে বিরাজে ব্রজমণ্ডলে,
সাজ হেরি' লাজে দ্বিজরাজ নভোমণ্ডলে,
এমন মনোহরা মাধুরী না হেরি মহিমণ্ডলে,
খর-প্রভাকর-কিরণ-কর-মকর-কুণ্ডলে ॥
উচ্চ শিখিপুচ্ছ কিবা উচ্চশিরে বামে হেলে',
পুচ্ছ অতি তুচ্ছ করি' মূর্ছা করে নারীকুলে ;
ভুবন করি আলো, বনমালা ভাল কালো গলে
বাস করি, বাস হরি' হাস্য করে হেলেদুলে ॥
জ্ঞান হয় মনে হেন, ঐ বাঁশী সুধা ধরিতে পারে,
নৈলে কেন বেজে বাঁশী মনপ্রাণ উদাসী করে।
'কণ্ঠ' ভণে ক্ষণে ক্ষণে, কে অচেনায় চিনিতে পারে ;
যে চিনিতে পারে, জিনিতে পারে, কিনিতে পারে বিনামূলে ॥

জয়জয়ন্তী—ঢিমা কাওয়ালী

যে জ্বরে জ্বরেছে মা, তোর কানাই,
মা, তোমায় কেমনে জানাই।
এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই ॥
রসেতে হয় অপচার, বাত পৈত্তিক এ দুয়ের বিকার,
ব্যাধি ঘুচায় সাধ্য কার, এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে শিখি নাই ॥
হৃদয়-দাহ মোহ হচ্ছে এমনি বোধ,
কইতে নারে মনের কথা, তাইতে বাক্যরোধ,
বায়ুকে ঢেকেছে কফে, ক্ষণে ক্ষণে গাত্র কাঁপে,
তারপরে পিপাসা হবে, তখনি প্রমাদ ঘটিবে জানাই।
আমায় এনেছিলে ভাল, তাই চিনিলাম এ রোগ,
যে জনা এ রোগ ভোগে, সেই জানে কি রোগ।
'সূদন' বলে, যেমন ব্যাধি, রাধা জানেন এর ঔষধি,
আমায় দিলে অনুমতি,
ত্বরায় ডাকি তাঁকে, আর বেলা নাই ॥

আনাইয়া—যৎ

কে রে যমুনার তীরে বাঁশরী বাজায়,
ও তাঁর ইন্দ্রনীলমণি-রূপ দেখে যাবি আয়।
(তাঁর) মাথায় শিখিচূড়া, অঙ্গে পীতধড়া,
আবার বাঁকা নয়নে সবার পানে হেসে হেসে চায়।
(তাঁর) সঙ্গে ধেনুর পাল, যত ব্রজের রাখাল,
আবার রাধা-নামের সাধা-বাঁশী দুকূল মজায়।

(কিবা) বঙ্কিম সে ঠাম, আছে সঙ্গে বলরাম,
আবার রুনু-ঝুনু নূপুর বাজে, পরাণ জুড়ায় ।
(তাঁর) গলে গুঞ্জা মালা, রূপে ভুবন আলা,
ও-রূপ হেরে দীন 'গোপীদাস' নয়ন জুড়ায় ॥

কামোদ

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম ।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে ।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ।—
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায় ॥—

শ্রীরাগ

তোমার গরবে গরবিনি হাম রূপসী তোমার রূপে ।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে ॥
অন্যের আছয়ে অনেক জন আমার কেবলি তুমি ।
পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করি মানি ॥

শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ গণে জীবন অধিক পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥
নয়ন-অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ তুমি সে কালিয়া চান্দা
'জ্ঞানদাস' কহে কালার পিরীতি অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥

বরাড়ী—খয়রা

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ দয়া জানি না ছোড়বি মোয়
গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি যব্ তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুনপুন মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গ ॥
ভণয়ে 'বিদ্যাপতি' অতিশয় কাতর তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

ধানশী

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিত রমণি সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমাপলুঁ অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময় অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লুঁ জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণি রসরঙ্গে মাতলুঁ তোহে ভজব কোন বেলা ॥

কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর-লহর সমানা॥
ভণয়ে 'বিদ্যাপতি' শেষ শমন-ভয় তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি ভব-তারণ-ভার তোহারা॥

সুহই

মাধব কি কহব বিরহ-বিষাদ।
তিল এক তুহুঁ বিনে যো কহে যুগ শত তাহে কি এতহুঁ পরমাদ॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল দিনে দিনে খিণ ভেল দেহ।
কত উনমাদ মোহ বহি যাওত তাহে পরবোধব কেহ॥
দশমী দশায়ে আছয়ে এক ঔষধ শ্রবণে কহই তুয়া নাম।
শুনইতে তবহি পরাণ ফেরি আওত সো দুখ কি কহব হাম॥
কত কত বেরি তোহে সম্বাদলুঁ কৈছন তুয়া আশোয়াস।
না বুঝিয়ে রীত ভীত রহুঁ অন্তরে কহতহি 'বলরামদাস'॥

শ্রীরাগ—কীর্তন

মন্দিরে মোর নিশি হয় ভোর,
জাগো হে পাষাণ, জাগো দেবতা!
শ্রান্ত নূপুর, থামে গীতস্বর,
লুটায়ে পরে এ দেহলতা, জাগো দেবতা।
আরতি-প্রদীপ নিভে আসে হায়, বরণ-মালার ফুল ঝরে যায়,
নিঠুর পাষাণ, ভোল অভিমান, শোনাও মোরে একটি কথা,—
দেবদাসীরে তুমি এমনি ক'রে, কাঁদাবে বুঝি জনম ভ'রে,
আর কতকাল গিরিধারীলাল, তব চরণে রব প্রণতা॥

তুমি যদি রাধা হ'তে শ্যাম !
আমারই মতন দিবসরাতি জপিতে শ্যামনাম !
কৃষ্ণকলঙ্কের জ্বালা মনে হ'ত মালতীর মালা,
চাহিয়া কৃষ্ণপ্রেম জনমে জনমে আসিতে ব্রজধাম !
কত অকরুণ তব বাঁশরীর সুর,
(তুমি) হইলে শ্রীমতী ব্রজকুলবতী বুঝিতে নিঠুর !
(তুমি) যে কাঁদন কাঁদায়েছ মোরে,
(আমি) কাঁদাতাম তেমনি করে,
বুঝিতে, কেমন লাগে এ গুরুগঞ্জনা,
এ প্রাণপোড়ানি অবিরাম ॥

আমায় দে গো মোহনচূড়া বেঁধে ।
আমি কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণরূপ ধরি' দাঁড়াব চরণ ছেঁদে ।
আমায় দে গো মোহনচূড়া বেঁধে ॥
হ'য়ে কৃষ্ণ, তাঁরে রাধিকা সাজাব, এম্‌নি ক'রে একদিন মথুরাতে যাব,
জানেনা জানেনা, জানাব জানাব, কি যন্ত্রণা শ্যামবিচ্ছেদে ॥
রাধার ভাব যেদিন ধরিবেন হরি, কেঁদে কেঁদে দিবেন ধূলায় গড়াগড়ি,
দিবা বিভাবরী, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করি' বেড়াবেন কেঁদে কেঁদে ॥
তেম্‌নি ক'রে একদিন লুকাব গোপনে, ভুলেও তো দেখা দিবনা স্বপনে,
আমার বিহনে মদনমোহনে বিচ্ছেদশর যেন বেঁধে ॥
মানের ঘোরে যেদিন ঘটিবে প্রমাদ, বসনে আবরি' ঢাকবেন বদনচাঁদ,
'নীলকণ্ঠ' বলে, তখন মেগে অপরাধ, ধরিব যুগলপদে ।
আমায় দে গো মোহনচূড়া বেঁধে ॥

ভৈরব—যৎ

সেদিন যেমন এসেছিলে, হরি, আর কি তেমন আসিবে না ?
সেদিন যেমন বেজেছিলো বাঁশী, আর কি তেমন বাজিবে না ?
সেদিন যেমন যমুনার কূলে রাখালের মাঝে রাজা সেজেছিলে,
আবার নূপুর পায়ে ধেনুর পাছে, আর কি তেমন ছুটিবে না ?
সেদিন যেমন কদম্বেরি মূলে বামে রাধা ল'য়ে ছিলে বামে হেলে,
আবার তেম্‌নি ক'রে রাধার হৃদয়, আর কি উজল করিবে না ?
সেদিন যেমন যশোমতী কোলে কেঁদেছিলে 'আর বেঁধো না, মা,' ব'লে,
আবার তেম্‌নি ক'রে সজল নয়ন, আর কি তেমন মুছিবে না ?
সেদিন যেমন গোয়ালিনী-ঘরে খেয়েছিলে হরি, ননী চুরি ক'রে,
আবার তেম্‌নি ক'রে চুরির দায়ে, আর কি ধরা পড়িবে না ?
সেদিন যেমন দরশন-আশে, গেয়েছিলে গান যোগিনীর বেশে,
আবার তেম্‌নি ক'রে রাধার দ্বারে, আর কি সুধা ঢালিবে না ?

সুহই কীর্তন—খয়রা

মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনী বেশ যদি সোই পিয়া নাহি আইল।
(যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল।)

এ মোর জীবন মাণিক রতন কাঁচের সমান ভেল ॥
গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেথায় নিঠুর হরি ॥
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে।
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি বাঁধিব বসন দিয়ে ॥

আপন বঁধুয়া আনিব বাঁধিয়া কেবা রাখিবারে পারে।
যদি রাখে কেউ ত্যজিব এ জীউ নারীবধ দিব তারে॥
পুন ভাবি মনে বাঁধিব কেমনে সে শ্যাম বঁধুয়া হাতে।
বাঁধিয়া কেমনে রাখিব পরাণে তাই ভাবিতেছি চিতে॥
'জ্ঞানদাস' কহে বিনয় বচনে শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে যেতে মানা করে দারুণ কুলের বাধা॥

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
চলে না চল মলয়ানিল, বহিয়া ফুলগন্ধভার॥
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ, ফুটে না বনে কুন্দ নীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠসুধা পাপিয়া পিক চন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥
ছোঁয় না তৃণ গোঠের ধেনু, ব্রজের বনে বাজে না বেণু,
করে না শ্যাম-রাধিকা ল'য়ে শারিকা-শুক দ্বন্দ্ব আর।
সজল-ঢল-আয়ত আঁখি, পিয়াল-ফুল-পরাগ মাখি'
হরিণী আজি, লেহন করে চরণ-সুধা-স্যন্দ কার?
বৃন্দাবন অন্ধকার॥
ময়ূর আর মেলিয়া পাখা করে না আলো তমালশাখা,
কুসুমকলি ফোটে না, অলি পিয়ে না মকরন্দ তার।
যায় না চুরি নবনী ক্ষীর বলিয়া, ফেলে আঁখির নীর,
করে না দধিমন্থ গোপী নাচায়ে চারুচন্দ্রহার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

ফেনিল কেলি সলিলে নাহি, তটিনী আর ছুটেনা গাহি',
পাটনী কাঁদি তরণী বাঁধি করেছে খেয়া বন্ধ তার।
কলস-হার-হারাণো ছলে বধূরা মিছে যমুনা-জলে
করে না দেরী আজিকে হেরি হাসিটী শ্যামচন্দ্রমার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥
বাতাস শ্বাসে বেতস বন, গুমরি' মরে হতাশ মন,
রচে না কোলে ঝুলন দোল, মিলন-প্রেমানন্দ-হার।
সখারা শোকবিবশ-বেশে, মূরছি পড়ে দিবস শেষে,
গাঁথে না মালা, ভরিয়া ডালা তুলে না ফুল বন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥
যশোদা আজি মলিনা দীনা, লুটায়ে ভূমে চেতনাহীনা
রোদনে আঁখি অন্ধ হ'ল, তুলে না মুখ নন্দ আর।
চিৎ-কুমুদী ঢুলিছে মুদি', থেমেছে গীত কণ্ঠ রুধি',
গোকুল মৃৎপিণ্ড হলো, চলেনা হৃৎস্পন্দ আর।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

ওরে নীল যমুনার জল, বলরে মোরে বল,
কোথায় ঘনশ্যাম, আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম,
আমি বহু আশায় বুক বেঁধে যে এলাম ব্রজধাম।
কোন কূলে কোন বনের মাঝে আমার কানুর বেণু বাজে,
কোথায় গেলে শুনতে পাব—
রাধা রাধা নাম।

শুধাই ব্রজের ঘরে ঘরে—কৃষ্ণ কোথায় বল,
তারা কেউ কহে না কথা, হেরি সবার চোখে জল।
বলরে আমার শ্যামল কোথায়,—
কোন মথুরায় কোন দ্বারকায়, বল যমুনা বল,
বাজে বৃন্দাবনের কোন পথে তার নূপুর অবিরাম॥

বাউল

যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী?
ও যার বিমল-তটে, রূপের হাটে, বিকাতো নীলকান্তমণি।
কোথা-বা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হতেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবল সুদাম;
কোথা সে সুনীল তনু ধেনু বেণু, মা যশোদা রোহিণী॥
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণগোবিন্দ,
ধড়াচূড়া-পরা কোথা ননীচোরা,
কোথা সে বসন-চুরি, ব্রজনারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা-বা সে জলকেলি,
কোথা ললিতাসখী সুহাসিনী,
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী॥
কোথা সে নূপুরধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিণী,
মধুর হাসি, মধুর বাঁশী, নাহি শুনি,
ও যার মোহন সুরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি॥

তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী ?
ও যার মানের লাগি মোহনচূড়া লুটাইল ধরণী।
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে! সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ্‌মাঝারে পা দু'খানি ;
'পরিব্রাজক' বলে, চরণতলে লুটাই শির দিনযামিনী॥

ইমন-ভূপালী—একতালা

আঁধার যখন ভাগ্যগগন ছাইয়া করিল ধরম গ্রাস,
লক্ষকণ্ঠে আর্তনিনাদে ধ্বনিয়া তুলিল ভারতাকাশ ;
কে তুমি উদিলে পুরুষসিংহ, পাঞ্চজন্য-চক্র-ধর !
জ্ঞান-কর্ম-প্রেম-মূরতি তমসা-জড়তা-নিরাশা'পর ?
আপনি ঘোষিলে বজ্রকণ্ঠে 'ভগবদ্-গীতা' অমিয়-প্রাস,
করুণা বিতরি কহিলে শ্রীহরি, অন্ধ দীনের ঘুচায়ে ত্রাস,—
'মাভৈঃ মাভৈঃ, আসিয়াছি এই জগতজনার পূরাতে আশ,
এনেছি শান্তি, শক্তি, মুক্তি, করিব গ্লানি পাপের নাশ।'
তাই বিভীষণ কুরুক্ষেত্র-রণ, তোমারি দৃপ্ত-ভাব-বিকাশ ;
নহে ত মরণ, সে নব জীবন, সে কেবল তব অট্টহাস !
এস নারায়ণ, এস পুরাতন, এস হে শ্যাম, নিরঞ্জন !
বংশীধারী এস মুরারি, দীনের বন্ধু হে ভগবন্॥

মোর বেদনার কারাগারে জাগো, জাগো বেদনাহারী হে মুরারি,
অসীম দুঃখভরা কৃষ্ণাতিথিতে এসো, এসো হে কৃষ্ণ গিরিধারী।
ব্যথিত এ চিত দেবকীর সম মূর্ছিত পাষাণের ভারে ;
ডাকে প্রাণ যাদব, এস এস মাধব, উছলিছে প্রেম-আঁখিবারি ॥
হৃদয়-ব্রজে ভক্তি-প্রীতি-গোপী জাগিয়া আছে আশায়,
কদম্ব ফুলসম উঠিছে শিহরি প্রেম মম ঘন বরষায় ;
হে বংশীওয়ালা, তব না-শোনা-বাঁশী শোনে অনুরাগ-রাধা প্রণয়-পিয়াসী,
গোপন ধ্যানের মধুবনে, তব নূপুর শুনিছে হে কিশোর বনচারী ॥

জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী,
জাগো শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণা-তিথির তিমির অপসারি'।
ডাকে বসুদেব দেবকী, ডাকে ঘরে ঘরে নারায়ণ তোমাকে,
ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম, ডাকিছে যমুনাবারি ॥
হরি হে, তোমায় সজল নেত্রে ডাকে পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রে,
দুঃশাসন-সভায় দ্রৌপদী ডাকিছে, কোথা হে লজ্জাহারী।
মহাভারতের হে মহাদেবতা, জাগো, জাগো, আনো আলোক বারতা,
ডাকিছে গীতার শ্লোক, অনাগত বিশ্বের নরনারী ॥

মনোহরসাহী—ঝাঁপতাল

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী

মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
(আমার) পাপভার-গোবর্ধন, ধর ধর জনার্দন,
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে, পুরাও ইষ্ট, এই মিনতি ॥
প্রেমরূপ যমুনা-কূলে, আশা-বংশীবট-মূলে,
স্বদাস ভেবে সদয় ভাবে, সতত কর বসতি ॥
যদি বল, রাখাল-প্রেমে বন্দি থাকি ব্রজধামে,
(তবে) জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে 'দাশরথি' ॥

ভজ শ্রীগোবিন্দ মুখ-চন্দ নিত্যানন্দ জপ রে।
শ্যামসুন্দর রূপ মনোহর নিত্য চিত্তে স্মর রে ॥
আত্মারূপে রহ অন্তর-মূলে, চঞ্চল চিতচোরা মন-দেউলে,
অশ্রু-যমুনা-কূলে প্রেম-উজান তুলে
রহি' রহি' বাঁশরী ফুকারে।
মানস-তুলসী-তলে দীপ জ্বালি' দিব নিত্য-ধনে অর্ঘ্যডালি,
রূপ-ধূপ জ্বালি' রাগ-গুগ্‌গুলে জ্বালাইব ধূনা,
অনুরাগ-রাগিণী গাহে তব করুণা,
মন-আত্মা বুকে রহে যেন শারি-শুকে
যুগলে যুগল রূপ রে ॥

দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ-পাথার ঘনশ্যাম তোমারি নয়নে !
আমি হেরি যে নিখিল বিশ্বরূপ-সম্ভার তোমারি নয়নে ॥
তুমি পলকে ধর নাথ, সংহার-বেশ,
হও পলকে করুণা-নিধান পরমেশ,
নাথ, ভরা যেন বিষ-অমৃতের ভাণ্ডার তোমার দুই নয়নে ॥
ওগো মহাশিশু, তব খেলাঘরে একি বিরাট সৃষ্টি বিহার করে,
সংসার চক্ষে তুমি হে নাথ, সংসার তোমারি নয়নে ॥
তুমি নিমেষে রচি নব বিশ্বছবি, ফেল নিমেষে মুছিয়া হে মহাকবি,
কর কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভুবন সঞ্চার তোমারই নয়নে ॥
তুমি ব্যাপক ব্রহ্ম চরাচরে জড় জীব জন্তু নারী নরে,
কর কমললোচন, তোমার রূপ বিস্তার হে, আমার নয়নে ॥

নামিয়ে দাও জ্ঞানের বোঝা, সইতে নারি বোঝার ভার,
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে ওঠে, নয়নে হেরি অন্ধকার ।
সেই যে শিরে মোহন-চূড়া, সেই যে হাতে মোহন-বাঁশী,
সেই মূরতি হেরবো ব'লে, পরাণ বড় অভিলাষী ।
বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও শ্যাম, আলো করি' কুঞ্জ-দুয়ার,
এস আমার হৃদয়মাণিক, বেদ বেদান্তে কাজ কি আমার ॥

ঝিঁঝিট—একতালা

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, কৃপাবিন্দু বিতর ।
(মোর) হৃদি-বৃন্দাবনে কমল-আসনে প্রাণমন সনে বিহর ।
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি, অথবা যে-দিকে ফিরাই আঁখি,
ভিতরে বাহিরে যেন হে নিরখি তব রূপ মনোহর ॥

এই কর হরি দীন-দয়াময়, তুমি আমি যেন দুটি নাহি রয়,
জলের তরঙ্গ জলে কর লয়, চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর ॥
ঐ পদে 'পরিব্রাজকের' গতি, (যেন) ভাগীরথী সাগর-সংহতি,
জীব শিব দোঁহে অভেদ মূরতি, জীব নদী, তুমি সাগর ॥

মন-বিহঙ্গ রে, জপ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
পাবে অতুল শান্তি, ঘুচবে ভ্রান্তি, চলে যাবে ভবপারে ॥
বিষয়-বিপিনে কেন অকারণ বিষফল-লোভে ভ্রম অনুক্ষণ,
মায়া-মাকালে থেকনা রে ভুলে, 'আমার, আমার' বুলি আর বলোনা ;
ওই যে কাল-নিষাদ পেতেছে রে ফাঁদ,
বসে আছে পাখী, ওই দেখনা,
ওই পাপ-তরুতলে আর যেওনা,
(হরিবোল হরিবোল হরিবোল—এই নাম পাখী সদা জপনা,)
ত্রিদিব-কাননে কৃষ্ণ-কল্পতরু লভিবারে যদি বাসনা কর রে ॥

ভজ রাধাকৃষ্ণ, গোপাল কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে।
নামে বুক ভরে যায়, অভাব মিটায়, স্বভাব জাগায় মহাসুখে ॥
হরি দীনবন্ধু, চিরদিন বন্ধু জীবের চির-সুখে-দুখে।
ভজরে অন্ধ, (হরির) চরণারবিন্দ, দুস্তর এ মায়া-বিপাকে ॥
ভজ মূঢ়মতি, তব চিরসাথী, যাঁহার করুণা লোকে লোকে।
লীলাময় হরি এসেছে নদীয়াপুরী, বাধার পীরিতি ল'য়ে বুকে ॥

আয় সবে মিলি, বাহু তুলি তুলি, হরি-গুণাবলী গাই রে।
গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে, আনন্দ-ধামেতে যাই রে॥
পিক্ শুক সনে মিলাইয়া তান, অলিকুল সনে মাতাইয়া প্রাণ,
আয় করি সবে হরিনাম গান, কে কোথা রহিলি ভাই রে।
হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল॥
সমীরণ সনে দিগন্ত ব্যাপিয়া, তরুকুল সনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
গাও হরিনাম জীবে জাগাইয়া, সময় বহিয়া যায় রে।
হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল॥
রাঙ্গা ভানু সনে মিলিয়া মিশিয়া, যুগল কমল-চরণ চুমিয়া,
চিদানন্দ-ধনে হৃদয়ে লইয়া সদানন্দে থাকি ভাই রে।
হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল॥
দেহ-মন-প্রাণ দাওরে ঢালিয়া, লওরে তাঁহারে আপন করিয়া,
ভব-পারে যাবে হাসিয়া হাসিয়া, বসিয়া দয়ালের নায় রে।
হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল॥
চৌদিকে ছাইয়া উঠিয়াছে রোল, হরি হরি বোল, বল হরি বল,
ঐ শুন আবার কিসের কোলাহল, (বুঝি) নিতাই ডাকিয়া যায় রে।
হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল॥

শ্রীশ্রীশিব-সঙ্গীত

কেদারা—কাওয়ালী

জয় শিব শঙ্কর, হর ত্রিপুরারি, পাশী পশুপতি পিনাকধারী।
শিরে জটাজুট, কণ্ঠে কালকূট, সাধকজনগণ-মানসবিহারী॥
ত্রিলোকপালক, ত্রিলোকনাশক, পরাৎপর প্রভু, মোক্ষবিধায়ক
করুণানয়নে হের ভকতজনে, লয়েছি শরণ পদে তোমারি॥

আশা-ভৈরবী—ঠুংরী

হর শশাঙ্কশেখর, দয়া কর, বিভূতি-ভূষিত কলেবর॥

তরঙ্গ-ভঙ্গিত, ভুজঙ্গ-রঙ্গিত, কপর্দবর্ধিত-জটাধর।
গণেশ শৈশব বিভূতি-বৈভব, ভবেশ ভৈরব দিগম্বর॥
ভুজঙ্গ-কুণ্ডল, পিশাচ-মণ্ডল মহা-কুতূহল মহেশ্বর।
রজ প্রভায়ত, পদাম্বুজানত সুদীন 'ভারত' শুভঙ্কর

ভৈরবী—তেওরা

হর হর হর শশাঙ্কশেখর শম্ভু শঙ্কর পিনাকধারী,
দেব ত্রিলোচন, বৃষভবাহন, জয় মহাকাল কালভয়-হারী।
রজতশিখর শিরে জটাজুট, গলে হাড়মালা, কণ্ঠে কালকূট,
ভালে বিভাবসু-নিভা পরিস্ফুট ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে অনিবার

শিরে সুরধুনী করে কুলু কুলু, ভাঙ্ধুতুরায় আঁখি ঢুলু ঢুলু,
নাচে সঙ্গে রঙ্গে ভূতপ্রেতকুল, করে শূল দেবদেব ত্রিপুরারি।
বিভূতি-ভূষণ, অঙ্গে ভুজঙ্গম, কটিতে শার্দূলচর্ম মনোরম,
পঞ্চমুখে সদা বম্ বম্ বম্, জয় ব্যোমকেশ শ্মশানবিহারী॥

———

সুরট-মিশ্র—একতালা

পরমাচার্য যতিবর হর পরশু-অভয় মৃগবরধর।
মনমথ-মথ প্রমথেশ্বর সতী-পতি ভাতি-ভাস্বর॥
কটিতটপট-বাঘছাল, ভুজঙ্গ-ভূষণ রুণ্ডমাল,
হিমগিরি সারি জটাজাল, শশিকলা-ভাল সুন্দর।
গুরু গুরু ঘন গরজি অম্বরে, দ্রবীভূতা ব্রহ্মশক্তি ভক্তিভরে
শ্রীপদ ধোয়ায় নমি প্রেমনীরে, গুঞ্জরি বম্ বম্ হর হর;
নীলকণ্ঠভরা বিশ্বান্তক বিষে, আঁখি ছল ছল ব্রহ্মানন্দ রসে,
প্রশান্ত বদনে মৃদুমন্দ হাসে, স্বরূপ প্রকাশে ঈশ্বর।
স্নেহময়ী মহামেঘাভকান্তি ত্রিলোচনী কোলে ত্রিলোক-শান্তি,
স্মরণে হরে রে মরণ ভ্রান্তি, সুশীতল হ'ল অন্তর;
জগন্মাতরং পিতরং বন্দে, পরিপূর্ণ নিত্য পরম আনন্দে
সদয় হইয়া হৃদরবিন্দে বিরাজ গিরিজা-শঙ্কর॥

———

সোহিনী—সুরফাঁক

হে শিব শঙ্কর মহাদেব হর।
ভবেশ ভবানীপতি মম কলুষ হর॥
গণেশ-গণাধীশ, অশেষ-গুণাকর, আদি-অনাদি, তুমি পরম ঈশ্বর,
বিভূতি-ভূষণ, পিনাক-ধারণ, কাল-ভৈরব, কাশী-বিশ্বেশ্বর॥

নাগ-ভূষণ, রকত-লোচন, বৃষভ-বাহন, মদন-শাসন,
কপাল-ধারক, উমেশ ত্র্যম্বক, হাড়মালা গলে, বাঘাম্বর ॥
ত্রিপুর-অন্তক, ত্রিতাপ-নাশক, ত্রিলোক-পালক, ত্রিগুণ-ধারক,
তারকাসুর-রিপু, রজত-ভূধর-বপুঃ,
গরল-ভক্ষক, মুণ্ডমাল-ধর ॥
রুদ্রাক্ষ-ধারক, ত্রিদশ রক্ষক, কালভয়-নাশক, কৃতান্ত-অন্তক,
গতিহীন জনে অকৃতি সন্তানে 'রামকৃষ্ণদাসে' নিজগুণে কৃপা কর ॥

ভীমপলশ্রী—একতালা

বিশ্বেশ্বর বিশ্বপাবন ভব ভবভয়-ভঞ্জন,
মৃত্যুঞ্জয় মদনদমন মরণজনম-নিবারণ ॥
চরণসরোজে নবারুণ ছটা, তাহে বিল্বদল চন্দনের ছিটা,
শার্দূল-ছালে কটিতট আঁটা, যোগীজন-মনোমোহন ॥
গলে হাড়মালা দল দল দোলে, বব-বব-বম্ বাজে ঘন গালে,
বাজায়ে ডমরু নাচে তালে তালে, নাচে সাথে ভূত অগণন ॥
পন্নগভূষা পিনাকপাণি, ঝলমল ভালে জলে নিশামণি,
কুলু কুলু শিরে বহে মন্দাকিনী, ঢুলু ঢুলু প্রেমে দুনয়ন ॥
সৃষ্টিলয়কারী জগতপিতা, জ্ঞানময় প্রেমভকতি-দাতা,
এ দীন সন্তানে ভুলে আছ কোথা, নিজগুণে দাও দরশন ॥

ঝিঁঝিট—একতালা

ভাঙ-বিভোলা ভোলানাথ ভূত সাথে নাচিছে।
সদা কালী কালী কালী ব'লে মধুর ডমরু বাজিছে ॥
বম্ বম্ বম্ বাজিছে গাল, তাল দিতেছে তাল বেতাল,
ভূত প্রেত প্রমথপাল হি হি হি হি হাসিছে ॥

শিরেতে শোভিছে জটাজুট-ফণী, ললাটে শোভিছে দেবী মন্দাকিনী,
চরণ-প্লাবিয়া ভূধর ধরণী কুলু কুলু ধ্বনি করিছে ॥
কর্ণেতে শোভিছে ধুতুরার ফুল, ধুতুরা-পানেতে আঁখি ঢুলু ঢুল,
কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম দুলে দুলে খসি পড়িছে ॥
বামেতে শোভিছে ভুবন-মাতা, সে-যে কি রূপ, তার কি কব কথা,
রজতাচলে হেমলতা জড়ায়ে যেন জ্বলিছে ॥

আলাইয়া—একতালা

যোগি হে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র-দেহ নাচিছ দিক্-বসনে ॥
মহা আনন্দে পুলক কায়, গঙ্গা উথলি' উছলি' যায়,
ভালে শিশু-শশী হাসিয়া যায়, জটাজুট ছায় গগনে ॥

কর্ণাটী—একতালা

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা, বব বম্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল-মাল ॥
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল ॥

জাগো হে বিশ্বনাথ!
ভৈরব ভেরী সব দিক ঘেরি বেজেছে বিজয় সাথ ॥
বিশ্ব-দেউলে অঞ্জলি-ফুলে পূজারী রয়েছে খাড়া,
সচেতন মাগে নব অনুরাগে রাগাঞ্জলির সাড়া,
বিজয়-কেতন উড়ে যেন দিশেহারা,

জাগ্রত হও, জাগো শঙ্কর, জাগো হে ভোলানাথ।
দিক্-মেখলাতে দোলে শৃঙ্খল দোলে,
ঝনঝনি তায় তাল দিয়ে যায়,
বজ্র-বুকে মাদল বলে রুদ্রের বোল।
সন্ন্যাসী জাগো, জাগো সন্ন্যাসী, বিশ্বের বাণী ডাকে,
মিলনের দিন এসেছে সুদিন, প্রেরণা প্রণব হাঁকে,
আজ সাধন সাধিছে পাঞ্চজন্য শাঁখে,
জাগ্রত হও, জাগো শঙ্কর, জাগো হে ভোলানাথ॥

মেঘমল্লার—সুরফাঁক

নেচেছ প্রলয়-নাচে, হে নটরাজ! নটরাজ!
তাথৈ তাথৈ বাজে গাল ববম্ ববম্, হাতে বাজে ডমরু ঐ।
অতীতের হাড়মালা বিরাটের বুকে দোলে,
নাচনের তালে জটা সে জটিল বাঁধ খোলে,
আজি এই মুক্তিহারার নয়নের ভীতি ভেঙেছ।
নয়নের বহ্নিশিখা অসহায় সৃষ্টি নাশি,
ললাটে আশার আলো ঐ শিশু-শশীর হাসি,
প্রলয়-লীলার মাঝখানেতে ডাকে মাভৈঃ, ডাকে মাভৈঃ, মাভৈঃ॥

প্রলয়-নাচন নাচ্‌লে যখন আপন ভুলে,
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।
জাহ্নবী তাই মুক্তধারায় উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সঙ্গীতে তার তরঙ্গদল উঠল দুলে।

রবির আলো সাড়া দিল আকাশ পারে,
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে, সাথী হলো আপন সাথে,
সব-হারা সে সব পেল তার কূলে কূলে ॥

ভৈরব—ঝাঁপতাল

যোগাসনে মহাধ্যানে মগন যোগিবর,
অনন্ত তুষারে যেন অনন্ত শেখর।
প্রলয়-নীরব মাঝে একাকী পুরুষ রাজে,
ভয়ে অগ্নি ভস্ম-মাঝে ঢাকে কলেবর।
শিশু-শশী নাহি আর, অন্ধকার নিরাকার,
এক, নাই দুই আর, প্রকৃতি নিথর।
কাল বদ্ধ বর্তমানে, ব্যোমকেশ ব্যোমপানে,
নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে পূর্ণ মহেশ্বর ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সঙ্গীত

মধুকররঞ্জিত-মালতিমণ্ডিত-জিতঘন-কুঞ্চিতকেশং।
তিলকবিনিন্দিত-শশধররূপক যুবতিমনোহরবেশং॥
সখি কলয় গৌরমুদারং।
নিন্দিতহাটক-কান্তিকলেবর-গর্বিত-মারকমারং॥
মধুমধুরস্মিত-লোভিত-তনুভৃতমনুপম-ভাববিলাসং।
নিজ-নবরাগ-বিমোহিত মানসবিকথিত-গদ্‌গদভাষং
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চন-নরগণ-করুণাবিতরণশীলং।
ক্ষোভিত-দুর্মতি-'রাধামোহন'-নামক-নিরুপমলীলং।

বরাড়ী-কীর্তন—লোফা

ধন মোর নিত্যানন্দ মন মোর গৌরচন্দ্র প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য বল গদাধর মোর কুল নবহরি বিলাসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান-কেলি তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে " ভক্তি-রস-আস্বাদনে মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবুতারা তাহে মোর মন ভোরা কহে দীন 'নরোত্তমদাস'॥

গৌরীরাগ

জয় নন্দনন্দন গোপীজন-বল্লভ রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর সুরমুনিগণ-মনোমোহন ধাম॥
জয় নিজকান্তা- কান্তি কলেবর জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
জয় ব্রজ-সহচরী- লোচন-মঙ্গল জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জুন প্রেমবর্ধন-নবঘন-রূপ।
জয় রামাদি সুন্দর প্রিয় সহচর জয় জগমোহন গৌর অনুপ॥
জয় অতিবল বল- রাম প্রিয়ানুজ জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন- গণ-ভয়ভঞ্জন 'গোবিন্দদাস' আশ অনুবন্ধ॥

পাহিড়া

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি॥
বাঘনখ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লালে
চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধূলামাখা সর্ব গায় সহিতে কি পারে মায়
বুকের উপরে লয় তুলি॥
কাঁদিয়া আকুল তাতে নামে গোরা কোল হৈতে
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
হাসিয়া 'মুরারি' বোলে এ নহে কোলের ছেলে
সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি॥

বেহাগ—কাওয়ালী

পদে রুণু-ঝুণু রুণু-ঝুণু নূপুর বাজত, নাচত নদীয়াবিহারী।
সে নটনরঙ্গ নিজ অঙ্গনে শচীমাই নিরখত দুনয়ন ভরি ॥
নন্দগোপ-সুত আবেশে নিমাই রাখালিয়া নাট প্রকট সুখ পাই,
ভালি নটন হেরি তালি বাজাই, হরি হরি বোলত পুরনারী ॥
পূরব ভাবে কত ভঙ্গি বাড়াই নাচিয়া নবনী চাহে জননীকো ঠাঁই,
স্তনক্ষীরে দুনয়ন-নীরে শচীমাই ভাসে গোরাচাঁদ-মুখ হেরি ॥
মন্দ হসনে মুখ-চন্দ্র-ছটা (যেন) চাঁদ ফাটিয়া বহে অমিয়া ঘটা,
নয়নে পলক হরে সে-রূপ নেহারি, হেরি সে নটনরঙ্গ-মাধুরী ॥
'বিশ্বরূপ' ভণে, হের শচীনন্দনে, স্নেহবাৎসল্যের প্রীতিবন্ধনে,
যেমন নাচায় নাচে তেমনি আপনে, মানে হীন প্রেমাধীন হরি ॥

ভজন—কাওয়ালী

সুন্দরবালা শচী-দুলালা নাচে শ্রীহরি কীর্তনমে।
ভালে চন্দন তিলক মনোহর, অলকা শোহে কপোলনমে ॥
শিরপে চূড়া, দরশ নিরালে, গলে ফুলমাল হিয়া'পর দোলে
পহেরে পীত পটাম্বর, বোলে রুণু-ঝুণ্ নূপুর চরণমে ॥
কোই গাওয়ত হ্যায় পঞ্চম তান, কৃষ্ণ-মুরারি হরিকে নাম।
মঙ্গল তাল মৃদঙ্গ রসাল বাজাতে হ্যায় কোই রঙ্গমে ॥
রাধা-কৃষ্ণ এক তনু হোয়ে নিধুবনমে যো রঙ্গমচায়ে।
'বিশ্বরূপ'কি প্রভুজী সোই অবতো প্রকটেঁ হে নদীয়ামে ॥

কীর্তন সুহই—দোলন

(ঐ যে, ঐ) সুরধুনীতীরে ও কে হরি ব'লে নেচে যায়।
যায় রে কাঁচা-সোনার বরণ, চাঁদের কিরণমাখা গায় ॥
শিরে চূড়া শিখিপাখা, রাধানাম সর্বাঙ্গে লেখা,
(ও তাঁর) নয়ন বাঁকা, ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা নূপুর রাঙ্গা পায় ॥
একি নয় দেখেছি যা'রে, বিমল যমুনার তীরে,
(সে তো) এম্‌নি ক'রে বাঁশী ধ'রে মজাইত গোপিকায় ॥
'বিশ্বরূপ' কহে ফুকারি', (তাঁরে) চিনি চিনি মনে করি,
বরণ দেখে চিনতে নারি, স্বভাবে পাই পরিচয় ॥

———

ধানশী

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা ॥
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়া বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধেতে সে চাঁদের রূপ নয়নে নয়নে থোব ॥
সই লো কহ না গৌর কথা।
গোরার সে নাম অমিয়ার ধাম মূরতি পিরীতি দাতা ॥
গৌর শবদ গৌর সম্পদ সদা যার হিয়ে জাগে।
'নরহরি দাস' তাহার চরণে সতত শরণ মাগে ॥

———

রামকেলি

ধবল পাটের জোড় পর‍্যাছে রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়াছে,
চরণ উপর দুল্যা যাইছে কোঁচা।
বাঁকমল সোনার নূপুর বাজ্যা যাইছে মধুর মধুর
রূপ দেখিয়া ভুবন মুরছা॥
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল তায় দিয়াছে চাঁপার ফুল
কুন্দ মালতীর মালা বেঢ়া ঝুঁটা।
চন্দন-মাখা গোরা গায় বাহু দোলাইয়া চল্যা যায়
ললাট-উপর ভুবনমোহন ফোঁটা॥
মধুর মধুর কয় কথা শ্রবণে মনের ঘুচায় বেথা
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা।
বাহুর হিলন দোলন দেখি করীর শুণ্ড কিসে লেখি
নয়ান বয়ান যেন কুন্দে কুন্দা॥
এমন কেউ বেথিত থাকে কথার ছলে খানিক রাখে
নয়ান ভর‍্যা দেখি রূপখানি।
'লোচন দাসে' বলে কেনে নয়ান দিলি উহার পানে
কুল মজালি আপনা আপনি॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরা শচীর দুলাল।
এই সে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল।
কেহ কহে জানকীবল্লভ ছিল রাম।
কেহ বলে নন্দলাল নবঘনশ্যাম॥
পূরবে কালিয়া ছিল গোপীপ্রেমে ভোরা
ভাবিয়া রাধার বরণ এবে হৈল গোরা॥

ছলছল অরুণ নয়ান অনুরাগী।
না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥
সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমিলা দেশে দেশে।
তমু না পাইল রাধাপ্রেমের উদ্দেশে॥
'গোবিন্দ দাসিয়া' কয় কিশোরী কিশোরা।
স্বরূপ রামের সনে সেই রসে ভোরা॥

বর্ণচোরা ঠাকুর এলো রসের নদীয়ায়,
তোরা দেখবি যদি আয়॥
কেউ বলে শ্রীমতী রাধা, আর কেউ বলে সে শ্যাম রায়।
কেউ বলে তার সোনার অঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ খেলেন রঙ্গে।
আবার কেউ বলে তায় গৌরহরি, কেউ অবতার বলে তায়॥
ভক্ত তারে ষড়্‌ভুজ শ্রীনারায়ণ বলে,
কেউ দেখেছে শ্রীবাসের ঘরে, কেউ বা নীলাচলে।
সে যে আপনি কাঁদে হরি-প্রেমে, ত্রিজগৎ কেঁদে ভাসায়॥

কীর্তন স্থহই—একতালা

এসেছে ব্রজের বাঁকা, কাল সখা দেখবি আয়, তোদের এই নদীয়ায়।
(এবার) তা'র রং ফিরেছে, ঢং ফিরেছে, কাল এখন চেনা দায়॥
আর তা'র কাল বরণ নাই, রাই-অঙ্গ-সঙ্গ পেয়ে গৌর হয়েছে তাই,
সেই ব্রজের প্রেমের খেলা, সেই ব্রজের রসের খেলা,
সেই ব্রজের ভাবের খেলা,— খেলতে এসেছে হেথায়॥
(সেই) ব্রজের কুল-ললনা যার বাঁশী শুনে ভুলত, কুলের ধরম রাখতো না,
সেই রাধার গুণের নাগর, সেই রাধার প্রেমের নাগর,
সেই রাধার রসের নাগর,— এখন গৌর নাম ধরায়॥

(ওগো) তা'র প্রেমের ওই ত রীত,
(আগে) মন মজায়ে শেষটা বড় জ্বালায় বিপরীত,
এখনো তা'র যায়নি স্বভাব, গৌর হয়েও যায়নি স্বভাব,
ক্রমে পাবি পরিচয় ॥
প্রেমেতে ঋণী হয়েছে, (তা'রা তাই) হাতের বাঁশী
কেড়ে নিয়ে বিদায় দিয়েছে ;
রাধা-নাম সাধবে কিসে, সাধের নাম সাধবে কিসে,
বাঁশী নাই, নাম সাধবে কিসে,— বদনে তাই গুণ গায় ॥
কাঙ্গাল 'বিশ্বরূপে' কয়, (শুধু) রাই-রূপেতে অঙ্গ ঢেকে রঙ্গ করা নয়,
ত্রিভুবন উদ্ধারিলে, আচণ্ডালে উদ্ধারিলে,
দীন কাঙ্গালে উদ্ধারিলে,— তবে খালাস ঋণের দায় ॥

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব-নটবর তপত-কাঞ্চন-কায়।
ক'রে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায় ॥
কলি-ঘোর-অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাঞ্ছা তিন বস্তু আস্বাদিতে, এসেছে তিনেরি দায়,
যে-তিন পরশে, বিরস হরষে, দরশে জগৎ মাতায় ॥
নীলাব্জ হেমাব্জে করিয়ে আবৃত, হ্লাদিনীর পুরা দেহ ভেদগত,
অধিরূঢ় মহাভাবে বিভাবিত, সাত্ত্বিকাদি মিলে যায়।
সে-ভাব আস্বাদনের জন্যে কাঁদেন অরণ্যে, প্রেমের বন্যায় বন্যা ভেসে যায় ॥
নবীন সন্ন্যাসী, সুতীর্থ অন্বেষী, কভু নীলাচলে, কভু যান কাশী,
অযাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি, নাহি জাতি-ভেদ তায়।
দ্বিজ 'নীলকণ্ঠ' ভণে, এই বাঞ্ছা মনে মনে, কবে বিকাব গৌরের পায় ॥

নদীয়ার চাঁদ অমিয় নিমাই, তুমি যে প্রেমের কবি।
কঠিনের বুকে প্রেমেরি পরশে অমর করিলে সবি॥
ভিখারীর বেশে এসেছিলে জানি তুমি হে জগন্নাথ।
অসীম ক্ষমায় চাহিলে ভুলিতে বিশ্বের অপরাধ॥
তোমার নয়নে ঝরিত জল শুধু মুখে বল হরি বল।
হৃদয় আকাশে ঘুচাতে তিমির তুমি যে প্রভাত রবি॥
কৃষ্ণ আঁখি দেখেছিলে প্রেমে ধীর সে রাধার ছবি।
প্রিয়া-বাহুবল্লরী তোমায় বাঁধিতে পারেনি হরি।
তব নাম লয়ে আজও বয়ে যায় হৃদয়ের জাহ্নবী॥

পাহিড়া

প্রভুর মুণ্ডন দেখি কান্দে যত পশুপাখী
আর কান্দে যতেক নিবাসী।
বৎস নাহি দুগ্ধ খায় তৃণদন্তে গাভী ধায়
নেহালে গৌরাঙ্গ মুখ আসি॥
আছে লোক দাঁড়াইয়া গৌরাঙ্গ মুখ চাহিয়া
কারো মুখে নাহি সরে বাণী।
দুনয়নে জল ঝরে গৌরাঙ্গের মুখ হেরে
বৃক্ষবৎ হৈল সব প্রাণী॥
ডোর কৌপীন পরি মস্তক মুণ্ডন করি
মায়া ছাড়ি হৈলা উদাসীন।
বৈসে ডগমগি হৈয়া করেতে করঙ্গ লইয়া
প্রভু কহে আমি দীন হীন॥

তোমরা বৈষ্ণব বর এই আশীর্বাদ কর
দুই হাত দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস
ব্রজে গিয়া পাই ব্রজনাথে॥
এত বলি গোরা রায় প্রেমে ঊর্ধ্বমুখে ধায়
কোথা বৃন্দাবন বলি কাঁদে।
ভ্রমে প্রভু রাঢ়দেশে নিত্যানন্দ তান পাশে
'বাসু ঘোষ' উচ্চস্বরে কাঁদে॥

সুহই—লোফা

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে।
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে॥
গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু লুটায় ধরায়, নয়নজলে ভাসে রে;
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গমর্ত্য ভেদ করি' সিংহরবে রে,
আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, দাস্য মুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে॥
(কিবা) মুড়ায়ে চাঁচর কেশ ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখি' ভক্তি-ভাবাবেশ প্রাণ কেঁদে উঠে রে;
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে।
'প্রেমদাসে'র বাঞ্ছা মনে, চৈতন্য-চরণে দাস হয়ে, সঙ্গে বেড়াই দ্বারে দ্বারে॥

রামকেলি

নবদ্বীপে শুনি সিংহনাদ।
সাজল বৈষ্ণবগণ করি হরি-সংকীর্তন মূঢ়মতি গণিল প্রমাদ॥
গৌরচন্দ্র মহারথী নিত্যানন্দ সেনাপতি অদ্বৈত যুদ্ধের আগুয়ান।
প্রেমডোর ফাঁস করি বান্ধিল অনেক ঐরি নিরন্তর গর্জে হরিনাম॥

শ্রীচৈতন্য করে রণ কলিগজে আরোহণ পাষণ্ডদলন বীরবানা।
কলিজীব তরাইতে আইল প্রভু অবনীতে চৌদিকে চাপিয়া দিল থানা॥
উত্তম অধম জন সভে পাইল প্রেমধন নিতাই-চৈতন্য-কৃপালেশে।
সমুখে শমন দেখি, 'কৃষ্ণদাস' বড় দুখী না পাইয়া প্রেমের উদ্দেশে॥

মঙ্গল

নাচত গৌর সুনাগর মণিয়া।
খঞ্জন গঞ্জন পদযুগ রঞ্জন রনরনি মঞ্জির মঞ্জুল ধ্বনিয়া॥
সহজই কাঞ্চন কাঁতি কলেবর হেরইতে জগজনমন-মোহনিয়া।
তহি˘ কত কোটি মদনমন মুরছল অরুণকিরণ কিয়ে অম্বর বনিয়া॥
রাই প্রেমভর গমন সুমন্থর গরগর অন্তর পড়ই ধরণিয়া।
ঘন ঘন কম্প স্বেদ পুলকাবলি ঘন ঘন হুঙ্কার ঘন গরজনিয়া॥
ডগমগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই দুহুঁ দিঠি মেহ সঘনে বরিখণিয়া।
প্রেমক সায়রে ভুবন মজাওই লোচন কোণে করুণ নিরখণিয়া॥
ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই পতিত কোরে ধরি লোর সেচনিয়া।
হরি হরি বোলি রোই কত বিলপই বঞ্চিত 'বলরাম' দিবস রজনিয়া॥

বিভাস

মহাভুজ নাচত চৈতন্য রায়।
কে জানে কত কত ভাব শত শত সোনার বরণ গোরা গায়
প্রেমে ঢর ঢর অঙ্গ নিরমল পুলক-অঙ্কুর-শোভা।
আর কি কহব অশেষ অনুভব হেরইতে জগমনলোভা॥
শুনিয়া নিজগুণ নামকীর্তন বিভোর নটন-বিভঙ্গ।
নদীয়াপুর-লোক পাসরিল দুখ শোক ভাসল প্রেম-তরঙ্গ॥
করুণা নিরখনে প্রেমরস বরিখনে অখিল ভুবন সিঞ্চিত।
'চৈতন্যদাস' গানে অতুল প্রেমদানে মুঞি সে হইলুঁ বঞ্চিত॥

মিশ্র—দাদার

এমন মধুর লীলা, প্রেমের খেলা, কেউ কি দেখেছিস্ রে ভাই।
(তাঁদের) আঁখি হতে প্রেমধারা ছুটে, হরি বলে ভূমে লুটে ;
কত কাঁকর কাঁটা পায়ে ফুটে, সোনার অঙ্গে মাখা ছাই ॥
তাঁরা মার খেয়েও প্রেম যাচে, ছোট বড় নাহি বাছে।
(গৌর-নিতায়ের মত) এমন দয়া আর কি আছে,
দেখবি যদি আয় রে ভাই ॥
তাঁরা নাচে সুরধুনীর কূলে, প্রেমের তুফান নীরে তুলে,
ছোটে প্রেমের বন্যা কূলে কূলে,—আয় রে (সে) প্রেমে ভেসে যাই ॥

———

কীর্তন—একতালা

ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায় (দেখ) পথে পথে ঐ নদীয়ায় !
ও কে নেচে নেচে চলে, মুখে 'হরি' বলে, ঢলে ঢলে পাগলেরি প্রায়
ও কে যায় নেচে নেচে আপনায় বেচে,
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে দেবতা-ভিখারী মানব-দুয়ারে, দেখে যা রে, তোরা দেখে যা
ও সে বলে, 'কৈ, কেউ ত পর নাই',
(ও সে) বলে, 'সবাই যে নিজ ভাই',
ও সে বলে, 'শুধু হেসে, শুধু ভালবেসে
(আমি) ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই'।
ও কে প্রেমে মাতোয়ারা চোখে বহে ধারা,
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই,
সব দ্বেষ হিংসা ছুটি আসি পড়ে লুটি
(তার) ধূলি-মাখা দুটি রাঙ্গা পায়।

বলে, ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চলে যাই,
নইলে প্রভু, তোমার প্রেমে গলে যাই !
এ যে, নূতন মধুর প্রণয়ের পুর, হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই।
ঐ যে, নরনারী সব পিছে ধায়, (ওই) জয়ধ্বনি ওঠে নীলিমায়,
(তোরা) আয় সবে চলে মুখে হরি ব'লে,
(তোদের) ছেঁড়া পুঁথি ফেলে চলে আয় ॥

——

কীর্ত্তন—একতালা

এমন মধুমাখা হরিনাম, নিমাই কোথা হ'তে এনেছে।
(ঐ নাম) একবার শুনে হৃদয়-বীণে আপনি বেজে উঠেছে ॥
আরো ত কতদিন শুনেছি ঐ নাম, কখনো এমন করেনি পরাণ,
(আজি) কি জানি কি এক নব ভাবোদয় আমার হৃদয়-মাঝারে হতেছে।
কেটে গেছে বিষ-নয়নের ঘোর, গ'লে গেছে হৃদয় কঠিন মোর,
(আজি) অজানিত কোন উজ্জ্বল জগতে (নিমাই) আমায় নিয়ে চলেছে ॥
আজ হ'তে নিমাই, তোর সাথে র'ব, জ্ঞানের গরব আর না করিব,
(আজি) সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি ব'লে আমার নাচিতে বাসনা হতেছে ॥
কে যেন কহিছে মোর কানে কানে, "পারের উপায় তোদের হ'ল এতদিনে,
(ঐ দেখ) প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে প্রেমের ঠাকুর এসেছে" ॥

——

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ

ধানশী

নিতাই-পদকমল কোটি-চন্দ্র-সুশীতল যার ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥

সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথাই জনম তার কি করিবে বিদ্যাকুলে তার।
মজিয়া সংসারসুখে নিতাই না বলিল মুখে সেই পাপী অধম সভার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাই-পদ পাসরিয়া অসত্যকে সত্য করি মানে।
এ ভবসংসার মাঝে নিতাইচাঁদ যে না ভজে তার জন্ম হৈল অকারণে॥
নিতাইচাঁদের দয়া হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে কর রাঙ্গাচরণের আশ।
'নরোত্তম' বড় দুখী নিতাই মোরে কর সুখী রাখি রাঙ্গাচরণের পাশ॥

বরাড়ী

কমল জিনিয়া আঁখি শোভা করে মুখশশী
করুণায় সভাপানে চায়।
বাহু প্রসারিয়া বোলে আইস আইস করি কোলে
প্রেমধন সভারে বিলায়॥
ভুবন ভুলানো বেশ শোভিছে চাঁচর কেশ
বান্ধে চূড়া অতি মনোহর।
নাটুয়া ঠমকে চলে বুক বাহি পড়ে লোরে
বিবিধ জীবের তাপহর॥
হরি হরি বোল বলে ডাহিনে বামে অঙ্গ দোলে
রাম গৌরীদাসের গলা ধরি।
মধুমাখা মুখচান্দ নিতাই প্রেমের ফান্দ
ভাবসিন্ধু উছলে লহরী॥
নিতাই করুণাসিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
করুণায় জগৎ ডুবিল।
মদন মদেতে অন্ধ 'প্রসাদ' হইল ধন্দ
নিতাই ভজিতে না পারিল॥

বৈষ্ণবের নিত্য ভজনাবলী

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাইর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
এই ছয় গোঁসাই যাঁর মুঞি তাঁর দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
এই ছয় গোঁসাই সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে করি এই অভিলাষ॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পায়ে মজাইয়ে মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
(হরি-) নাম সংকীর্তন করে 'নরোত্তমদাস'॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত

গৌড়সারঙ্গ—তেতালা

ভবভয়-ভঞ্জন, পুরুষ নিরঞ্জন, রতিপতি-গঞ্জন-কারী।
যতিজন-রঞ্জন, মনোমদ-খণ্ডন জয় ভববন্ধন-হারী॥
জয় জন-পালক, সুরদল-নায়ক, জয় জয় বিশ্ব-বিধাতা।
চিরশুভ-সাধক, মতিমল-পাবক, জয় চিতসংশয়-ত্রাতা॥
সুরনর-বন্দন, বিজর বিবন্ধন, চিতমন-নন্দনকারী।
রিপুচয়-মন্থন, জয় ভব-তারণ, স্থল-জল-ভূধর-ধারী॥
শমদম-মণ্ডন, অভয় নিকেতন, জয় জয় মঙ্গল-দাতা।
জয় সুখ-সাগর, নটবর নাগর, জয় শরণাগত-পাতা॥
ভ্রম-তম-ভাস্কর, জয় পরমেশ্বর, সুখকর-সুন্দর-ভাষী।
অচল সনাতন, জয়-ভব-পাবন, জয় বিজয়ী অবিনাশী॥
ভকত-বিমোহন, বরতনু-ধারণ, জয় হরি-কীর্তন-ভোলা।
গদগদ-ভাষণ, চিতমন-তোষণ, ঢল-ঢল-নর্তনলীলা॥
মতি-গতি-বর্ধন, কলিবল-মর্দন, বিষয়বিরাগ-প্রসারী।
জড়চিত-চেতক, ভবজল-ভেলক, জয় নর-মানস-চারী॥
জয় পুরুষোত্তম, অনুপম-সংযম, জয় জয় অন্তরযামী।
খরতর-সাধন, নরদুখ-বারণ, জয় রামকৃষ্ণ নমামি॥

———

ইমন—চৌতাল

খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময় ॥
মোচন-অঘদূষণ জগভূষণ চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমলনয়ন বীক্ষণে মোহ্ যায় ॥
ভাস্বর ভাবসাগর চির-উন্মদ প্রেমপাথার।
ভক্তার্জন-যুগলচরণ তারণ ভবপার ॥
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগসহায়।
নিরোধন সমাহিতমন নিরখি তব কৃপায় ॥
ভঞ্জন-দুঃখগঞ্জন করুণাঘন কর্মকঠোর।
প্রাণার্পণ জগততারণ কৃন্তন-কলিডোর ॥
বঞ্চন-কামকাঞ্চন অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়রাগ।
ত্যাগীশ্বর হে নরবর, দেহ্ পদে অনুরাগ ॥
নির্ভয় গতসংশয় দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান্।
নিষ্কারণ ভকতশরণ ত্যজি জাতি-কুল-মান ॥
সম্পদ্ তব শ্রীপদ ভব-গোষ্পদবারি যথায়।
প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন-দুঃখ যায় ॥
নমো নমো প্রভু, বাক্যমনাতীত মনোবচনৈকাধার।
জ্যোতির জ্যোতিঃ উজল-হৃদিকন্দর তুমি তমোভঞ্জনহার ॥
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ আরতি তোমার ॥
(জয় জয় আরতি তোমার, হর হর আরতি তোমার,
শিব শিব আরতি তোমার ॥)

সাহানা—ঝাঁপতাল

দুখিনী ব্রাহ্মণী-কোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে,
কেরে ওরে দিগম্বর, এসেছ কুটীর ঘরে।
ভূতলে অতুলমণি, কে এলিরে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা-মাখা, হাস কাঁদ কার তরে।
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপ-হারী সাধ ধরি হৃদি'পরে॥

বাউল—একতালা

কে তুমি এলে এবার, প্রেমিক উদাসীর ভানে।
তোমার সরযূ-যমুনা কোথা, (এবার) লীলা গঙ্গা-পুলিনে
গঙ্গাতীরে কাতর স্বরে 'মা, মা, মা' বদনে।
এমন ব্যাকুলতা মায়ের তরে, কেউ কখনো দেখিনে॥
'টাকা মাটী, মাটী টাকা' নূতন সাধন গোপনে।
(এবার) অপূর্ব সন্ন্যাস-লীলা নরদেহ-ধারণে॥
দীনের বেশে আশেপাশে খুঁজ্‌ছ যত দীনজনে।
(আবার) জীবের তরে ঝর্‌ছে নয়ন, বসে আছ আনমনে।
তুমি কি চরাতে ধেনু রাখাল বালক সনে,
যমুনা নাচিত কি হে, তোমার বেণু-রব শুনে ?
তুমি কি হে বুদ্ধ-রূপী পশুবধ-দমনে,
ছাড়ি' সুখের বাসা সকল আশা, নিয়েছ ডোর-কৌপীনে ?

তুমি কি সন্ন্যাসী গোরা, মাতোয়ারা নাম-গানে,
ডুবালে তরালে নদে রাধা-প্রেম বিতরণে ?
যে হও তুমি দয়ার খনি, স্থান দিও ঐ চরণে।
(তব) পদ-ভেলা ভাসিয়ে ভবে পার হ'তে চাই তুফানে ॥

নায়েকী কানাড়া—একতালা

আপনি করিলে আপনার পূজা, আপনার স্তুতি গান।
ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর, তুমি হে আমার প্রাণ ॥
কেহ বলে তুমি সাধক-প্রধান, কেহ দেয় তোমায় দেবতার মান,
(আমি) গৌরব সব ত্যজিয়ে দিয়েছি হৃদয়ে আসন দান ॥
যবে মনে পড়ে করুণার ছবি, পরদুখে ম্রিয়মান,
পরপাপ বহি' রোগ-যাতনায় ছটফটি যায় প্রাণ ॥
দেব কি মানব পরিচয়ে আজ, হেন প্রেমিকের বল কিবা কাজ,
শুধু মনে হয় রাতুল চরণে করিতে জীবন দান ॥

খাম্বাজ—চৌতাল

অরূপ-সায়রে লীলা-লহরী উঠিল মৃদুল করুণা-বায়,
আদি-অন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানব-কায়।
মনের ওপারে কোথা কোন দেশ, শশী তপনের নাহি পরবেশ,
তব হাসিরাশি-কিরণ বরষি উজলে সেথাও চারু বিভায়।
প্রেমের এ তনু অতনু-গঞ্জন, কি মধুর বিভা বিকাশে নয়ন,
যে হেরে সে জন তনু-প্রাণ-মন চরণে অর্পণ করিতে চায়।
তোমারি আশায় কত যুগ গত, সংশয় যত আজ তিরোহিত,
যা আছে আমার লহ উপহার, সঁপিনু জীবন তব সেবায় ॥

পিলু বারোয়া—একতালা

বঙ্গ-হৃদয়-গোমুখী হইতে করুণা-গঙ্গা বহিয়া যায়,
এস ছুটে এস কে আছ মানব, শুষ্ক-কণ্ঠ পিপাসায়।
ব্যর্থ-বাসনা-অনল-দহন, সহিলে কত-না জনম মরণ,
আলেয়ার সাথে ছুটিতে ছুটিতে শ্রমজ-সলিলে সিক্তকায়,
স্নিগ্ধ সলিলে বারেক ডুবিলে সকল জ্বালা জুড়াবে তায়।
জাহ্নবী-তীরে তৃষ্ণা-কাতর, অন্ধ যে জন খোঁজে সরোবর,
রামকৃষ্ণ-পূতগঙ্গা ব্রহ্মানন্দ-সাগরে ধায়,
(রামকৃষ্ণ-ভক্তিগঙ্গা প্রেমানন্দ-সাগরে ধায়,)
(আজি) হ'ক অবসান ব্যর্থ প্রয়াণ, এস ছুটে এস ধরি গো পায় ॥

ইমন পূরবী—একতালা

তুমি কাঙ্গাল-বেশে এসেছ হরি, কাঙ্গালে করুণা করিতে হে,
প্রেম বিতরিতে মরুসম চিতে, পতিত জনে তারিতে হে।
রামকৃষ্ণ-নামে অমিয়-ঢালা, হেরিলে ও রূপ জুড়ায় জ্বালা;
(তব) চরণ-তলে পরাণ সঁপিলে ভাবনা পলায় দূরেতে হে।
করি' তব কথা-অমৃত পান জাগিয়া উঠিছে অবশ প্রাণ,
হতাশ হৃদয়ে শত আশা জাগে, তোমার মধুর নামেতে হে ॥

এসো ভগবান, ওগো দয়াময়, করুণার অবতংস,
এসো রামকৃষ্ণ চিরপ্রেমময়, এসো হে পরমহংস।
এই ধরণীর কালিমা মুছাতে আবার আসিও ফিরে,
তব প্রিয়জন ডাকিছে তোমারে ভাসিয়া নয়ন-নীরে,
তাদের দৈন্য ঘুচাতে, আবার দিতে করুণার অংশ।

হৃদয়-মাঝারে উছলি উঠুক ওগো করুণার সিন্ধু,
দেউলে ভক্ত ডাকিছে তোমারে, নয়নে অশ্রুবিন্দু ;
সাড়া দাও ওগো পতিতপাবন, অন্তরে প্রেম-উৎস,
এসো রামকৃষ্ণ চিরপ্রেমময়, এসো হে পরমহংস ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

যুগে যুগে হরি নরদেহ ধরি' করিলে প্রেমের লীলা,
জীব-মঙ্গলে ভূতলে এসে সহিলে দুঃখজ্বালা।
স্বরূপ লুকায়ে কাঙ্গাল-বেশ, ছলিতে মানবে ধরেছ বেশ,
সরল বালক, মুখে 'মা, মা' বুলি, খেলিলে নূতন খেলা।
কে পারে চিনিতে তুমি না চিনালে,
জানিব কেমনে তুমি না জানালে,
শরণ নিয়েছি চরণ-কমলে, ঘুচাও ত্রিতাপ-জ্বালা।
দূর কর প্রভো, মায়া-আবরণ, স্বরূপ তোমার হোক প্রকটন,
'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণ'—নব অবতার-লীলা ॥

মিশ্র—একতালা

পরমগুরু সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার।
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার ॥
জাগালে ভারত-শ্মশানতীরে অশিবনাশিনী মহাকালীরে,
মাতৃনামের অমৃতনীরে জাগালে মৃত ভারত আবার।
সত্যযুগের পুণ্যস্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস,
পাঠালে ধরার দিকে দিকে ঋষি পুণ্যতীর্থ-বারিকলস ;
মন্দিরে মসজিদে গির্জায় পূজিলে ব্রহ্মে সম শ্রদ্ধায়,
তব নাম-মাখা প্রেম-নিকেতনে ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার ॥

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ জয়তু, জয়তু মানবপাবক হে,
কোটি কণ্ঠে বন্দে তোমায় মাতৃভক্ত সাধক হে ॥
ত্রেতায় শ্রীরাম, দ্বাপরে কৃষ্ণ, কলিতে হয়েছ শ্রীরামকৃষ্ণ,
শাশ্বত চির-জাগ্রত তুমি, তুমি সনাতন নায়ক হে।
তুমি হে সাগরে ভাসমান ভেলা, লভিয়া তোমার পদাশ্রয়
নিমজ্জমান কোটি কোটি জীব অমরধামেতে শরণ লয়।
মহাকাণ্ডারী তুমি হে দেবতা, অমৃত বরষে তোমার বারতা,
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত কর, অধম-পাতক-তারক হে।
তোমার বিকাশ বিবেকানন্দে, প্রাচী প্রতীচ্য তোমায় বন্দে,
যুগ যুগ ধরি জেগে আছ তুমি, ধরম-স্থাপন-কারক হে ॥

———

ছায়ানট — একতালা

অযুত কণ্ঠে বন্দনা-গীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে,
(তব) অমিয় বারতা দেশদেশান্তরে হৃদয়ে হৃদয়ে পশিছে।
বঙ্গ-হৃদয়-সরসী-সলিলে চারু শতদল ফুটেছে,
বিশ্ব-মানব বিস্ময়ে হেরি' রূপে সৌরভে মাতিছে।
প্রেমের ভূপতি! পতাকা তোমার বিজয়-গরবে ভাতিছে,
ভেদবিবাদের চির অবসান, হেন আশা মনে জাগিছে।
ক্ষীণ কণ্ঠ তুলি হীন এ বীণায় রামকৃষ্ণ-নাম গাহিছে,
প্রেমরাজ্যে তব দিও তারে স্থান, হেন চিরদাস মাগিছে ॥

———

বাউল

নূতন দেশের নূতন হাওয়া বয়েছে।
(ঐ শোন) মা-বোল ধ্বনি উঠেছে॥
সেবার হরি-নামে মাতাইয়ে, (সেবার হরিপ্রেমে ভাসাইয়ে),
এবার মা-নামেতে ভেসেছে, (এবার মা-নামে কেঁদে ভেসেছে)॥
বারে বারে মাকে যত কাঁদিয়েছিল মনের মত,
এবার সকল কান্নার ঋণ শোধিয়ে 'মা, মা' বলে কেঁদেছে॥
ঐ সাগর পারে সপ্তদ্বীপে নামের সাড়া গেছে ছুটে,
তাই মত্ত হয়ে নরনারী নামের টানে জুটেছে॥
(যার) নামের হাওয়া গায়ে লেগেছে, তার বিষয়-বুদ্ধি দূর হয়েছে,
(সে) 'মা, মা' ব'লে নয়ন-জলে দগ্ধ পরাণ জুড়িয়েছে॥
(তার) কামিনীরূপ গেছে স'রে মাতৃমূর্তি উঠ্ছে জেগে,
(তাই) মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে জীবন্মুক্ত হয়েছে॥
(এবার) মাতৃমন্ত্রে বীজটী ল'য়ে দিলে ধরিত্রীর বুকে ক'য়ে,
সেই বীজ উপ্ত হ'য়ে আকাশ পাতাল ছেয়েছে॥
তার মূল গিয়েছে পাতালভূমে, ডগ ঠেকেছে স্বর্গধামে,
"ভূ-র্ভুবঃ-স্বঃ" এ তিন ভূমি মা-নামেতে ভরেছে॥
(নামে) নূতন জাগরণ এনেছে, (তাই) বালক যুবক সব জেগেছে,
(ও তাই) সংসারের সুখ পায়ে ঠেলে সেবাব্রত নিয়েছে॥
(মা) আপনি ফেরে নামের সনে, (তাই) ছুটে আসে ডাকটী শুনে,
(মা যে) পাগলিনী আপন প্রেমে, (তাই) ছেলেয় ধরা দিয়েছে॥

বাউল—একতালা

এসেছে নূতন মানুষ, দেখবি যদি আয় চ'লে,
(তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য-ঝুলি দুই কাঁধে সদাই ঝুলে

শ্রীবদনে 'মা, মা' বাণী পড়ি' গঙ্গা-সলিলে,
(বলে) ব্রহ্মময়ি, দিন গেল মা, দেখা ত নাহি দিলে।
নাস্তিক অজ্ঞান নরে সরল কথায় বুঝালে,—
যেই 'কালী' সেই 'কৃষ্ণ', নামে ভেদ, এক মূলে ;
'একোয়া, ওয়াটার, পানি, বারি' নাম দেয় জলে,
'আল্লা, গড্, ঈশা, মুসা, কালী' নাম-ভেদে বলে।
দীন ধনী মানী জ্ঞানী বিচার নাইক জাতিকুলে,
(সে) আপন-হারা পাগল-পারা সরলে নেহারিলে।
দু'বাহু তুলিয়ে ডাকে, 'আয় রে, তোরা আয় চলে,
তোদের তরে কৃপা ক'রে বসে আছি বিরলে' ॥

কৌমুদী-খাম্বাজ—একতালা

রামকৃষ্ণ-চরণ-সরোজে মজরে মন-মধুপ মোর্।
কণ্টকে আবৃত বিষয়-কেতকী, থেকো না থেকো না তাহে বিভোর ॥
জনম-মরণ-বিষম-ব্যাধি নিরবধি কত সহিবে আর।
প্রেম-পীযূষ পিয়রে শ্রীপদে, ভবেরি যাতনা র'বে না তোর ॥
ধর্মাধর্ম-সুখ-দুঃখ-শান্তি-জ্বালা-দ্বন্দ্ব-খেলা মাঝে নাহিক নিস্তার।
জ্ঞান-কৃপাণে পরম যতনে কাটরে কাটরে করম-ডোর ॥
রামকৃষ্ণ-নাম বলরে বদনে, মোহেরি যামিনী হইবে ভোর।
দুঃস্বপন-জ্বালা র'বে না র'বে না, ছুটে যাবে তোর ঘুমেরি ঘোর ॥

খাম্বাজ—একতালা

গাওরে জয় জয় রামকৃষ্ণ-নাম।
আজি এ শুভ দিনে মিলিয়ে ভকতগণে,
গাও গাও রামকৃষ্ণ-নাম ॥

রামকৃষ্ণ-নামে, রামকৃষ্ণ-প্রেমে, মাতিয়া উঠুক ধরাধাম।
রামকৃষ্ণ-নামে নাচ বাহু তুলে, পূরিবে পূরিবে মনস্কাম॥
হরিতে ভূভার প্রেম-অবতার, প্রভু রামকৃষ্ণ গুণধাম।
যেই রাম, সেই কৃষ্ণ, (এবে) বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণ
একাধারে শ্যামা-শিব-শ্যাম॥ .

গৌরী—একতালা

(মন) রামকৃষ্ণ-নাম জপনা।
(দুঃখ শ্রান্তি জ্বালা রবে না রবে না)॥
হবে না হবে না জঠরে জনম, যাবে না যাবে না শমন-ভবন,
আর না করিবে ভবে আগমন, রামকৃষ্ণ-নাম জপনা॥
বিষয়-বাসনা পশিবে না মন, রামকৃষ্ণ-নাম জপ অনুক্ষণ,
ভুলাবে না তোমায় কামকাঞ্চন, রামকৃষ্ণ-নাম জপনা॥
কর সদা মনে শ্রীচরণ-ধ্যান, বল মুখে তাঁর নাম গুণগান,
সংসার-তাপেতে জ্বলিবে না প্রাণ, রামকৃষ্ণ-নাম জপনা॥
তাপিত পরাণ হইবে শীতল, ঝরিবে নয়নে প্রেম-অশ্রুজল,
হৃদয়ে বহিবে শান্তি নিরমল, রামকৃষ্ণ-নাম জপনা॥

কীর্তন

ভকত-বিলাসি, দীন ভক্তে দেখা দাও হে আসি'।
আমি ধন চাইনে, মুক্তি চাইনে হে, শুধু পদ-অভিলাষী॥
(ঠাকুর) তুমিই আমার সর্বমূলাধার, ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
তুমি মম প্রিয়, পরম আত্মীয়, গেয়ে ফিরি তোমার নাম,
প্রভু হে, প্রিয় হে, রামকৃষ্ণ গুণধাম।

(বড় আপন জেনে তোমায় ডাকি,
বড় ভালবাসার ধন জেনে হে, আমি তোমায় ভালবাসি।
আমার চিরবন্ধু জেনে,—আমার সঙ্গের সঙ্গী জেনে··· ॥)
এস অনাথ-শরণ, ত্রিতাপ-হরণ, জনম-মরণ-নাশী ;
এস যুগ-প্রবর্তক, ধর্ম-সংস্থাপক, ভকত-হৃদয়-বাসী ;
প্রভু হে, প্রিয় হে, দেখা দাও হে আসি'।
এস সন্ন্যাসীর সাজ সঙ্গে নিয়ে হে, আমায় বানাতে সন্ন্যাসী,
(তোমার ত্যাগের মন্ত্র কর্ণে দিয়ে, তোমার নাম-ধর্ম প্রচারিতে)।

পদাবলী—কীর্তন

জয় সারদা-বল্লভ ! দেহি পদ-পল্লব, দীনজন-বান্ধব, দীনজনে।
অশরণ-শরণ, লক্ষ্যহীন-তারণ, কে আছে ভুবনে তোমা বিনে
কিঙ্করী 'গৌরী' তনয়া তোমারি, জানে জগজনে গাথা।
সে সব স্মরিয়ে বিদরয়ে হিয়ে পাইহে পরাণে ব্যথা ॥
না জানি ভজন সেবন সাধন, ভরসা কেবলি (তব) দয়া।
তাত ! তাপিতায় জুড়াইতে হায়, দেহ চরণ-ছায়া ॥
জ্বলিছে অনল বায়ুতে প্রবল, কত-না জ্বলিবে বালা।
বাসনা-দধিতে প্রাণাপান-ঘৃতে হবে কি আহুতি ঢালা ॥
করিতে বাসনা না করি বাসনা, তবু ত বাসনা বাঁধে।
(কিবা) ঘটিল বিষাদ, পরা-ভক্তি-স্বাদ রহল জনম সাধে ॥
তুয়া ভক্ত-জন- পদ-ধুলি-কণ মস্তকে ভূষণ ধরি।
ও রাঙ্গা চরণ যাঁর প্রাণ-ধন, সে পদে প্রণতি করি ॥
করুণা-নিধান রামকৃষ্ণ-নাম বারেক জপিবে যেই।
জাতিকুল তার কিসের বিচার পরম পুণিত সেই ॥

আপনা হইতে সে জন আপন, যে জন তোমারে ভজে।
তব পদ-প্রীতি অমিয় বারিধি, অগাধ কল্লোলে মজে॥
জপ-যজ্ঞ-ধ্যান তপ-ব্রত-দান সর্ব-তীর্থ-স্নান (সে) কৈল।
ভুলিয়ে ভুবন হারায়ে আপন যে জন শরণ লইল॥
প্রেমের মূরতি, সুশান্ত প্রকৃতি, দয়ার গঠন খানি।
জ্ঞান-ঘন-রূপ ভক্তি-রস-কূপ গঠিল ভাবেন্দু-ছানি॥
শ্রীপদ-নলিনী কলুষ-নাশিনী ভক্তি প্রদায়িনী জানি।
মো পুন ইছিয়া, নিছিয়া লইনু, পরম সম্পদ মানি॥
সারাংশ যথায় লুকায়ে তথায় পরাণ চিরিয়া রাখি।
মনেতে হইলে ঢাকনি খুলিয়ে আপনা আপনি দেখি॥
দরিদ্রকো হেম, চাতককো ঘন, ফণিয়াকো যথা মণি।
লড়ি আঁধলকো, তরী মগনকো, পানি মীনকহুঁ গণি॥
আজানু-লম্বিত ভুজ সুললিত, অভয়-বরদ-করে।
আচণ্ডালে ধরি' বলে 'হরি হরি' গীম-গদগদ স্বরে॥

বসন্ত—ঝাঁপতাল

আবার যদি এলে হরি, আবার দিলে দরশন।
আবার জীবে দিলে অভয় ওহে শ্রীমধুসূদন॥
জ্বালাও তবে প্রাণের আগুন, জ্বলুক শিখা দ্বিগুণ দ্বিগুণ;
বজ্রবীণায় ঝঙ্কৃত কর, স্পন্দিত হোক ত্রিভুবন॥
পাঞ্চজন্য বাজাও আবার, দ্বাপরের সেই রুদ্রতান,
যে গান শুনে সব্যসাচীর ক্লৈব্য ছাড়ি' আত্মদান।
'অভী'র মন্ত্রে উঠুক ভারত, মুগ্ধ নেত্রে দেখুক জগৎ,
কর্ম যাদের ধর্মেরি তরে, সেই জাতির আর নাই মরণ॥

ইমন-কল্যাণ—একতালা

ত্রেতাতারী রাম, দ্বাপরের শ্যাম, রামকৃষ্ণ দোঁহে একাধারে।
গৌতমের প্রাণ, শঙ্করের জ্ঞান, অবতীর্ণ ল'য়ে ধরাপরে॥
রামানুজ গোরা এক প্রেমে জোড়া, কবীর নানক এক ডোরে।
যত অবতার সমষ্টি সবার, রামকৃষ্ণ-রূপে এইবারে॥
"যত মত পথ, সব একমত", রামকৃষ্ণ কয় ভাবভরে।
ইষ্ট আপনার, ইষ্ট সবাকার, ভিন্নরূপে ভক্ত এক হেরে॥
মহা-অবতারী রামকৃষ্ণ রায়, নরদেহ ধরি' মধুর লীলায়।
জগতের সব ধরম মাতায়, দেখে বুঝ ভারত অন্তরে॥

———

বাউল

তর্ক করে বুঝানো ভার,
রামকৃষ্ণ মহাপুরুষ, যোগী, কিম্বা যুগাবতার॥
যাহা ইচ্ছা বল তাঁরে, কাজ কি আমার সে বিচারে,
তিনি বুঝালেন যা অভাগারে, বুঝিল সে সেই প্রকার॥
অবতার কি, নাহি বুঝি, এ সব তত্ত্ব নাহি খুঁজি,
আমি এই বুঝি সোজাসুজি—রামকৃষ্ণ প্রাণ আমার॥
আপনি এসে প্রাণের ঠাকুর, প্রাণের সঙ্গে মিশালেন সুর,
আহা মধুর মধুর, কিবা মধুর, তুলনা কি আছেরে তাঁর॥
সব হতে সেই কাছে, ঐ দেহে সেই আছে,
সে যে প্রাণ বায়ুতে মিশিয়াছে, সেই আছে, নাই কিছু আর॥
তাঁর সঙ্গে যেথানেই যাই, দুঃখ তাতে কিছুই নাই,
ওরে, তাঁকে পেলে স্বর্গ কি ছার, ব্রহ্মলোকও তুচ্ছ অসার॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী-সঙ্গীত

এলে ওগো, এলে তুমি সারদামণি,
    সুরনর-বন্দিতা করুণাখনি।
কোটি নর-অন্তরে চরণ ফেলে
স্বরগ ত্যজিয়া তুমি মর্ত্যে এলে,
সন্তান তরে তব বেদনা কত
    ভরিয়া দিয়াছে ঐ হৃদয়খানি ॥
সহিলে ত্রিতাপজ্বালা, সহিলে গ্লানি,
অভয়া অভয় দিলে কোলেতে টানি'।
নারীরে দেখালে পথ জ্বালিয়া আলো,
আর্ত্ত তাপিত জনে বাসিলে ভালো,
গঙ্গাপ্রবাহ সম করুণা তব,
    পতিতপাবনী তুমি সুরধুনী ॥

প্রণাম লহ মা সারদেশ্বরী, জয়তু বিশ্বনন্দিনী,
সেবায় ধর্ম্মে ত্যাগে পুণ্যে সন্তানচিত-রঞ্জিনী ॥
ব্রহ্মচর্যদীপ্ত আনন, চিত্তে তোমার স্নেহের প্লাবন,
স্নেহমমতার করুণা-আধার শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গিনী ॥
ত্যজিয়াছ যত পার্থিব সুখ, বিষয় মোহেরে করেছ বিমুখ,
ক্ষণেকের তরে করনি নিজেরে বিষয়স্বার্থে-বন্দিনী ॥

তোমার বুকের স্নেহের ঝরণা সন্তান লাগি অপার করুণা,
জীবে শিবে নাহি করি ভেদজ্ঞান বিলায়েছ সমদর্শিনী ॥
মা বলে ডাকে কোটি সন্তান, তোমারে মা বলি জুড়ায় পরাণ,
তুমি মা সারদে, বিশ্বজননী, তুমি মা ভবানী সর্বাণী ॥

খাম্বাজ—একতালা

করুণা-পাথার জননী আমার, এলে মা করুণা করিতে।
তাপিতের তরে নরদেহ ধ'রে অশেষ যাতনা সহিতে ॥
ত্রিদিব ত্যজিয়া এ ধরায় আসা, সন্তান-তরে কত কাঁদা হাসা,
অহেতুক তব এই ভালবাসা পারে কিগো নরে বুঝিতে ॥
শত জনমের যত পাপ হায়, দিয়াছি ঢালিয়া ঐ রাঙ্গা পায়,
সকলি ত তুমি সহিলে হেলায়, কোল দিতে কত তাপিতে ॥
আবিলতা-ভরা হৃদয় আমার, কেমনে পূজিব শ্রীপদ তোমার,
নয়ন ভরিয়া দাও প্রেমধার পদ-পঙ্কজ ধোয়াতে ॥

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥
সারদেশ্বরী জননী দাও শক্তি, শুদ্ধজ্ঞান দাও, দাও প্রেমভক্তি,
অসুরসংহারী কবচমন্ত্র দাও মা বাঁধি বাহুতে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
অর্থবিভব নয়, যশ নয় মাগো, প্রতি ঘরে দাও শান্তি,
পরম অমৃত দাও, দূর কর মৃতসম বাঁচিয়া থাকার এই ক্লান্তি।

শ্রান্তিবিহীন উৎসাহ দাও কর্মে, নবীন দীক্ষা দাও শক্তির ধর্মে,
মোদেরে রক্ষা কর বরাভয়-বর্মে, চিন্ময় জ্যোতি দাও প্রতি তনুতে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

পরজ—চৌতাল

কে মা অনুপমা মনোরমা বামা অপার করুণা-বিকাশ-কারিণী।
ত্রিগুণ-অতীতা নিত্যা আদিভূতা সগুণা সাকারা রূপধারিণী ॥
কোটি চন্দ্রমা কোটি ভানু জিনি, মাধুরী-মণ্ডিত মহিমার খনি,
ব্রহ্ম-জ্যোতি-বিকীর্ণ-কারিণী, ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁরে বুঝিতে পারেনি ॥
সর্ব-দেব-ঋষি-বাঞ্ছিতা তুমি মা, ইন্দ্র-চন্দ্র-আদি-বন্দিত-চরণা ॥
মনোবুদ্ধি-পার পরমা প্রকৃতি, মানবী-আকারে কেন গো জননি ?
মা, তব কৃপার নাহিক তুলনা, বেদাগমে নাহি দিতে পারে সীমা,
দীন-আঁখি-বারি মুছাবার তরে এস বারেবারে দীনতারিণী ॥
একই ব্রহ্ম তুমি শিব-শক্তি-রূপে, শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণ-সীতা-রাধা-রূপে,
শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীসারদা-রূপে অহেতুকী-কৃপা-প্রকাশ-কারিণী ॥
ওমা মহামায়ে, মহাভাবময়ি, পরম-ঈশ্বরি, শুদ্ধ-সত্ত্বময়ি,
সারদে শুভদে মোক্ষদে কল্যাণি, রামকৃষ্ণ-পদে ভক্তি দে জননি ॥

বাউল—আড়খেমটা

মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই !
ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই
মা যে জগত্তারিণী, ভবভয়-হারিণী,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্বদায়িনী।

(আবার) না চাহিতে সকল দিয়ে সন্তানের মন ভুলায় ॥
ওরে কে আছিস কোথায়, সবে আয়রে ছুটে আয়,
এমন সুদিন পেয়ে রে ভাই, হারাসনে হেলায় ।
(শুধু) 'জয় মা' ব'লে দাঁড়ারে তুই, দেখবি দুখের নামটি নাই ॥

ছায়ানট—একতালা

ধরা দিতে এসে লুকাও পুনঃ হেসে, একি লীলা মা তোমার ।
হলেও কঠিনা ঢাল মা করুণা সুরধুনী-সুধা-ধার ॥
আঁধারে আলোকে নিদ্রা-জাগরণে,
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে,
আছ কাছে কাছে, সদা সঙ্গোপনে রাখিতেছ বারম্বার ॥
জ্যোতির্ময়ী তুমি অন্তরে বাহিরে,
ডাকিছ সস্নেহে দাঁড়ায়ে অদূরে,
কতকাল হতে প্রসারি দু'করে কোলে নিতে মা আমার ॥
অন্ধ মোরা, হের বধির শ্রবণ,
শক্তি সঞ্চারিতে কর পরশন,
পাদপদ্মে মন কর নিমগন, সারদে মা ! দে গো সার ॥

সুরট-মল্লার—একতালা

জয় মা সারদেশ্বরী জগত-জননী ।
সন্তানে করগো কৃপা, অধম-তারিণি
দুর্গতি-হারিণী মাতা ভকত-বৎসলা ।
মাতৃরূপে ধরাধামে ধর্ম-লজ্জাশীলা ॥

বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত তব দুর্লভ-চরণ।
অকাতরে জীবগণে কর বিতরণ॥
নাশ মা, মায়ার পাশ, ভবের বন্ধন।
তব পদে থাকে মতি (শুধু) এই আকিঞ্চন॥
অখিলের পতি যিনি জগত-জীবন।
পূজিলেন ভক্তিভরে তব শ্রীচরণ॥
কেমনে বুঝিব মাগো চরণ-মহিমা।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-দেবগণে দিতে নারে সীমা॥
আমি অতি মূঢ়মতি সংসার-কারণে।
না দিনু ভকতি-কুসুম ও রাঙ্গা চরণে॥
দেহ শান্তি দেহ শক্তি ত্রিগুণ-ধারিণি।
দেহ প্রেম দেহ ভক্তি কৈবল্য-দায়িনি॥
তোমার চরণ সার এ ভব-সাগরে।
দেহ মাগো পদ-তরী তব তনয়ারে॥

———

শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ-সঙ্গীত

ছায়া-খাম্বাজ—কাওয়ালী

মূর্তমহেশ্বর-মুজ্জ্বল-ভাস্করমিষ্টমমর-নরবন্দ্যম্
বন্দে বেদতনু-মুজ্ঝিত-গর্হিত-কাঞ্চনকামিনী-বন্ধম্ ॥
কোটীভানুকর-দীপ্তসিংহমহো ! কটিতট-কৌপীনবস্তম্
অভীরভীঃ-হুঙ্কার-নাদিত-দিঙ্‌মুখ-প্রচণ্ডতাণ্ডব-নৃত্যম্ ॥
ভুক্তি-মুক্তি-কৃপা-কটাক্ষ-প্রেক্ষণ-মঘদল-বিদলন-দক্ষম্ ।
বালচন্দ্রধরমিন্দু-বন্দ্যমিহ নৌমি গুরু-বিবেকানন্দম্ ॥

ইমন-কল্যাণ—তেওরা

কে তুমি স্বামি, জ্ঞানি-শিরোমণি, জগজীবে সমদরশন,
পরমত্যাগী, করমযোগী, গুরুধ্যানে মন মগন ॥
বদনে ক্ষরিছে বেদের ব্যাখান, করমে দিতেছে ত্যাগের প্রমাণ,
মরমে বহিছে প্রেমের উজান, অপরূপ জ্ঞান-প্রেমের মিলন ॥
ধরম-রতন জীবে বিতরণ, জীব-দুঃখদল-মোচন-সাধন,
অনাথ-আশ্রম, রোগি-নিকেতন, সাধু-জনগণ-ভবন-স্থাপন ॥
প্রমত্ত প্রচার বেদান্ত দর্শন, মহাজ্ঞানগুণে মোহিত ভুবন,
কল্যাণ-সাধনে অবনী-ভ্রমণ ত্যাগিবর চীর-কৌপীন-বসন ॥

আড়ানা মিশ্র—তেওরা

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর-গৈরিক-ধারী।
জয় তরুণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী॥
যজ্ঞাহুতির হোম-শিখাসম তুমি তেজস্বী তাপস পরম।
ভারত-অরিন্দম, নমো নমঃ, বিশ্ব-মঠ-বিহারী॥
মদগর্বিত বল-দর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী
শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি।
নবভারতে আনিলে তুমি নব বেদ,
মুছে দিলে জাতি-ধর্মের ভেদ,
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে উচ্চারি॥

—

হে মোর স্বামীজি বিবেকানন্দ, ভুলি নাই তব দান।
যে মানবতার গেঁথেছিলে মালা, (আজো) হয়নিকো তাহা ম্লান॥
সেই দুর্দিনে তুমি ছিলে একা, চেয়েছিলে যবে যেতে আমেরিকা,
দাক্ষিণাত্য পাঠালো তোমারে, গাহি' তব জয় গান॥
একদা যেদিন সাগরের বুকে চলিলে আরোহী-বেশে,
চিনে নাই কেহ, চিনেছিল শুধু নীল সাগরিকা হেসে।
বিখ্যাত সেই চিকাগোর কথা, হিন্দুধর্ম প্রচারিয়া যেথা,
মুগ্ধ করিলে বিদেশী সবারে, রাখিলে মোদের মান॥

—

জয়তু বিবেকানন্দ, জয়তু পরমানন্দদায়ক হে।
হে মহাসাধক অধমতারক শৌর্যবীর্য-ধারক হে॥
দিকদিগন্ত উদ্ভাসি তব, উঠিল জাগিয়া ভাবধারা নব,
প্রাচীপ্রতীচ্য গাঁথিল সূত্রে বিজয়পতাকা-ধারক হে॥

হে মহাসাধক পতিতপাবক অধমতারক অশিবনাশক,
ধন্য ধন্য ধন্য হে বীর নিখিলবিশ্ব-নায়ক হে ॥
নরেরে করেছ নারায়ণ জ্ঞান, আর্তসেবায় বিলায়েছ প্রাণ,
হে বরেণ্য তাপসপ্রধান, শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক হে ॥

কাফি—তেওরা

রাজরাজেশ ভিখারীর বেশে কেন গো ভ্রমিছ ভুবনে।
প্রতিভা-অনল ভালে ঝলমল, বিজলী খেলিছে নয়নে ॥
সম্পদ শত দলিছ হেলায়, রাজশির কত নত তব পায়,
ধনমান যত গৌরব হত যুগল রাজিব চরণে ॥
হেম সিংহাসন, রতন ভূষণ, তাই কি তোমারে সাজে,
লালসা-কলুষ কলহ-কালিমা ধরণীর ধন মাঝে ;
প্রেমফুলে গড়ি মুকুট ভূষণ, প্রেমফুলদলে সাজাব চরণ
এস মহারাজ এ মোর হৃদয়ে, এস তব চির-আসনে ॥

স্বদেশ বিদেশ উজলি উঠিছে তোমার নবীন তন্ত্র,
আকাশ বাতাস ধ্বনিয়া তুলিছে তোমার মোহন মন্ত্র ;
নন্দিত-ধরা-মন্দির মাঝে ধর্মের স্রক্-গন্ধ.
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব-বিবেকানন্দ ॥১॥
অরুণ কিরণ উছলি উঠিল উদিলে যেদিন বঙ্গে,
স্বরগ করিল সুরভি বৃষ্টি বরষি আশীষ অঙ্গে ;
প্রেমের পুণ্যপ্রবাহে সাজিলে গৌর-নিত্যানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব-বিবেকানন্দ ॥২॥

দ্যুলোকের ছবি হেরিলে পুলকে গুরুর চরণতলে.
আর্তের সেবা মর্ত্যে আনিলে ভাসিয়া নয়নজলে,
বিশ্বপ্রেমের বিকশিত খনি—চিত্তে হরষানন্দ.
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব-বিবেকানন্দ ॥৩॥
ভূধরে সাগরে গহনে কাননে যাপিলে কত না নিশি,
তুষার হিমানী গিরিকন্দর ভ্রমিলে কত না দিশি ;
অঙ্কুর পুনঃ শঙ্কর-জ্ঞান শাক্যের ত্যাগানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব-বিবেকানন্দ ॥৪॥
জ্ঞানের গরিমা-গৌরব-গান ভারত-মর্মবাণী.
পাশ্চাত সেথা বেদান্ত-গাথা শুনি বিস্ময় মানি,
স্নিগ্ধ ভাবের সিক্ত মাধুরী মুগ্ধ নূতন ছন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব-বিবেকানন্দ ॥৫॥
শিকাগো সঙ্ঘে সঙ্গীত তব শীর্ষে উঠিল ভাসি,
শুনিল বিশ্ব, শুনিল নিঃস্ব, শুনিল প্রাসাদবাসী ;
সৃজিলে "শ্রীমঠ" কুঞ্জকুটীর তীর্থ মুখরানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো—বিশ্ব-বিবেকানন্দ ॥৬॥

শ্রীশ্রীগৌরীমাতা-সঙ্গীত

পুণ্য প্রতিমা ও মা গৌরীমা,
তোমার তুলনা কোথা যে মেলে না,
ভুবন-মাঝারে তুলনা-বিহীনা।
একথা কিছুতে পারি না বুঝিতে,
পরশমণিরে খুঁজিতে খুঁজিতে
কি ব্রতে বরিলে জীবন-মাঝারে,
কেমনে লভিলে রাজার রাজারে।
সে কথা ঘরে পরে জানিল জনে জনে,
শতেক বরষে ভবনে ভবনে
তাহারি স্মরণে শিহরি উঠিছে,
নিখিল ভুবনে লহরী ছুটিছে
ভকতি-অর্ঘ্য করিয়া রচনা।
যুগ যুগ ধরি স্মরিবে তোমারে,
যে নব সাধনায় লভিলে ভূমারে,
নারীর জীবনে যে আলো জ্বালালে,
কোথাও নাহি যে তাহার তুলনা॥

—— ——

দেবি অয়ি, চির-বন্দিতা গো!
এলে ধরায় কুসুম কোন্ নন্দন-নন্দিতা গো!
মেলি' তব কোরকের অযুতদল,
আপনারে বিকশিতে করিলে কি ছল;

(তুমি) স্রষ্টার করে বুঝি লীলা-কমল,
অন্তরে প্রেমমধু-সঞ্চিতা গো ॥
তোমা পানে চাহি' মনে ভাবি বারবার,
যুগ যুগ অবসানে আসিবে কি আর ?
দেবতার পূজা তব হয়েছে সারা,
তুমি আপনারে নিবেদিলে আত্মহারা।
হারাণো তোমার সেই সুরভি মাগি'
ধরা কি রহিবে চির-বঞ্চিতা গো ॥
এসো দেবি, ধরা-মাঝে, এসো গো আবার,
সাথে ল'য়ে ভকতি ও প্রেম-পারাবার,
নারীকুল-শিরোমণি প্রেমার খনি,
অপরূপ দেব-প্রেমে রঞ্জিতা গো ॥

———

বাংলার মীরা গৌরী মামণি থির বিজুরীসমা।
শত বরষের স্মরণ-কুসুমে চরণ পূজিব গো মা ॥
অঙ্গে মেখেছ বিভূতি শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণ-রজ।
ভালের তিলকে মা সারদার পরশ রয়েছে আজও।
স্বামিজীর অভীঃমন্ত্রের তুমি জীবন্ত প্রতিমা ॥
রামকৃষ্ণের কল্পলোকের বারতা হৃদয়ে ধরি।
মূর্ত করিলে সারদেশ্বরী আশ্রম নিজে গড়ি ॥
স্মৃতির বাসরে জননী তোমার করুণাকণার তরে।
কত আশা নিয়ে এসেছি গো মোরা ফিরায়ো না হেলা করে
তোমার আশিসে জাগুক হৃদয়ে শান্তির চন্দ্রমা ॥

প্রেমের যমুনা মুক্তি-জাহ্নবীরে
মিলায়েছ তুমি জীবনের সাধনাতে,
শিবের ডমরু শ্যামলের বাঁশরীরে
শুনেছ গোপন প্রাণের তপস্যাতে।
শক্তিরে তুমি কর্মে দিয়েছ রূপ,
জ্ঞান-শিখা দিয়ে জ্বেলেছ ভক্তি-ধূপ,
কল্যাণময়ী তুমি যে গৌরী মা,
শুভ ধ্রুবতারা কালের কৃষ্ণরাতে।
রুদ্রাণী তুমি জ্বলেছ রুদ্র তেজে,
ভাব-রাধা কভু প্রেমের যমুনা-কূলে,
আঁধারে নাশিতে আলোর খড়্গ ধর,
বনমালী লাগি মালা গাঁথ বনফুলে।
নারীর আসন পেতে হবে গৌরবে,
নারী হবে দেবী সাধনার সৌরভে,
নারীরে বোঝালে নারীর মর্মকথা
রামকৃষ্ণের পরম আশীর্বাদে।

—

মহানিশার আঁধার ভেদি' কে এলে গো জ্যোতির্ময়ি!
নয়নেতে বহ্নি তোমার, বক্ষে সুধা মৃত্যুজয়ী।
(তুমি) মহাশক্তির চরণমূলে পূজলে ভক্তি-অশ্রুজলে,
মায়ের নামে ভাবে বিভোর, কালীর মেয়ে আনন্দময়ী।
(আবার) কৃষ্ণ লাগি' প্রাণ পিয়াসী, বাঁশীর ডাকে মন উদাসী,
প্রেম-যমুনার বিমল তীরে ইষ্ট-কৃষ্ণে ধ্যানময়ী।

(এবার) শিব-জ্ঞানে জীবের সেবা, অনাথা অভাগা যে-বা,
দীনার্তের ঘুচালে ব্যথা তুমি মা করুণাময়ী।
(ওগো) রামকৃষ্ণ-মানস-কন্যা, ধন্য তোমার ত্যাগ সাধনা!
মূর্তিমতী সিদ্ধি তুমি! জয় দেবী গৌরীমায়া।
(প্রেম-যমুনার বিমল তীরে তুমি মোদের গৌরীমায়ী,
কালীর মেয়ে আনন্দময়ী তুমি মোদের গৌরীমায়ী)॥

তোমার পথের আলো
মোদের জীবনে জ্বালো,
সাধন-পথের যাত্রী (মোরা), অভয় আশিস চাহি।
(কত) গিরি-মরু-বনানীর গহন পথে, অগণিত তীর্থে—এই ভারতে,
তোমারি সাধনা রাজে শুচি-কঠোর,
তাহার তুলনা নাহি।
(তব) হৃদয়-মন্দির-মাঝে প্রেমের আরতি বাজে,
পাষাণ দেবতা জাগে, তোমারি জয় জয় গাহি।
(মোহ-)সুপ্ত নারীর প্রাণে চেতনা দিলে,
হোমের অনল যাহা তুমি জ্বালিলে,
যুগে যুগে গড়িবে নারী মহিমময়ী—আলোক-বর্তিকা-বাহী।
(মাগো) তোমার জীবন বাণী প্রেম-ভকতির খনি,
শান্তি শকতি দেয় আনি,'—প্রণমি তোমারে মায়ি!
(জয় জয় গৌরীমায়ী, নমো নমো গৌরীমায়ী)॥

খেলাঘর থেকে পথ খুঁজে নিলে পরম সে খেলাঘরে,
তুমি যে সবার গৌরীমাতা গো, আপন করিলে পরে।
গৃহ অরণ্য হ'ল একাকার
পার হয়ে গেলে মহা-পারাবার,
অসীমের বাণী ডাকিল তোমারে—তাই ছেড়ে গেলে ঘরে।
কোন্ সে পাগল জল ঢেলে দিয়ে কাদা চট্‌কাতে বলে
সেদিন নতুন খেলনার কথা গুরু বলে দিল ছলে।
আজ তব নামে ভারত-কন্যা
জ্ঞানে ও কর্মে সবার ধন্যা
আশ্রমে আর গৃহে গৃহে তব নিত্য আরতি করে॥

———

রামপ্রসাদী

চলরে মন কাশীপুরে।
সে যে নামে কাশী, কামে কাশী,
সব আছে ভাই একাধারে॥
(যেথা) গঙ্গা চলে নেচে নেচে, গোরা যেথা গেছে নেচে,
(যেথা) প্রাণ-ইষ্ট রামকৃষ্ণ মগ্ন ধ্যানে চিরতরে॥
(যেথা) গৌরী যান গড়াগড়ি মগ্ন হ'য়ে মহাধ্যানে,
(আর) মা-হারাদের আঁখিজল দেয় ভাসিয়ে যারে॥
সে যে আমার মহাতীর্থ, কিবা স্বর্গ তা'র কাছে,
সেথা রামকৃষ্ণ গৌরী গঙ্গা বিরাজিছে একাধারে॥

শ্রীশ্রীদুর্গামাতা-সঙ্গীত

নন্দিত হোক বিশ্বভুবন শান্তিমন্ত্রে তব।
স্পন্দিত হোক নিখিলজীবন দীক্ষাতন্ত্রে নব॥
তোমার গানে, তোমার নামে নামুক শান্তি এ ধরাধামে,
ঘুচুক ক্লান্তি অলস শ্রান্তি, নাশুক ভ্রান্তি জড়তা সব॥
তুমি জাগরণী-বোধন-উষায় জাগালে জগতে সুপ্ত প্রাণ।
মৃত্যু-বিবশ নরনারী মুখে কী অমৃতবারি করিলে দান॥
(তাই) তব আগমনী গাহি প্রাণ ভরি, ভগ্ন বিকল এ জীবনতরী,
তুমি কাণ্ডারী আছ হাল ধরি, গাহি জয় জয় তব॥

নমো নমো নমো দুর্গা জননী
মাগো, অভয়া অভয়দায়িনী।
স্থির প্রশান্ত চিত সমাহিত, গৌরীমহিমা-প্রসারিণী॥
সারদেশ্বরী-প্রেম-সুরধুনী-নীরে
গঙ্গাধরসম বহি শিরোপরে,
প্লাবিত করিলে দেশদেশান্তরে, জগৎ কল্যাণকারিণী।
জীবন তোমার অতি অনুপম—
জ্ঞান, ভকতি, প্রেম,—ত্রিবেণীসঙ্গম,
মানব-হৃদয়ে জ্ঞান-ইন্দুসম নিবিড় তিমিরহারিণী।
নমো নমো দেবি, তব শ্রীচরণ
মোহ মলিনতা করে অবসান ;
যাচি এ আশিস—দাও ভকতি জ্ঞান, মুক্তি-কৈবল্যদায়িনী॥

দুর্গা সেজেছে শ্রীমতীর বেশে কিবা অপরূপ সাজে !
দুর্গার সাথে জগন্নাথের মিলনের গীতি বাজে ॥
বাজিছে শঙ্খ গুরুগরজনে ডাকিছে ভক্ত বন্দনা গানে,
গুঞ্জরে অলি কুসুমপরাগে
মৃদু সৌরভ রাজে ।
বহিছে মলয় সুরভিত বনে বন্দিছে সবে নিখিলভুবনে,
শ্রীরাধার বেশে দুর্গা শোভিছে
নবীন মোহন সাজে ॥

চির-স্নেহময়ী জননী দুর্গা, মিশে গেলে নিরাকারে ।
আর্ত পীড়িত সন্তান কাঁদে শত বেদনার ভারে ॥
মধ্যরাতের মহানিশাক্ষণে
(তুমি) মুদিলে নয়ন কার মহাধ্যানে ?
ভাঙিল না আর যোগনিদ্রা তব জাগ্রত মূলাধারে ॥
মিশে গেলে কিগো, সারদা-চরণে অলকানন্দা-তীরে !

মরজগতের লীলা অবসানে
লভিলে শান্তি মহানির্বাণে,
মিলিত হলে কি মহাপ্রভু-সনে মহাসিন্ধুর পারে !
ফুটিয়া রহিলে পূজার কুসুম ভক্তির পারাবারে ॥

বিশ্ব-সঙ্গীত

ভৈরবী—তেতালা

খেলিছ এ বিশ্ব ল'য়ে বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল-খেলা, নিরজনে প্রভু, নিরজনে ॥
শূন্যে মহা-আকাশে, মগ্ন লীলা-বিলাসে,
হাসিছ খেলিছ নিতি আপন মনে, নিরজনে প্রভু, নিরজনে ॥
তারকা রবি শশী খেলনা তব, হে উদাসী!
পড়িয়া আছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি;
নিত্য তুমি হে উদার, সুখে দুখে অবিকার,
ভাঙ্গিছ গড়িছ, নিতি ক্ষণে ক্ষণে, নিরজনে প্রভু, নিরজনে ॥

——

বিভাস—একতালা

এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে, তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ,
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে, তার উপরে তোমার নামটি দিয়েছ ॥
পত্র-পুষ্প-ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় সে, তোমার 'দয়াল' নামটী লেখা,
'সুন্দর' নাম তোমার বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
'প্রেমানন্দ' নামটী নয়নে লিখেছ ॥
চন্দ্রাতপ তুল্য গগনমণ্ডল, দীপালোকে যেন করে ঝলমল,
তার মাঝে ইন্দু ক্ষরে সুধাবিন্দু, 'সুধাসিন্ধু' নাম তায় অঙ্কিত করেছ ॥
জলেতে লিখেছ 'জগত-জীবন', পবন-হিল্লোলে হয় দরশন,
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন, 'জ্যোতির্ম্ময়' নামে জগৎ দেখাতেছ ॥

ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে 'সর্বব্যাপী' নাম লিখেছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে,
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ ॥
হৃদয়ে লিখেছ 'হৃদয়-বল্লভ', প্রেম-সূর্যোদয়ে হয় অনুভব,
ত্বন্নামে অঙ্কিত তোমারি ত সব, (এবার) হাতে-কলমেতে ধরা যে পড়েছ ॥

——

খাম্বাজ—একতালা

ওহে পুণ্যময়, মঙ্গল-আলয়, আশ্রিত-আশ্রয় ভকত-আশ,
পতিত-পাবন পাপ-নিবারণ, এই নিবেদন করয়ে দাস ॥
নাশি' অহং-জ্ঞান দাও তত্ত্বজ্ঞান কর অবস্থান হৃদয়ে মম,
তোমারি পরশে হৃদয়-নভসে উঠুক হরষে চন্দ্রমা-কম ॥
কুচিন্তা কুআশা যাক ভেঙ্গে বাসা, কুচর্চা কুভাষা না রোক্ মুখে,
ভাবুক-সহিত তব ভাবামৃত, প্রাণে যেন চিত নিরখে সুখে ॥
শুদ্ধ-সত্য-ব্রত রাখি' অবিরত যেন সর্বপথ চলি হে হরি,
জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে দলি' রিপু ছয়ে, নিষ্ঠা-ভক্তিদ্বয়ে সঙ্গিনী করি ॥
প্রাণে দাও বল, হে ভব-সম্বল, (মম) সদ্গুণ সকল উঠুক জাগি',
লোকের কল্যাণ হোক মম ধ্যান, পরার্থে পরাণ যেন হে ত্যজি ॥
করি লোভ নাশ, হয়ে তব দাস, যেন গৃহবাস করি হে শেষ,
চিদাত্মা মম হোক্ চন্দ্র সম হয়ে অনুপম, হে হৃষীকেশ ॥
সকল বিপদে স্মরিয়া শ্রীপদে, সকল সম্পদে রাখিয়া শিরে,
পরমায়ু শেষে, নাশি' ভাবাবেশে, যেন তব দেশে যাই হে ফিরে ॥

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে ঊর্ধ্বমুখে নরনারী ॥
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ, না থাকে শোকপরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন দাও অপসারি' ॥
কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান-অভিমান।
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ-হৃদয়ে, জয় জয় হোক তোমারি ॥

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয় ॥
হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয় ॥
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়, তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়, তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে—
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে, মৃত্যুর হোক লয় ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী

দয়াঘন, তোমা হেন কে হিতকারী?
সুখে দুখে সম বন্ধু এমন কে, শোক-তাপ-ভয়হারী?
সঙ্কট-পূরিত ঘোর ভবার্ণবে তারে কোন কাণ্ডারী;
কার প্রসাদে দূর-পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী?

পাপদহন-পরিতাপ নিবারি' কে দেয় শান্তির বারি,
ত্যজিলে সকলে অন্তিম কালে, কে লয় ক্রোড় প্রসারি ॥

———

আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, সংসারকাজে।
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর-মাঝে ॥
হৃদয়-দেবতা রয়েছো প্রাণে মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে ॥
সব কলরবে সারা দিনমান, শুনি অনাদি সঙ্গীতগান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে।
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্মে, সকল মননে,
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে ॥

———

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা—
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি ॥
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও না জানি,
ওই মঙ্গলরূপ ভুলি, তাই শোক-সাগরে নামি ॥
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখপূর্ণ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা-অনুগামী।
মোহবন্ধ ছিন্ন করো কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিল-ধৌত-হৃদয়ে থাকো দিবসযামী ॥

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ॥
নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলই করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে ॥
আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন-মাঝে ॥
যাচি হে, তোমার চরম শান্তি, পরানে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়পদ্ম-দলে ॥

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি।
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে, তোমার চরণে নমিয়া পুলকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম তোমারে সঁপিব স্বামী।
দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে,
কর্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে।
দিন-অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে, তোমার নিশীথ-বিরামসাগরে,
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি ॥

ভৈরবী—জলদ একতালা

তুমি নির্মল কর মঙ্গল-করে, মলিন-মর্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্ মোর মোহ-আঁধার ঘুচায়ে ॥
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর-আঁধারে,
জানিনা কখন ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল-পাথারে ॥

প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, এসে দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে যাও মোরে মত্ত-বাসনা নিভায়ে ॥
আছ অনল-অনিলে চিরনভোনীলে ভূধর-সলিলে গহনে।
আছ বিটপী-লতায় জলদেরি গায় শশী-তারকায় তপনে ॥
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে ॥

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে ॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে ॥
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্দ্ধ-পানে ॥

বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ যদি, পাইনা কেন হে ডাকিয়া।
অন্ধ নয়ন হেরে না তোমারে, কে রেখেছে আঁখি ঢাকিয়া ॥
খুলে দাও আঁখি মায়ার বন্ধন, ঢালিতে ভকতি-কুসুম-চন্দন,
যেন শান্তি-সুধা লভে এ জীবন তোমার চরণ পূজিয়া ॥
ডুবে যায় রবি, নাহি আর বেলা, পারি না খেলিতে মিছে ধূলাখেলা,
লভিতে চরণ আকুল এ মন, দেখা দাও হৃদে আসিয়া ॥

প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ আমারে দিবস-রাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে,
চন্দ্রসূর্য-কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত॥
সুখসম্পদে করি হে পান তব প্রসাদবারি,
দুখসঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গলহাত।
জীবনে জ্বালো অমর দীপ তব অনন্ত আশা,
মরণ-অন্তে হউক তোমারি চরণে সুপ্রভাত॥
লহো লহো মম সব আনন্দ, সকল প্রীতি গীতি—
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ॥

প্রসাদী লুম-ঝিঁঝিট—দাদরা

কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে।
বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত, খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে॥
যাগ-যজ্ঞ-তপো-যোগ সকলই হয় কর্মভোগ,
কর্ম তোমার মর্ম কি পায়, তুমি সর্ব-কর্ম-পারে॥
সৃষ্টি-জোড়া তোমার মায়া, কায়া নাই কেবলি ছায়া,
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, ঘুরে সারা চারিধারে॥
তুমি প্রভু, ইচ্ছাময়, যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
অসাধ্য সুসাধ্য হয় তার, তুমি কৃপা কর যারে॥
তব কৃপা আশা করি' রয়েছি জীবনী ধরি',
কৃপানাথ, কৃপা করি' এসে ব'স হৃদ-মাঝারে॥

হে মোর হৃদয়-রাজা, দেবতা আমার, গাহিব তোমার যশোগান ;
মোর শ্রেষ্ঠ চিন্তা শক্তি, মোর বর্ষ মাস, তোমারে করিব আমি দান।
মোর কণ্ঠস্বর ! জেগে ওঠ, আজ আত্মা মোর ! যোগ দাও সাথে ;
তাঁহারি মহিমা-গানে দাও পূর্ণ করি, মোর শূন্য প্রতি দিনরাতে।
তাঁরি সত্য, তাঁরি প্রীতি, করুণা অপার, এর বেশী কিবা চাই আর ?
নিখিল ভুবন সাথে, অশ্রান্ত আনন্দে, তাঁরি প্রেম পাব অনিবার ॥

———

কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই ॥
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন, সে কথা যে ভুলে যাই ॥
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনি যেখানে লবে,
চিরজনমের পরিচিত ওহে তুমিই চিনাবে সবে।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ, দেখা যেন সদা পাই ॥

———

পাদপ্রান্তে রাখো সেবকে,
শান্তিসদন সাধনধন দেবদেব হে ॥
সর্বলোক-পরমশরণ সকল মোহ-কলুষহরণ,
দুঃখ-তাপ-বিঘ্ন-তরণ, শোক-শান্ত-স্নিগ্ধ-চরণ,
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে,
দেব-মনুজ-বন্দিত পদ বিশ্বভূপ হে ॥

হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয়-বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু,
প্রেমনেত্রে চাহো সেবকে,
বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়দেব হে ॥
পুণ্যজ্যোতি-পূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিত-গীত হৃদয়ভবন,
এসো এসো শূন্য জীবনে,
মিটাও আশ সব তিয়াষ অমৃতপ্লাবনে।
দেহো জ্ঞান, প্রেম দেহো, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক সকল গেহ হে ॥

বাউল—একতালা

কত ঢেউ উঠ্‌ছেরে দিল-দরিয়ায়।
ঢেউ দেখে বুক শুকিয়ে উঠে, না হেরি কোন উপায় ॥
মন-মাঝি আনাড়ি, রিপু ছয়জনা দাঁড়ি,
তা'রা কেউ শুনে না আমার কথা, দায় হ'ল ভারি,
তা'রা ইচ্ছামত কর্ম করে, (বুঝি) মাঝগাঙ্গে তরী ডুবায় ॥
তরী পাঁচ কাঠে আঁটা, আছে নয় দিকে ফুটা,
তায় জন্মাবধি নাই মেরামত, বুজান তা'র নটা।
পাপ-চাপনের ভরনা ভারি, (বুঝি) ঢেউয়ের চোটে ফেটে যায় ॥
'প্রেমিক' বলে, এই বেলা হরি-নামের ভেলা
রাখনা কাছে, ভয় কি তুফান হলই-বা মেলা,
যখন ডুববে তরী ভেলায় চড়ি কূল পাবি হরির কৃপায় ॥

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা' ল'য়ে প্রাণ করে 'হায় হায়'॥
নদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি' রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা যায়॥
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে, সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে,
তবে নাহি ক্ষয়, সবই জেগে রয় তব মহামহিমায়॥
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু,
আমারই ক্ষুদ্র হারাধনগুলি র'বে না কি তব পায়॥

তোমার অসীমে প্রাণমন ল'য়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।
অন্তরগ্লানি সংসারভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই॥

ভৈরবী – একতালা

যেদিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
(তব) শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি ;
কে যেন সেদিন আঁখি-তারকায় মোহন-তুলিকা বুলাইয়া যায়,
সুন্দর, তব সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি।

স্ফুটতর ঐ নভোনীলিমায় উজ্জ্বলতর শশধর ভায়,
স্থমধুরতর পঞ্চমে গায় কুঞ্জবনে পাখী।
দেহ হৃদয়ে পাই নব বল, দূরে চলে যায় ক্ষুদ্রতা ছল,
কে যেন বিশ্ব-প্রেম-পুলক প্রাণে দিয়ে যায় মাখি'।
যেন গো তোমার পুণ্য-পরশ ক'রে তোলে এই চিত্ত সরস,
উথলিয়া ওঠে বক্ষে হরষ, বিবশ হইয়া থাকি ॥

মূলতান—আড়াঠেকা

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,
আছি নাথ, দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।
তুমি ত্রিভুবন-নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় 'এস হে মম হৃদয়ে'।
হৃদয়-কুটীর-দ্বার খুলে রাখি অনিবার,
দয়া করে একবার এসে জুড়াবে কি হিয়ে ॥

মিশ্র খাম্বাজ জলদ—একতালা

কুটিল কুপথ ধরিয়া দূরে সরিয়া আছি পড়িয়া হে ;
বুধ-মঙ্গল-কেতু আর দেখিনে, কিসে ফেলিল যেন গো আবরিয়া।
(এই) দীর্ঘ-প্রবাস-যামিনী আমারে ডুবায়ে রাখিল তিমিরে ;
(আর) প্রভাত হ'ল না, আঁধার গেল না, আলোক দিল না মিহিরে হে ;
কবে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি, কোথা আসিয়াছি, গেছি পাসরিয়া।
(আমি) তোমারি পতাকা করিয়া লক্ষ্য আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া ;
(আমায়) কণ্টক-বনে কে লইল টানি', পাথেয় লইল কাড়িয়া হে ;
যদি জাগিতেছ, প্রভু দেখিতেছ, তবে, লয়ে চল আলো বিতরিয়া ॥

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি কত আশা ক'রে বসে আছি, পাব জীবনে না হয় মরণে।
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,
পাতকি-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো ;
হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
তবে পারে ব'সে 'পার কর' ব'লে পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে ?
আমি শুনেছি, হে তৃষাহারি !
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি ;
তুমি আপনা হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই তুমি আছ তার,
একি সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে প্রভু মরমে ॥

—

মিশ্র কানাড়া—একতালা

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ,
আমি না ডাকিতে হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ ॥
চির আদরের বিনিময়ে, সখা, চির অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত প্রসারি' ধরে টেনে কোলে নিয়েছ ॥
"ও-পথে যেওনা, ফিরে এস", ব'লে কানে কানে কত কয়েছ,
(আমি) তবু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ ॥
(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসি-মুখে তুমি বয়েছ,
(আমার) নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে ক'রে নিয়ে রয়েছ ॥

বেহাগ—একতালা

(আমি) অকৃতী অধম বলেও তো, কিছু কম ক'রে মোরে দাওনি,
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছুই নাওনি ॥
(তব) আশিস-কুসুম ধরি নাই শিরে, পায়ে দলে গেছি চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু চাওনি ॥
(আমি) ছুটিয়া বেড়াই জানিনা কি আশে,
সুধা পান ক'রে মরি গো পিয়াসে,
তবু যাহা চাই, সকলি পেয়েছি, তুমি তো কিছুই পাওনি ॥
(আমায়) রাখিতে চাওগো বাঁধনে আঁটিয়া, শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি, ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি, এক পা-ও ছেড়ে যাওনি ॥

বাউল—দাদরা

তোমায় ঠাকুর, বলব নিঠুর কোন্ মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু ততই টেনে লও বুকে।
সুখ পেলে দিই অবহেলা, শরণ মাগি দুখের বেলা ;
তবু ফেলে যাও না চলে, সদাই থাক সম্মুখে।
প্রতিদিনের অশেষ যতন, ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন ;
নিত্য আছি ডুবিয়ে তাই, পাসরি প্রেমসিন্ধুকে।
সুখের পিছে মরি ঘুরে, তাই তো রে সুখ পালায় দূরে ,
সে আনন্দে, ওরে অন্ধ, বন্ধ মনের সিন্দুকে।
ভুলে যে যাই সবাই আমার, নই ত ভিন্ন আমি সবার ;
দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদব আমি কোন্ দুঃখে ?
ভবের পথে শূন্য-থালি, বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালী,
দৈন্য আমার ঘুচবে যবে পাব দীনবন্ধুকে ॥

ভূপালী মিশ্র—একতালা

ওগো কে তুমি আমারে বল ?
কেন অযাচিত ভাবে ফের পাছে পাছে, বিপদেতে আগে চল।
ডাকি না তোমারে তবু তুমি আস, চাইনা তোমারে তবু ভালবাস ;
জেনেছি আমার হৃদয়-আকাশ তোমারি আভায় আলো।
কভু স্বামী, কভু সখারূপ ধ'রে, মা হ'য়ে কখন আস স্নেহভরে,
তোমা-ধনে ধনী নয় গো যে জন (তার) জনম বিফলে গেল ॥
(তোমা-ধনে ধনী হয় গো যে জন (তার) জনম সফল হ'ল ॥)

কীর্তন—লোফা

তুমি এসেছ হে নাথ, এসেছ।
তুমি নিজ হ'তে ভালবেসেছ।
আমি সারাটি জীবন খুঁজিয়া মরিনু, কে জানিত এত কাছে,
মম অন্তর-মাঝে অন্তরযামী আজি তোমা মিলিয়াছে।
(তুমি এত কাছে আছ, আগে কি জানি,)
(আমার হৃদয়-মন্দিরে আছ, আগে কি জানি)।
আমি সারাটি ধরণী বিহরিনু সুখে সম্পদ-রথোপরি,
তুমি আসিলে যে মম অশ্রু-সলিলে বাহিয়া প্রেমের তরী,
(মোর দুখে কি তোমার প্রেম জেগেছে ?)
মোর সুখ-দুখ সব থাক প'ড়ে পিছে, সমুখে দাঁড়াও স্বামী,
আজি চরণে তোমার তুলে লহ নাথ, সঁপিনু আমারে আমি ॥
(তোমার চরণে শরণ দাও হে) ॥

বেহাগ-আড়া—কাওয়ালী

আমি তোমার ধরব না হাত, তুমি আমায় ধর।
যা'রা আমায় টানে পিছে, তা'রা আমা হতেও বড়,
শক্ত ক'রে ধর, হে নাথ, আমায় শক্ত করে ধর।
যদি কভু পালিয়ে আসি, (তা'রা) কেমন ক'রে বাজায় বাঁশী;
বাজাও তোমার মোহন বীণা আরও মনোহর,
তাদের চেয়েও মধুর স্বরে বাজাও মনোহর॥

সুরট-মল্লার—একতালা

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে॥
বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হইয়ে মগন ভুলিছ আপন জনে॥
সত্য-পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি' চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রেখো পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে॥
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ পথিকের করে সর্বস্ব লুণ্ঠন,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম দুই জনে॥
সাধু-সঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম, শ্রান্তি হ'লে তথায় করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হ'লে সুধাইও পথ, সে পান্থ-নিবাসী জনে॥
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

মিশ্র ইমন—তেওরা

(ওই) বধির যবনিকা তুলিয়া, মোরে প্রভু,
দেখাও তব চির-আলোক-লোক।
ওপারে সবই ভাল, কেবল সুখ-আলো,
এপারে সবই ব্যথা, আঁধার, শোক।
মাঝে দুস্তর কঠিন অন্তর, শ্রান্ত পথিকেরে বলিছে 'সর সর';
ওই, তোরণ-পাদদেশে পিপাসাতুর এসে,
ফিরে কি যাবে ল'য়ে চির-বিয়োগ ?
নিঠুর অর্গল করুণ-শুভ-করে মুক্ত করি দেহ, আতুর-দীন তরে।
পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা,
তোমারি কাছে আছে শান্তি-সুখ-সুধা।
পাবে অধীর ব্যাকুলতা তোমাতে সফলতা,
হউক তব সনে অমৃত-যোগ ॥

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া ॥
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দু-জনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া ॥
জলধি র'য়েছে স্থির, ধূ-ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া ॥
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ঘিরে' দুই বাহু প্রসারিয়া ॥

বাউল—একতালা

আর কেন মন এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে।
যেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে॥
পক্ষভেদে ক্ষয়-উদয় নাইক চাঁদের সে পুরে।
নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ পিপাসা, পূর্ণানন্দ বিহরে॥
সুধাকরে সুধা ক্ষরে, রবি কিরণ বিতরে।
মনের মত চকোর বিনা চাঁদের সুধা চাঁদ হরে॥
(ও মন) তোমার মতন যে অভাগা, সেই ত গরল পান করে।
(আবার) জ্ঞান হারায়ে বিষের জ্বালায় কেবল যাতায়াত করে॥
সেই নগরে বাস করে যে 'প্রেমিক' ধন্য কয় তা'রে।
(সে যে) সাকারকে করে নিরাকার, নিরাকার সাকার করে॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব-চরাচর।
অস্ফুট মন-আকাশে জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ 'অহং'-স্রোতে নিরন্তর।
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি আমি' এই ধারা অনুক্ষণ।
সে ধারাও বন্ধ হ'ল শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসগোচরম্‌' বোঝে প্রাণ বোঝে যার॥

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে॥
সমুখ-আকাশে চরাচরলোকে এই অপরূপ আকুল আলোকে দাঁড়াও হে,
আমার পরান পলকে পলকে চোখে চোখে তব দরশ মাগে॥
এই-যে ধরণী চেয়ে ব'সে আছে ইহার মাধুরী বাড়াও হে।
ধুলায়-বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে॥
যাহা-কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া,
ভুবন ছাপিয়া, জীবন ব্যাপিয়া দাঁড়াও হে।
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে॥

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো॥
কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার
হৃদয়প্রান্তে হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো॥
আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ, রাজসমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো॥

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে॥
বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখো না তরী,
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয়-মাঝারে॥

তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে ॥

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে,
সবারি তুমি আনন্দধন হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো ॥

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো ॥
তব নন্দনগন্ধ-মোদিত ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি ল'য়ে তনু সাজে যেন সদা সাজে গো ॥
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গলমন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঙ্গীতছন্দে।
তব নির্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব লাজে যেন সদা লাজে গো ॥

আমি পূজারিনী, তুমি যে ঠাকুর,
রাতুল চরণে হব যে নূপুর,—এই মম সাধ ওগো।
তুমি দেবতা, আমি তোমার দেউল,
তুমি রাজা মহারাজ, আমি ভিখারী বাউল,
সেই সাধে যেন মোর পড়েনাকো বাদ,—এই মম সাধ।
পূর্ণিমার চাঁদ তুমি, আমি তারকা,
উদার আকাশ তুমি, আমি বলাকা,
উন্নতশির তুমি, তুমি হিমালয়,
ঝর্ণা যে আমি, শুধু ঝরি তব পায়॥

মম মন্দিরে যেন বাজে নিশিদিন, তোমার স্মরণ-বীণা বাজে।
যেন হৃদয়-মুকুরে তব রূপের ছটা মোর ধেয়ানে জাগরণে রাজে॥
মম অন্তরে জ্বলে প্রেমদীপ-জ্যোতি, করিব তোমার সন্ধ্যা-আরতি,
লীলায়িত ছন্দে করি প্রণতি, বেদনা-ধূপে তব মধু-আরতি,
কুসুমের অঞ্জলি দিব চরণে,
আমার কামনা ভয়লাজে যেন বাজে॥
জীবন ভরিয়া যেন মোহন মধুর হৃদয়ের তারে তারে বাজে তা'রি সুর,
যেন ওঠে ঝঙ্কারি মোর হৃদিপুর তোমার সুভাষ-ভরা মরমিয়া সুর ;
যেন জাগে অলস অবশ পরাণ, তব অনুরাগে যেন বাজে।
কবে হবো তুমি-ময়, ভুলিয়া আমায়, জীবনের সকল কাজে॥

তোরা শুনিস্ নি কি, শুনিস্ নি তা'র পায়ের ধ্বনি,
ওই যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী—সে যে আসে, আসে, আসে ॥
গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে খ্যাপার মতো
সকল সুরে বেজেছে তা'র আগমনী—
সে যে আসে, আসে, আসে ॥
কত কালের ফাগুনদিনে বনের পথে—সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে—সে যে আসে, আসে, আসে ॥
দুখের পরে পরম দুখে তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে ॥

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ॥
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর ॥
তোমায় আমায় মিলন হ'লে সকলি যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর ॥

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন সেই অসীম মহিমা-মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ-নন্দ-নন্দ রে।
হাতে ল'য়ে ছয় ঋতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি',
কতই বরন, কতই গন্ধ, কত গীত, কত ছন্দ রে।
বিহগগীত গগন ছায়, জলদ গায়, জলধি গায়,
মহাপবন হরষে ধায়, গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকতপ্রাণ হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধ রে॥

কেদার—কাওয়ালী

এ মধুর রাতে, বল কে বীণা বাজায়!
আপন রাগিণী আপন মনে গায়!
নাচিছে চন্দ্রমা সে গীত-ছন্দে, গ্রহ গ্রহেরে ঘিরি নাচে আনন্দে,
গোপন গানে হেন কে সবে মাতায়!
যাঁর যন্ত্রে হেন মোহন তন্ত্র, যাঁর কণ্ঠে হেন মোহন মন্ত্র,
না জানি সুন্দর সে কি শোভায়!
কোথা সে বীণা, কোথা সে বাণী, কোথা সে শতদল ফোটে না জানি,
প্রাণ-মরাল চাহে ভাসিতে তাঁর পায়॥

ত্বং হি চেতন, প্রেম কেতন, প্রেম স্বরূপ, ওঁ।
ত্বং হি বিরূপ, ত্বং হি অরূপ, ত্বং হি ত্রিরূপ ওঁ॥
ত্বং হি সগুণ, ত্বং হি বিগুণ, গুণ-রহিত ওঁ।
চর অচর, ত্বং হি গোচর, ত্বং হি অতীত ওঁ॥
শেষ অশেষ, ত্বং হি বিশেষ, শেষ-শরণ ওঁ।
ঈশ মহেশ, ভব ভবেশ, ভূত ভাবন ওঁ॥
জীবন মরণ, শাসক শাসন, দেহ দেহী চ ওঁ।
করণ কারণ, বিধাতা বিধান, স্রষ্টা সৃজন ওঁ॥
ত্বমসি তড়িৎ, করকা তারকা, তাপ তপন ওঁ।
অনল অনিল, ভূধর সলিল, ত্বং হি ভুবন ওঁ॥
ছুটিছে বিজলী আলোকি গগন, ডাকে জ্যোতির্ময় ওঁ।
আবরি আকাশ ডাকিছে জলদ, সখা নীলকায় ওঁ॥
দেব যক্ষ রক্ষ যুগপাণিভাবে বিনয়ে নমিছে ওঁ।
গ্রহ উপগ্রহ চৌদিকে বেড়িয়া ঘুরিয়া গাইছে ওঁ॥
মাস ঋতু পক্ষ বার অনিবার প্রকাশে মহিমা ওঁ।
সৃজন পালন, লয়ের বিধান, ঘোষিছে গরিমা ওঁ॥
ধরিত্রী ডাকিছে হরি, তুমি ধরাধর-ধারী, ভার-বারণকারী ওঁ।
ডাকে জল, হে পরেশ, দেহে তুমি বট রস, তার ত্রিতাপ-বারি ওঁ॥
জ্যোতিঃ বলে তুমি স্বামী, তোমার কণিকা আমি, রূপ-ভূপতি বিভু ওঁ।
ত্রিলোক-আলোক হরি, অলক্ষ্য-নিবাসকারী, লক্ষ প্রণতি প্রভু ওঁ॥
অনিলে পরশ গতি, তুমি অগতির গতি, গায় ভুবন ভরি ওঁ।
ডাকে ব্যোম্ 'ওঁ ওঁ', ওঁ বলে 'ব্যোম্ ব্যোম্', যোগে পারের হরি ওঁ॥

কীর্ত্তন

আদরের ধন তুমি যেমন, তেমন যতন জানি কৈ তোমার,
ওহে হৃদয়রঞ্জন, অমূল্য রতন, তোমার মতন কে আছে আমার ॥
তব প্রেমরসে ডুবে যেই জন, সেই জানে নাথ, তুমি কি রতন,
জহুরী না হলে জহর কেমন, জানে কি তা অন্য জন হে ॥
কমলিনী জানে ভাস্কর মরম, কুমুদিনী জানে চাঁদের ধরম,
তরঙ্গিণী জানে সাগর-সঙ্গম, সে জন জানে যে জন যাহার ॥
পরাণ পাগল পরম লাগিয়ে, নয়ন আকুল দরশ চাহিয়ে,
চরণযুগল সেবিয়ে সেবিয়ে শীতল করিব প্রাণ হে ॥
হেন কত আশা হৃদে উঠে ভেসে, সফল না হয় আপনি যায় মিশে,
তোমার হয়ে নাথ, র'ব তব পাশে, হেন পুণ্যফল কি আছে আমার ॥
তবে যে করুণা কর দয়াময়, সে কেবল তোমার নামের পরিচয়,
নহিলে যে-গুণে হবে হে সদয়, তা'ত আমাতে সম্ভব নয় হে ॥
চাতক কি পারে মেঘে আন্‌তে ডেকে, তৃষিত পরাণে পথ চেয়ে থাকে,
আপনি জলদ গ'লে পড়ে মুখে, তা' নহিলে জীবন বাঁচে কি তার ॥
জপ তপ ব্রত আহ্নিক পূজন, মূলমন্ত্র আমার 'তুমি' একজন,
তব নামগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন, আমার সাধন ভজন নাথ হে ॥

বিভাস—একতালা

তোমাতে যখন মজে আমার মন, সকল ভুবন হয় সুধাময় ;
জীবে হয় কত স্নেহ সমাগত, দূরে যায় যত দুঃখ আর ভয় ॥
(দেখি) দিবাকরে সুধাকরে সুধা ক্ষরে, সুধাময় হ'য়ে পবন সঞ্চরে,
সরিৎ বহে সুধা, মেঘে ঝরে সুধা, চরাচরে সুধামাখা সমুদয় ॥

তোমা-ছাড়া হ'য়ে থাকি যে-সময়ে, কিছুতে আনন্দ পাইনা হৃদয়ে,
সময় সম্বরি যে-যাতনা সয়ে, জান অন্তর্যামি, অন্তরের বিষয় ॥
তুমি অনাথের নাথ, দরিদ্রের ধন, বিপদ-কাণ্ডারী, পতিত-পাবন,
মোহান্ধকারের তুমি যে তপন, পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গল-আলয় ॥
করি এই ভিক্ষা নাথ, যেন সর্বক্ষণ থাকে আমার মন তোমাতে মগন ;
ধন-মান-সুখে নাহি প্রয়োজন, তোমা-ধনে লয়ে জুড়াব হৃদয় ॥

—

জয়জয়ন্তী মিশ্র—ঝাঁপতাল

প্রাণারাম, প্রাণারাম !
কি যেন লুকানো নামে (তাই) মিষ্ট এত তব নাম ।
নাম-রসে ডুবে থাকি, ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি,
বিশ্বে বহে প্রেম-নদী, সুধাধারা অবিরাম ॥
(তুমি) নামে ভুলায়েছ যারে, সে কি যেতে পারে দূরে,
নাম-রসে যে মজেছে, সে বুঝেছে কি আরাম ।
আমারে ভুলায়ে রাখ, হৃদি আলো করে থাক,
জীবনে মরণে মম তুমি চির সুখ-ধাম ॥

—

ঝিঁঝিট—একতালা

কতদিনে হবে সে প্রেমসঞ্চার ।
হয়ে পূর্ণকাম বলব হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার ॥
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
সংসারবন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন-আঁধার ॥

কবে পরশমণি করি পরশন লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার ॥
কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতিকুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার ॥
মাখি সর্ব অঙ্গে ভক্ত-পদধূলি, কাঁধে লয়ে চিরবৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেমযমুনার ॥
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার ॥

মনের ঠাকুর, মনের মাঝে রাখো তোমার চরণতরী।
মনের গোপন দেবালয়ে যেন তোমার আসন গড়ি ॥
জ্বালিয়ে আমার প্রেমের ধূপে, ডাকবো তোমায় চুপে চুপে,
চোখের কোণে জ্বালবো প্রদীপ, দেখবো বলে তোমায় হরি।
চন্দনেতে কাজ কি প্রভু, আমায় আমি করবো যে লয়,
তোমার পূজায় অণু মম, হোক না প্রভু, হোক না সে ক্ষয়।
আমার আশা আমার তৃষা তোমার মাঝে হারায় দিশা,
জীবন মরণ জনম জনম তোমায় যেন স্মরণ করি ॥

কীর্তন

(তুমি) এত মধুময়, এত প্রেমময়, কে জানিত বল হরি !
(আমি না জেনে তোমায় ভুলে ছিলাম,
আমি না বুঝে তোমায় ভজি নাই হে।)
এখন শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, আর কি ভুলিতে পারি ॥

(সখা) জননী-জঠরে নিজে কোলে ক'রে, রেখেছিলে তুমি মোরে,
(তোমার) এত প্রেম হরি, ভুলিতে কি পারি ?
(তাই) বাঁধা আছি প্রেম-ডোরে ॥
(আমার) জনম হইতে আছ সাথে সাথে, ছাড় না নিমেষ তরে,
(আমি ছাড়িলেও তুমি ছাড়না যে হে,
এত প্রেম কোথা পেলে হে হরি ।)
আমি যে পথেতে যাই, যে দিকে তাকাই,
(দেখি) আছ সব আলো করে ॥
(আমার) রোগ-শয্যায় ওহে দয়াময়, বসে থাক দিবানিশি,
(আমার) বিপদের কালে 'মাভৈঃ মাভৈঃ' ব'লে
(ওহে বিপদ-ভঞ্জন দয়াল হরি,) কোলে লও ছুটে এসে ॥
আমি বুঝেছি এবার, ওহে প্রাণাধার, বিপদ বিপদ নয়,
(আমি বিপদে তোমায় নিকটে পাই হে,)
তুমি বিপদের ছলে নিকটে যে এলে,
দিলে প্রেমের পরিচয় ॥

সুহই কীর্তন—খয়রা

তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু মধু মধু ॥
তুমি মধুর সায়র, মধুর নিঝর, (তুমি) আমারি পরাণ বঁধু ॥
আমার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলি তুমি হে,
আমার সাধন তুমি, ভজন তুমি, সকলি তুমি হে ;
আমার তন্ত্র তুমি, মন্ত্র তুমি, যন্ত্র তুমি হে ॥
কিবা মধুর রূপের মধুর কাহিনী, মধুর কণ্ঠে গায়,
আর শুনিতে শুনিতে, গলিতে গলিতে, প্রাণ মধু হয়ে যায় ।

বিশ্ব হয় মধুময়, তোমার রূপে নয়ন দিয়ে, বিশ্ব হয় মধুময়,
তখন সকলি মধু, তখন বাক্য মধু, শ্রুতি মধু, দৃষ্টি মধু,
তখন তুমিও মধুর, আমিও মধুর, বিশ্ব মধুময় হয়ে যায়।
তখন অনল-অনিল-জলে মধু-প্রবাহিনী চলে, মেদিনী হয় মধুময় ;
মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, তখন মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
তখন প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে, মধুর মধুর ধ্বনি হয় ;
বাজে মধুরং মধুরং, অনাহত ধ্বনি বাজে—মধুরং মধুরং,
বাজে—সত্যং শিবং সুন্দরম্ ॥
যে রূপ ভাতে যেখানে, যে কথা পশে গো কানে,
স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর ॥
তখন কটু কথাও মিঠা লাগে, তখন গালিও যে সুধা ঢালে,
তখন বজ্রনাদ, কুহুধ্বনি, গুরু সোম, রাহু শনি,
মধুরসে সকলি ভরপুর ॥

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি,
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥
বসিয়া আছ কেন আপন-মনে,
স্বার্থনিমগন কী কারণে ?
চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে ॥

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে ॥
তুমি আছ বিশ্বনাথ, অসীম রহস্য-মাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে ॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি—আমি চাহি তোমা-পানে।
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর—
এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে ॥

আজ আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও ॥
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তা'র কপালে
এই অরুণ-আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয়-হ'তে-ধাওয়া আলোয়-পাগল প্রভাত-হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও ॥
আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও,
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও ॥
আমার পরান-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃতগান,
তার নাইকো বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো তান।
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয়-হ'তে-ধাওয়া প্রাণে-পাগল গানের হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও ॥

হিন্দী-ভজন

ভূপালী—তেতালা

গাইয়ে গণপতি জগবন্দন, শঙ্কর-সুবন ভবানী-নন্দন।
সিদ্ধিসদন গজবদন বিনায়ক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর সব লায়ক॥
মোদকপ্রিয় মুদমঙ্গলদাতা, বিদ্যাবারিধি বুদ্ধি-বিধাতা।
মাঁগত 'তুলসীদাস' করজোরে, বসহি রামসিয় মানস-মোরে

———

মালকোশ—তেতালা

বর দে, বীণাবাদিনি বরদে!
প্রিয় সতন্ত্র-রব অমৃত-মন্ত্র নব ভারতমে ভর দে!
কাট অন্ধ-উরকে বন্ধন স্বর
বহা জননী, জ্যোতির্ময় নির্ঝর;
কলুষ-ভেদ-তম হর প্রকাশভর জগমগ জগ কর দে!
নব গতি, নব লয়, তাল ছন্দ নব,
নবল কণ্ঠ, নব জলদ-মন্দ্র রব;
নব নভকে নব বিহগ-বৃন্দকো নব পর, নব স্বর দে!

———

খাম্বাজ—একতালা

দনুজদলনী নিজজন-প্রতিপালিনী শ্রীকালী।
চণ্ড-মুণ্ড খণ্ডি খণ্ডি মহিষাসুর ছিণ্ডি ভিণ্ডি;
শুম্ভ নিশুম্ভ সভট সমরে নিমেষে মহাকালী॥

ধাবত তুয়া পাবত ইন্দ্রাদিক-সুর অষ্টসিদ্ধি,
অর্থাদিক চতুরবর্গ তুয়া কৃপা মেলানী।
মাঙ্গে তুঁঝে অচলা ভক্তি, দীজিয়ে নিজ দাসজনে,
সদা ভকত-বৎসলা তু মায়ী কৃপালী ॥

ঝিঁঝিট—একতালা

শঙ্কর মহাদেব, দেব সেবক সুর জাকে,
ভস্ম-অঙ্গ, শীষ-গঙ্গা, বাহন বয়ল অতি প্রচণ্ড,
গৌরী অর্‌ধঙ্গ অঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ জাকে ॥
লপটি ঝপটি জাত ব্যাল ওঢ় আওর বাঘছাল,
রুণ্ডমাল চন্দ্রভাল দৃগ বিশাল জাকে ॥
পাবত নাহি পার শেষ নারদ সারদ সুরেশ,
গাবত গুণিজন গণেশ ব্রহ্মাদিক জাকে ॥
ধ্যাবত দ্বিজ 'তুলসীদাস' গৌরীপতি চরণ আশ,
ঐসো হর ভেখ ধরহি ভক্তি হেতু জাকে ॥

গুণকেলি—তেওরা

ডমরু হরকরে বাজে।
ত্রিশূলধর অঙ্গ ভস্মভূষণ ব্যালমাল গলে বিরাজে
পঞ্চবদন পিনাকধর শিব বৃষবাহন,
ভূতনাথ রুণ্ড-কুণ্ডল শ্রবণে শোভে,
অনাদি পুরুষ অনন্ত অঘহর ॥
মঙ্গলময় শিব সনাতন শম্ভু,
শূলপাণি চন্দ্রশেখর বাঘাম্বর সাজে ॥

ত্রিপুরবিজয়ী ত্রিলোকনাথ,
শোভা অপরূপ গৌরীসাথ,
'তানসেন' কহে, প্রভু দয়াময়,
পাপতাপ অসীম হর হর ॥

রামকেলি—কাওয়ালী

জয় নারায়ণ ব্রহ্মপরায়ণ, শ্রীপতি কমলাকান্তম্ ।
নাম অনন্ত কাঁহা রাগবর্ণ শেষ না পায়ো অন্তম্ ॥
শিব সনকাদি ব্রহ্মাদি নারদ ধ্যান ধরন্তম্ ।
রামরূপ ধরে রাবণ মারে কুম্ভকর্ণ বলবন্তম্ ॥
বসুদেব গৃহে জনম লিয়ো হৈ নাম ধরে যদুনাথম্ ।
কৃষ্ণরূপ ধরে অসুর সংহারে কংসকো কেশ গৃহন্তম্ ।
জগন্নাথ জগমগ চিন্তামণি বৈঠ রহে মেরি চিন্তম্ ।
দশম স্কন্দ ভাগবত গাওয়ে 'সুরদাস' ভগবন্তম্ ॥

কাফি—কাহার্বা

সাধো গোবিন্দকে গুণ গাবো ।
মানব জনম অমোলক পায়ো,
বিরথা কাহে গবাঁবো ॥
পতিত পুনীত দীনবান্ধব হরি,
শরণ তাহি তুম আবো ।
গজকী ত্রাস মিঠী জীহী সুমীরন,
তুম কাহে বিসরাবো ॥

ত্যজ অভিমান মোহমায়া পুনী,
ভজন রাম চিতলাবো।
'নানক' কহত মুক্ত পথ এহী,
গুরুমুখ হোয় তুম পাবো॥

তিলক খাম্বাজ—তেতালা

ভজো রে ভৈয়া রাম গোবিন্দ হরী।
জপতপ সাধন কছু নহিঁ লাগত, খরচত নহিঁ গঠরী
সতত সম্পত সুখকে কারণ, জাসোঁ ভুল পরী।
কহত 'কবীরা' রাম ন জা মুখ, তা মুখ ধূল ভরী॥

ইমন কল্যাণ—তেওরা

শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন, হরণ-ভবভয়-দারুণং।
নব-কঞ্জ-লোচন কঞ্জ-মুখ কর কঞ্জ পদ কঞ্জারুণং॥
কন্দর্প অগণিত অমিত ছবি নব নীল নীরদ সুন্দরং।
পট পীত মানহুঁ তড়িত রুচি শুচি নৌমি জনক-সুতা-বরং॥
ভজু দীনবন্ধু দীনেশ, দানব-দৈত্য-বংশ-নিকন্দনং।
রঘুনন্দ আনন্দ-কন্দ কৌশল-চন্দ দশরথ-নন্দনং॥
শির মুকুট কুণ্ডল তিলক চারু, উদার অঙ্গ-বিভূসণং।
আজানু-ভুজ-শর-চাপ-ধর, সংগ্রাম-জিত-খরদূষণং॥
ইতি বদতি 'তুলসীদাস', শঙ্কর-শেষ-মুনি-মন-রঞ্জনং।
মম হৃদয়-কঞ্জ নিবাস কুরু, কামাদি-খল-দল-গঞ্জনং॥

ঝিঁঝিট—একতালা

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই,
ভজলে অযোধ্যানাথ, দুসরা ন কোই।
রসনা রস নাম লেত, সন্তনকো দরশ দেত,
বিহসত মুখচন্দ্র সন্তন-সুখদাই।
দশন দমক চঁওর চাল, অয়ন বয়ান দৃগ্-বিশাল,
ভ্রূকুটী-কুটিল অদন পায়, নাসিকা শোহাই।
কেশরকো তিলক ভাল, মানো রবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাত, রতিপতি সরমাই।
গলমে শোহে মোতিমাল, তারাগণ উর বিশাল,
মানো গিরি শিরোপর, সুরসরি চলি আই।
শ্যামর ত্রিভঙ্গ অঙ্গ, কাছ নিকট কাজলি খঙ্গ,
মানহু সারা কি দেবী, আপহি বোলাই।
সখা-সহিত সরযূতীর, বৈঠে রঘুবংশ বীর,
হরখ নিরখ 'তুলসীদাস' শ্রীচরণ-রজ পাই॥

———

ভেঁরো—কারফা

মনোয়া ভজলে সীতারাম।
ভজলে সীতারাম মনোয়া, কাহে না জপ্‌তে নাম।
দিন দিয়া জি হরিগুণ গাও রে, গুরু দিয়া যো নাম॥
রামগড়কে বৈঠে রামজী, সবকি মঞ্জরা লিজে,
যো যৈসা করম করে, উনকো তৈসা দিজে॥

লেড়কাবালা লালন-পালন জিনকো তুধ পিলাবে,
সোহি লেড়কা মরে পিতাকো মুখ্ মে আগ্ লাগাবে ॥
এক্ নর ভুঁলে, দু নর ভুলে, ভুলে জগৎ সংসার,
জান্ শুন্‌কে যো নর ভুলে, উনকো নেহি পার ॥

——

কানাড়া—কাহার্বা

জিন্‌কে হৃদিমে শ্রীরাম বসৈ,
উন্ সাধন ঔর কিয়ে ন কিয়ে।
জিন্ সন্ত-চরণ-রজকো পরসা,
উন্ তীরথনীর পিয়ে ন পিয়ে।
সব ভূতদয়া জিন্‌কে চিত মে,
উন্ কোটন দান দিয়ে ন দিয়ে।
নিত রামরূপ জো ধ্যান ধরে,
উন্ রামকো নাম লিয়ে ন লিয়ে ॥

——

রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত-পাবন সীতারাম ॥
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম।
সব কো সন্মতি দে ভগবান্ ॥
শান্তি-বিধায়ক রাজারাম।
পতিত-পাবন সীতারাম ॥
রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত-পাবন সীতারাম ॥

প্রেম মুদিত মনসে কহো—রাম রাম রাম,
শ্রীরাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম।
পাপ কাটে, দুখ মিটে, লেত রাম নাম,
ভবসমুদ্র সুখদায়ক—এক রাম নাম.
শ্রীরাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম।
পরম শান্তি সুখনিদান, দিব্য রাম নাম,
নিরাধার কো আধার—এক রাম নাম,
শ্রীরাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম।
পরম গুপ্ত পরম-ইষ্ট মন্ত্র রাম নাম,
সন্ত-হৃদয় সদা-বসত—এক রাম নাম,
মহাদেব সতত জপত মন্ত্র রাম নাম,
কাশী মরত মুক্ত করত দিব্য রাম নাম,
শ্রীরাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম।
মাতা পিতা বন্ধু সখা সবহি রাম নাম,
ভকত-জনন জীবন-ধন—এক রাম নাম,
শ্রীরাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম॥

—

তোড়ী ভৈরবী—কাওয়ালী

গিরিগোবর্ধন-গোকুলচারী যমুনাতীর-নিকুঞ্জ-বিহারী।
শ্যাম সুঠাম কিশোর ত্রিভঙ্গিম চিত্ত-বিনোদনকারী॥
পীতাম্বর বনপুষ্প-বিভূষণ চন্দন-চর্চিত মুরলীধারী।
জিসি রবসে মোহিত বৃন্দাবন উছলিত যমুনাবারি॥
নূপুরশিঞ্জিত নৃত্যবিমোহন কপট চপল চতুরালী।
প্রেমনিমীলিত নয়নবিলোল কদম্বতলে বনমালী॥

নন্দকে নন্দন মায়ী-যশোদা-নয়নাঞ্জন ব্রজবাল-পিয়ারী।
জিসি লাগি থী কুল ছোড়ি রাধা আকুল সব ব্রজনারী॥
কংশবিনাশক মথুরাপতি জয় নিখিল-ভকতজন-শরণ।
দুর্জন-পীড়ক সজ্জন-পালক সুরনর-বন্দিত-চরণ॥
জয় নারায়ণ শ্রীশ জনার্দন জয় পরমেশ্বর ভবভয়হারী।
জয় শ্রীকেশব, জয় মধুসূদন গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারি॥

তিলক কামোদ--তিনতালা

মৈয়া মোরী মৈঁ নহিঁ মাখন খায়ো।
ভোর ভয়ো গৈয়নকে পাছে, মধুবন মোহিঁ পঠায়ো।
চার পহর বন্‌সীবট ভট্‌ক্যো, সাঁঝ পরে ঘর আয়ো॥
মৈঁ বালক বহিঁয়নকো ছোটো, ছীঁকো কিহি বিধি পায়ো।
গোয়াল্ ব্বাল্ সব বৈর পরে হৈঁ, বরবস মুখ লপটায়ো॥
তু জননী মনকী অতি ভোরী, ইন্‌কে কহে পতিয়ায়ো।
জিয় তেরে কছু ভেদ উপজিহৈ, জানি পরায়ো জায়ো॥
ইহ্ লৈ আপনি লকুট কমরিয়া বহুতহি নাচ নচায়ো।
'সুরদাস' তব বিহঁসি যশোদা, লৈ উর কণ্ঠ লগায়ো॥

ঝিঁঝিট—দাদরা

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোই॥
জাকে শির মোর মুকুট মেরো পতি সোই।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোই॥
ছাঁড়ি দই কুলকী কানি কহা করি হৈ কোই।
সন্তন দিগ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোই॥

চুনরীকে কিয়ে টুক ওঢ় লীন্হীঁ লোই।
মোতী মুঁগে উতার বনমালা পোই॥
অঁসুবন জল সীঁচি সীঁচি প্রেম বোলি বোই।
অব তো বেল ফৈল গই আনন্দ ফল হোই॥
দুধকো মথনিয়াঁ বড়ে প্রেমসে বিলোই।
মাখন জব কাঢ়ি লিয়ো ছাছ পিয়ে কোই॥
ভগতি দেখি রাজী হুই জগত দেখি রোই।
দাসী 'মীরা' লাল গিরধর তারো অব মোহী॥

মিশ্র পিলু—তেতালা

মৈঁ গিরধরকে ঘর জাউঁ।
গিরধর মহাঁরো সাঁচী প্রীতম দেখত রূপ লুভাউঁ॥
রৈণ পড়ে তবহী উঠ জাউঁ ভোর ভয়ে উঠি আউঁ।
রৈণ দিনা বাকে সঙ্গ খেলুঁ জ্যুঁ ত্যুঁ তাহি রিঝাউঁ॥
জো পহিরাবৈ সোই পহিরুঁ জো দে সোই খাউঁ।
মেরী উনকী প্রীতি পুরানী উন বিন পল ন রহাউঁ॥
জহাঁ বৈঠাবে তিতহী বৈঠুঁ বেচৈ তো বিক জাউঁ।
'মীরা'কে প্রভু গিরধর নাগর বার বার বলি জাউঁ॥

কাফি—কাহার্বা

ঘর আঙ্গণ ন সুহাবে, পিয়া বিন মোহি ন ভাবে॥
দীপক জোয়ে কহা করুঁ সজনী! পিয় পরদেশ রহাবে।
সুনী সেজ জহর জ্যুঁ লাগে, সিসক সিসক জিয় জাবে॥
নৈণ নিঁদরা নহি আবে।

কদকী উভী মৈঁ মগ জোঁউ, নিস দিন বিরহ সতাবে।
কহা কহুঁ কছু কহত ন আবে হিবড়ো অতি উকলাবে॥
হরি কব দরস দিখাবে॥
ঐসো হৈ কোই পরম সনেহী, তুরত সন্দেসো লাবে।
বা বিরিয়াঁ কদ হোসী মুঝকো, হরি হঁস কণ্ঠ লগাবে॥
'মীরা' মিলি হোরী গাবে॥

ঝিঁঝিট—দাদরা

মীরাকো প্রভু সাঁচী দাসী বনাও।
ঝুঠে ধ্যন্ধোঁ সে মেরা ফন্দা ছুড়াও॥
লুটেহি লেত বিবেককা ডেরা
বুধিব্যল যদ্যপি করুঁ বহুতেরা॥
হায় হায় নহি কছু বস্ মেরা
মরত হুঁ বিবস্ প্রভু ধাও সবেরা॥
ধর্ম-উপদেশ নিতপ্রতি স্থনতী হুঁ
মন কুচালসে ভী ভরতী হুঁ॥
স্থমিরন্ ধ্যানমে চিত্ ধরতী হুঁ
ভক্তি মারগ দাসীকো দিখলাও,
'মীরা'কো প্রভু সাঁচী দাসী বনাও॥

পাহাড় মিশ্র—তেতালা

চালো মন গঙ্গা-জমনা তীর।
গঙ্গা-জমনা নিরমল পানি শীতল হোত শরীর॥
বন্‌শী বজাবত গাবত কানহা, সঙ্গ লিয়াঁ বল বীর।
মৌর মুকুট পীতাম্বর শোহে কুণ্ডল ঝলকত হীর।
'মীরা'কে প্রভু গিরধর নাগর, চরণ-কঁবলপর শির॥

সিন্ধুরা—ঝাঁপতাল

ফাগুনকে দিন চার, হোলি খেল মনা রে।
বিন করতাল পখাবজ বাজৈ, অনহতকি ঝন্‌কার রে॥
বিন স্বর-রাগ ছতীসূঁ গাবৈ, রোম রোম রনকার রে।
শীল সঁতোষকী কেশর ঘোলী প্রেম-প্রীত পিচকার রে॥
উড়ত গুলাল লাল ভয়ো অম্বর, বরষত রঙ্গ অপার রে।
ঘটকে সব পট খোল দিয়ে হৈঁ লোক-লাজ সব ডার রে॥
'মীরা'কে প্রভু গিরধর নাগর, চরণ-কমল বলিহার রে॥

নীলাম্বরী—কাহার্বা

নৈনা লোভী রে, বহুরি সকে নহি আয়।
রোম-রোম নখসিখ সব নিরখত ললকি রহে ললচায়॥
মৈঁ ঠাঢ়ী গ্রিহ আপনে রী, মোহন নিকসে জায়।
বদন চন্দ পরকাসত হেলী, মন্দ-মন্দ মুসকায়॥
লোক কুটুম্বী বরজি বরজহী, বতিয়াঁ কহত বনায়।
চঞ্চল নিপট অটক নহি মানত, পর-হয় গয়ে বিকায়॥
ভলো কহো কোই বুরী কহো মৈঁ, সব লই সীন চঢ়ায়।
'মীরা' প্রভু গিরধরনলাল বিন পল ছিন রহো ন জায়॥

ভৈরব—কাহার্বা

সাধন করনা চাহিয়ে মনোয়া, ভজন করনা চাই ।
প্রেম লাগানা চাহিয়ে মনোয়া, প্রীত্ করনা চাই ॥
ফলমূল খাকে হরি মিলে ত বাদড় বান্দর হোই ।
নিত নাহন্‌সে হরি মিলে ত জলজন্তু হোই ॥
তুলসী পূজন্‌সে হরি মিলে ত পূঁজে তুলসী ঝাড ।
পাথর পূজন্‌সে হরি মিলে ত মৈঁ পূঁজু পাহাড ॥
তিরণ ভখন্‌সে হরি মিলে ত বহুত্ মৃগী অজা ।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে ত বহুত্ মিলে খোজা ॥
দুধ পিনেসে হরি মিলে ত বহুত্ বৎস বালা ।
'মীরা' কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা ॥

মিশ্র-সিন্ধু—ঠুংরী

শ্যামল বংশীবালা নন্দলালা, মাতোয়ালা, গোকুলকে উজিবালা
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ সাঁঝ-সবেরে, কৃষ্ণ নাম সব দুখ হরে,
কৃষ্ণহি ভবসাগর-পারে পার-লগানেবালা ॥
কোই কহত হ্যায় কৃষ্ণ মুরারি, কোই কহত হ্যায় রাসবিহারী,
কোই কহত হ্যায় হরে মুরারি জপে তুলসীমালা ॥

ঝিঁঝিট—একতালা

তু দয়ালু দীন হৌঁ, তু দানি হৌঁ ভিখারী ।
হৌঁ প্রসিদ্ধ পাতকী, তু পাপপুঞ্জ-হারী ॥

নাথ তু অনাথ কো, অনাথ কৌন মো সো।
মে সমান আরত নহিঁ, আরতহর তো সো॥
ব্রহ্ম তু হৌ জীব হু, ঠাকুর তু হৌ চেরো।
তাত মাত গুরু সখা তু, সব বিধি হিতু মেরো॥
তোহি মোহি নাতে অনেক, মানিয়ৈ জো ভাবৈ।
জোঁ্যা তোঁ্যা 'তুলসী' কৃপালু চরণ-শরণ পাবৈ॥

খাম্বাজ—তেতালা

মাধব, মোহ-পাশ কোঁ্যা টুটৈ ?
বাহর কোটি উপায় করিয়, অভ্যন্তর গ্রন্থি ন ছুটৈ॥
ঘৃত-পূরণ করাহ অন্তর্গত, শশী-প্রতিবিম্ব দিখাবৈ।
ইন্ধন-অনল লগায় কল্প সত, ঔটত নাশ ন পাবৈ॥
তরু-কোটর মহঁ বস বিহঙ্গ, তরু কাটে মরৈ ন জৈসে।
সাধন করিয় বিচারহীন মন, শুদ্র হোই নহি তৈসে॥
অন্তর মলিন বিষয় মন অতি, তন পাবন করিয় পখারে।
মরই ন উরগ অনেক জতন, বলমীকি বিবিধ বিধি মারে॥
'তুলসীদাস' হরি-গুরু-করুণা বিন্থ বিমল বিবেক ন হোই।
বিন্থ বিবেক সংসার-ঘোর-নিধি, পার ন পাবৈ কোই॥

কেদারা—তেতালা

মো সম কৌন কুটীল খলকামী।
জিন তন্থ দিয়ো তাহি বিসরায়ো এয়সো নমকহরামী
ভরি ভরি উদর বিষয়কোঁ ধায়ো, জৈসে শূকরগ্রামী।
হরিজন ছাঁড় হরি বিমুখনকী নিশিদিন করত গুলামী

পাপী কৌন বড়ো জগ মো তেঁ সব পতিতনমে নামী।
'স্থর' পতিতকো ঠোর কঁহা হৈ, তুম বিন্থ শ্রীপতি স্বামী॥

—

বাগেশ্রী

অজহুঁ ন নিকসৈ প্রাণ কঠোর।
দরসন বিনা বহুত দিন বীতে সুন্দর প্রীতম মোর॥
চারি পহর চারোঁ জুগ বীতে রৈন গঁবাই ভোর।
অবধি গই অজহুঁ নহিঁ আয়ে কতহুঁ রহে চিত চোর
কবহুঁ নৈন নিরখি নহিঁ দেখে মারগ চিতবত চোর।
'দাদু' ঐসে আতুর বিরহিণ জৈসে চন্দ চকোর॥

—

যোগিন তুমে পুকারো প্রভুজী।
মঁন মে দরশন-পিয়াস কী জ্বালা,
হাথ মে তুঁহারে নাম কী মালা,
মুসে বোল তুঁহারে—প্রভুজী।
সব মেরে ম্যয় ফিরভী একেলী,
প্রীত তুঁহারে মেরে সহেলী,
তুমহারে রঙ্গম্ রঙ্গায়ি ম্যয়,
ছোড় কি রঙ্গ সারে – প্রভুজী।
ভিগি আঁখিয়া পিয়াসী হ্যায় মন,
তুঁহারী কারণ বনিহুঁ যোগন্,
ইস্ দুখিয়াকে পীর মিটানে
কোভি তুম আও প্যারে॥

আশাবরী—একতালা

মৈঁ গুলাম, মৈঁ গুলাম, মৈঁ গুলাম তেরা,
তু দেওয়ান্, তু দেওয়ান্, তু দেওয়ান্ মেরা।
এক রোটী, এক লাঙ্গোটী দুয়ারে তেরে পায়া,
ভকতি ভাও দে আরোগ, নাম তেরা গায়া।
তু দেওয়ান্, মেহেরবান্, নাম তেরা মীরা,
অব্ কী বার দে দীদার মেহের কর্ ফকীরা।
তু দেওয়ান্, মেহেরবান্, নাম তেরা বঢ়িয়া,
দাস 'কবীর' শরণমে আয়া চরণ লাগে তারেয়া॥

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল

এক বার সবহি পর বীতী।
হমী জানে হমী পর বীতী॥
ভর আয়ে নীর বরষে হি বদরা,
জাল পড়ি মছলি পর বীতী॥
চন্দ্র স্থরয গগন তপত হৈ,
গ্রহণ ভয়ো উনো পর বীতী॥
কহত 'কবীরা' শুনো মেরে সাঁই,
এক বার সবহি পর বীতী॥

সুহাকানাড়া—তেতালা

তনকা তনিক ভরোসা নহী, কাহে করত গুমানা রে ॥
টেঢ়ে চলেঁ মড়োড়ে মূছে, বিষয় বান লিপটানা রে।
ঠোকর লাগে চেতকর চলনা, কব যায়ে প্রাণত জানা রে ॥
মেরি মেরি করতা ডোলে, মায়া দেখ লুভানা রে।
যা বস্তীমে রহনা নহী, সাচে ঘর উঠ জানা রে ॥
পীর ফকীর ঔলিয়া যোগী, রহে ন রাজা রাণা রে।
পৈগ পৈগ কর তক তক মারে, কাল অচানক বনা রে ॥
কাম ক্রোধ মদ লোভ ছাঁড়কে শরণ ধনী কি আনা রে।
কহত 'কবীর' বিসার নাম, ত্রিলোকী নহী ঠিকানা রে ॥

কৌসিয়া (মারবাড়ী ভজন)

পলমেঁ পবন ঘণোরী চলতী, পলমেঁ পত্তে হলৈ ন চল।
পলমেঁ পঞ্ছী উড়তে দেখা, পলমেঁ আপ কটাদে গল।
পলমেঁ কূপ তলাব সুকা দে, পলমেঁ কর দে জল হো জল ॥
পল ভরমেঁ বহ ভীখমগা দে, জিনকে লারে লস্কর দল।
পল ভরমেঁ বহ রাজা কর দে, জিসকে করমেঁ শ্যামী জল ॥
পল ভরমেঁ তো জবান বনা দে, পলমেঁ কর দে বৃদ্ধাবল।
কহতে হৈঁ কর্তা সো ডরিয়ে, করতা লাবে ঘড়ী ন পল ॥

ঐসো কছু অনুভব কহত না আবৈ।
সাহিব মিলৈ তো কো বিলগাবৈ॥
সবমেঁ হরি হৈ, হরিমেঁ সব হৈ,
হরি অপনো জিন জানা।
সাখী নহীঁ ঔর কোই দুসর,
জাননহার সয়ানা॥
বাজীগরসোঁ রাচি রহা,
বাজীকা মরম ন জানা।
বাজী ঝুট, সাঁচ বাজীগর,
জানা মন পতিয়ানা॥
মন থির হোই তো কোই ন সুঝৈ,
জানৈ জাননহারা।
কহ 'রৈদাস' বিমল বিবেক সুখ,
সহজ সরূপ সঁভারা॥

শুক্ল বেলাবলী—ঝাঁপতাল

সাধন করতে আয়ে হো গুণী জ্ঞানী,
কেথ নাদ কেথ বেদ কেথ অহংকার।
কৌন ধুরণ কৌন মুরণ কৌন তান কৌন সুর,
এতে কো বেবরা লিয়ে বিচার।
বিদ্যা অটপটি অপরম্পার, কেনহু ন পাও এহি সাগর পার;
কহত 'তানসেন', শুনরে সুঘর গুণী,
এতি তো কহ কিনি নায়ক গোপাল॥

কেদারা—তেতালা

রাম কহো রহমান কহো কোউ, কান্হ কহো মহাদেব রে।
পারসনাথ কহো কোউ ব্রহ্মা, সকল ব্রহ্ম স্বয়মেব রে॥
ভাজন ভেদ কহাবত নানা, এক মৃত্তিকারূপ রে।
তৈসে খণ্ড কল্পনারোপিত, আপ অখণ্ড স্বরূপ রে॥
নিজপদ রমে রাম সো কহিয়ে, রহিম করে রহমান রে।
করসে করম কান্হ সো কহিয়ে, মহাদেব নির্বাণ রে॥
পরসে রূপ পারস সো কহিয়ে, ব্রহ্ম চিন্হে সো ব্রহ্ম রে।
ইহি বিধি সাধো আপ 'আনন্দঘন', চেতনময় নিষ্কর্ম রে॥

দেশী টোড়ী

জো নর দুখ মেঁ দুখ নহিঁ মানৈ।
সুখ সনেহ অরু ভয় নহি জাকে, কঞ্চন মাটী জানৈ॥
হর্ষ সোকঁ তে রহৈ নিয়ারী, নাহিঁ মান অপমানৈ॥
আসা মনসা সকল ত্যাগিকৈ, জগতেঁ রহৈ নিরাসা।
কাম ক্রোধ জেহি পরসে নাহিন, তেহি ঘট ব্রহ্ম-নিবাসা॥
গুরু-কিরপা জেহি নর পৈ কীন্হীঁ, তিন যহ জুগতি পিছানী
'নানক' লীন ভয়ো গোবিন্দ সোঁ, জ্যো পানী সঙ্গ পানী॥

আশা—দীপচন্দ্র

ঠাকুর তব শরণাই আয়ো।
উতর্ গয়া মেরা মন্কা সংশা, জব তেরা দরশন পায়ো॥
অনবোলত মেরী বিরথা জানী, আপনা নাম জপায়ো।
দুখ নাটে, সুখ সহজ সমায়ো, আনন্দ আনন্দ গুণা গায়ো॥
বাঁহ পকড় কর লীনে আপনে, গিরা অন্ধ কূপতে মায়ে।
কহু 'নানক' গুরু বন্ধন কাটৈ, বিছড়ত আন্ মিলায়ো॥

নট—ত্রেতালা

প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো ।
সমদরশী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো ॥
ইক নদিয়া ইক নার কহাবত মৈলী হী নীর ভরো ।
জব্ মিলকরকে এক বরন ভই স্থরসরি নাম পরো ॥
ইক লোহা পূজামে রাখত, ইক ঘর বধিক পরো ।
পারস গুণ-অবগুণ নহিঁ চিতবত, কঞ্চন করত খরো ॥
ইক মায়া ইক ব্রহ্ম কহাবত 'স্থরদাস' ঝগরো ।
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ॥

ভীমপলশ্রী—তেতালা

জাকে রূপ বরণ বপু নাহি, নৈন মুঁদি চিত বো চিতমাহি ॥
হৃদয়-কমলমে জ্যোতি বিরাজে, অনহদ নাদ নিরন্তর বাঁজে ।
ইড়া-পিঙ্গলা-স্থষমন নাড়ী, সহজ স্থতামে বসৈ মুরারি ॥
মাতা পিতা ন দারা ভাই, জল থল ঘট ঘট রহো সমাই ।
ইহি প্রকার ভবদুখ সরি তরহুঁ, যোগ পন্থ ক্রম ক্রম অনুসরহুঁ ॥

ভীমপলশ্রী—কাহার্বা

জগতমে জীবন হয়্ দিন চার ।
স্থকৃত কর হরিনাম স্থমরলে মানুষ জন্ম স্থধার ॥
সত্য ধর্মসে করো কমাই ভোগ-স্থখ-সংসার ।
মাত-পিতা-গুরুজনকী সেবা কীজে পর-উপকার ॥
পশু পক্ষী নর সব জীবন মেঁ ঈশ্বর অনৃশ নিহার ।
দ্বৈত ভাব মনসে বিসরাবো সবসে প্রেম বিহার ॥

সকল জগতকে অন্দর বাহির পুরণ ব্রহ্ম অপার।
সত্ চিদানন্দ রূপ পিছানো কর সতসংগ বিচার ॥
ইয় সংসার স্বপ্নকী মায়া মমতা মোহ নিবার।
'ব্রহ্মানন্দ' তোড় ভববন্ধন পাবো মোক্ষ দুবার ॥

চেতন চমক্ নিয়ারী সাধো চেতন চমক্ নিয়ারী রে ॥
হাড় মাঁসকী দেহ বনী হৈ জামেঁ লগী নব বারী রে
চেতন কেবল বোলত চালত সুখদুঃখ জানন হারী রে ॥
প্রাণ সঙ্গ জব্ চেতন নিকলে পড়েজিমীপর ভারী রে
বীচ চিতাকে যায় জলাবেঁ ভুলযায় সুধী সারি রে ॥
ঘট ঘট মেঁ চেতনকা বাসা দেব দমুজ নর নারী রে
পশুপক্ষী বিরছনকে মাঁহি ব্যাপকহৈ সুখকারী রে ॥
ইস্ চেতনকো ঈশ্বর জানো পরব্রহ্ম অবিনাশী বে
'ব্রহ্মানন্দ' ভেদ ছোড়ো একরূপ নিরধারী রে ॥

পিলু-বারোয়া—ঠুংরী

ওহি দেশকো হামে জানা।
যাঁহা নেহি আপনা আউর বেগানা ॥

(যাঁহা) চন্দ্র সুরয নেহি ভাওয়ে, শোক তাপ নেহি পাওয়ে।
(যাঁহা) নেহি জমিন আউর আসমানা ॥
(যাঁহা) মিটগয়ী সব ধান্দা রাম রহিম এক বান্দা।
(যাঁহা) নেহি বেদ আউর কোরাণা ॥
(যাঁহা) আগম নিগম নেহি বাণী, জীয়ত মরত নেহি জানি,
(যাঁহা) জাকে ফিন্ নেহি আনা ॥

বিবিধ সঙ্গীত

ভৈরবী—কাওয়ালী

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে !

শ্যাম-বিটপি-ঘন-তট-বিপ্লাবিনী ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে ॥

কত নগনগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণ-যুগ মায়ী,

কত নরনারী ধন্য হইল মা, তব সলিলে অবগাহি' ;

বহিছ জননি, এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি',

করিছ শ্যামল কত মরুপ্রান্তর শীতল পুণ্য-তরঙ্গে ॥

নারদ-কীর্তন-পুলকিত-মাধব বিগলিত-করুণা ক্ষরিয়া,

ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-উচ্ছলি ধূর্জটি-জটিল-জটা'পরি ঝরিয়া,

অম্বর হইতে সম শত ধারা জ্যোতিঃ প্রপাত তিমিরে,

নামি' ধরায় হিমাচলমূলে মিশিলে সাগর সঙ্গে ॥

পরিহরি ভব-সুখ-দুখ যখন মা, শায়িত অন্তিম-শয়নে,

বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,

বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে ;

(ওগো) মা ভাগীরথি ! জাহ্নবি ! সুরধুনি ! কল-কল্লোলিনি গঙ্গে ॥

———

মিশ্র-কানাড়া—তেওরা

অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু-বাদল ঝরে,

লক্ষ্মী-হীনা শূন্য পুরী, প্রাণ কেমন করে

হায় সরযূ কোমল স্বরে শোকের গীতি গো,
ডাকছে যেন করুণ তানে—কোথায় সীতা গো,
কোথায় সীতা, কোথায় সীতা, জ্বলছে প্রাণে স্মৃতির চিতা,
কাজ্‌লা রাতের বেদন বাঁশী বাজ্‌ল নীরব স্বরে।
কোথায় আলো, কোথায় আলো, আকাশ ভুবন কালোয় কালো,
আমি ফিরব না আর, ফিরব না আর,
প্রাণ-কাঁদানো মা-হারানো ঘরে॥

বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙ্গে না হায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
কে ভুলায়ে বসাইল কপট পাশায়?
সকলি হারালি তায়, তবু খেলা না ফুরায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
পথের সম্বল গৃহের দান, বিবেক-উজ্জ্বল, সুন্দর প্রাণ,
তা' কি পণে রাখা যায়, খেলায় তা' কে হারায়?
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
আসিছে রাতি, কত রবি মাতি,
সাথীরা যে চলে যায়, খেলা ফেলে চলে আয়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!

সন্ধ্যা হল গো—ও মা, সন্ধ্যা হল বুকে ধরো।
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো॥
ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো, সব যে কোথায় হারিয়েছে গো,
ছড়ানো এই জীবন তোমার আঁধার-মাঝে হোক-না জড়ো॥

আর আমারে বাইরে তোমার কোথাও যেন না যায় দেখা।
তোমার রাতে মিলাক আমার জীবনসাঁঝের রশ্মিরেখা॥
আমায় ঘিরি আমায় চুমি কেবল তুমি, কেবল তুমি।
আমার ব'লে যা আছে মা, তোমার ক'রে সকল হরো॥

জনম মরণ জীবনের দুটি দ্বার,
তারই দুই পথে আসা যাওয়া অনিবার।
প্রভাতের পাখী এ পথে আসিয়া
নীড় বাঁধে গান পুলকে গাহিয়া,
ওপথে চলিলে সন্ধ্যা ঘনায়
ফেরে নাকো সে তো আর।
জনম মরণ জীবনের দুটি দ্বারে
উদয় অস্ত আসে যায় বারে বারে।
হেথা আশা সেথা নিরাশার শুধু বাণী,
পথিকেরে ল'য়ে দুই পথে টানাটানি,
এ যদি বাঁধেগো জীবনের বীণা,
ও ছেঁড়ে বীণার তার॥

মালকোষ

ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে।
চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মিছে, আনন্দ আজ আনন্দ রে॥
আকাশ-ভরা জোছনা-ধারা, বাতাস বহে বাঁধন-হারা,
প্রেমের সুরে-ভরা ভুবন, ব্যথার বেদন ঘুচিল রে॥

মরণ-নীল-সাগর হ'তে জীবন বহে সুধা-স্রোতে,
জীবনে মরণ, মরণে জীবন, ভয় কি-বা, কি-বা দুঃখ রে ॥
আকাশ পাখী কহিছে গাহি' "মরণ নাহি, মরণ নাহি,"
রজনী দিন জীবন-ধারা, ঐ যে ঝরে, ঐ যে ঝরে ॥

সাহানা-মিশ্র—একতালা

লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়।
আমার খেটে খেটে খেটে জনম গেল কেটে, তবু ত খাটা না ফুরায় ॥
আলস্য অসুখ রোদ বৃষ্টি নাই, কাঁধেতে জোয়াল না আছে কামাই,
চোখে জল ঝরে, মুছি এক করে, অন্য করে বোঝা তুলি মাথায় ॥
বড় শ্রান্ত হলে পাছে ঘুমাই বলে, রেখে দেছে তা'রা শক্রর মহলে,
মায়া-ছাঁচে-ঢালা আগুনের ঢেলা বুকে পিঠে চড়ে সতত বেড়ায় ॥

ঝিঁঝিট মিশ্র—যৎ

যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে, অবসর কৈ হলো না (আমার)।
(বসে) নির্জনে নিশ্চিন্তে, করব তাঁর চিন্তে, এমন দিন ত কৈ পেলাম না ॥
বাল্যকাল খেলায় গত হ'ল মন, ভোগ-বিলাসে গেল রে যৌবন,
জরা ব্যাধি আসি ধরিল এখন, আমার হ'ল না বুঝি তাঁর সাধনা ॥
যাঁদ জপে বসি নানাচিন্তা আসে, যত প্রয়োজন সেই অবকাশে,
নিত্য এ নিগ্রহ ভুঞ্জি গৃহবাসে, বিড়ম্বনা হেতু এসব কামনা ॥
মাতৃ-পিতৃ-ঋণ নারিনু শোধিতে, না পারিনু গুরুর চরণ সেবিতে,
তাই সদাই চিন্তে, শমন আসি অন্তে, দিবে বুঝি কত যাতনা ॥

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান!
সেই স্বরেতে জাগবো আমি, দাও মোরে সেই কান॥
ভুলবো না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে,
মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ॥
সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্ত-বীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হ'তে ছিন্ন করে সেই গভীরে লও গো মোরে,
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান॥

ভয় কি রে তোর সেই অভয়ের কোলে থেকে?
যাক্ না কেন তিমির-রাতি তোর দুয়ারে ধমক হেঁকে!
আসুক-না ঝড় উঠুক তুফান, গর্জে উঠুক ভুবন-বিমান,
রইবি রে তুই ভূধর সমান,—সেই অটলের বুকে লেগে॥
অযাচিত যে জন এলো তোমার সাথে সৃষ্টি-প্রাতে,
অবারিত রইবে সে জন অন্ধকারের প্রলয়-রাতে;
হেরি তাঁহার মুখের হাসি, বুঝবি ওরে অবিশ্বাসি,
ঈশানের ঐ বিষাণেতেও শ্যামের বাঁশী আছে জেগে॥
কোন্ আঁধারের পাষাণ-শিলায় আলোক-সাগর বাঁধতে পারে?
অন্ধতম রাত্রিশেষে প্রভাত আসে বারে বারে।
জ্যোতির তনয় তোমার মাঝে জ্যোতির সপ্ততন্ত্রী বাজে,
তোমার চোখের তড়িৎ-চাবুক হান তুমি প্রলয়-মেঘে॥
এই জীবনে এই দেহেতে কতবার তুই নূতন হ'লি!
জীর্ণ বসন ফেলে দিয়ে আবার নূতন বসন প'লি!
না হয় এবার মরণ-মাঝে সাজবি বারেক নবীন সাজে,
মূল যবে তোর রইল বাঁধা, কিসের মায়া ফুলের লেগে?

দুখের পথে নামলি যদি চল্ দ'লে তুই দুঃখটারে।
না হয় কাঁটা বিঁধলো পায়ে,
রক্ত-ঝরা চরণ-ঘায়ে,
চল্ দ'লে তুই বিপদবাধা মরুপথের রুক্ষতারে।
ও তুই, চোখের জলে নিভাস নারে মনের বাতি,
বুকের আগুন হোক না এবার চলার সাথী,
ও তুই, মনের ঘরে ঠাঁই না পেলে ঘা দিবি কার রুদ্ধদ্বারে!
সাগর যদি পার হবি তো তুফানে তোর ভয় কেন?
ঝড়ের মুখে মেলতে পাখা ভরসা তোর নাই কেন?
সাগর যত হোক না বড় আছে তো শেষ,
অন্ধকারের পারেই আছে আলোর সে দেশ,
ও তোর হৃদয়ে যে তীর হেনেছে সেই সাজাবে পুষ্পহারে॥

গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই—
গানের এ অগ্নিমালা দেব কারে খুঁজে না পাই।
নিশিদিন পায়ে যাদের শিকল বাজে
তারা যে বন্দী সবাই নিজের কাছে
তারা যে জীবন-তরী নকল সোনায় করলো বোঝাই।
আমার এ গানের পাখী সোনার খাঁচায় দেয় না ধরা,
কোকিলের গান সে তো নয় সোনায় গড়া,
গানে মোর মিলন-দোলায় ভুবন দোলে,
এ গানে পরের লাগি আপন ভোলে,
যে শুধু মিলন-ডোরে বাঁধবে ভুবন,
ও সেই সবার আপন, তারেই যে চাই॥

মিশ্র—দাদরা

মন্দিরে তোর জ্বালাস নে দীপ, করিস নে আজ শঙ্খরোল,
প্রেমের পূজার আয়োজনে প্রাণের দেউল গড়ে তোল।
মন-কুসুমে গাথবি মালা, অনুরাগের প্রদীপ জালা,
চরণ ধুতে বেদীর তলে ঢালিস রে তোর অশ্রুজল।
যদি রে তোর প্রিয়তম না দেয় দেখা আজকে সাঁঝে,
অভিসারে কাটাস নিশি বিরহেরি আঁধার মাঝে।
মিলন-রাতে আসবে প্রিয়, অঙ্গে তাহার পরশ নিয়ো,
শিহরণের অন্তরালে প্রেমে হবে প্রাণ উতোল ॥

—

প্রতিমা গড়িয়া দেবতা চেয়েছি, গড়িয়াছি তার দেবালয়;
দেবতা কহিল, অন্ধ পূজারি, আমি নয়, ও যে আমি নয়!
সত্য যেথায় সুন্দর সম রাজে,
মুক্তিমন্ত্র নিয়ত যেথায় বাজে,
অহঙ্কারের মণিহার যেথা অনুতাপে ধূলি হয়,
সেখানে বিরাজে আসন আমার প্রেম-অমৃতময়।
শক্তি যেথায় মুক্তির লাগি করে না আত্মদান,
দেবতা কহিল, সেখানে আমার দুঃসহ অপমান—
সাম্য যেথায় শান্তির গান করে,
মানুষের ব্যথা মানুষ যেখানে হরে,
প্রেমের স্বপ্নে যেথা স্বার্থের শৃঙ্খল ধূলি হয়,
মন্দিরে নয়, আসন আমার নিয়ত সেখানে রয় ॥

যার লাগি তোর কাঁদেরে প্রাণ সেই তো ভগবান।
মন্দিরে তুই খুঁজিস মিছে দেখ্‌না খুঁজে প্রাণ।
এই তো আকাশ, এই তো বাতাস,
সবার মাঝেই তারই প্রকাশ,
সবার মাঝেই শুনিস নাকি তারই সে আহ্বান।
ও ভাই, মাটির ঘরে বসত ক'রে ভুলিস না ভাই ধূলি,
যদি মনের মানুষ মেলে যাসনে তারে ভুলি।
তোর দেবতা তারই মাঝে,
তোরেই খোঁজে সকাল সাঁঝে
ও তুই অহঙ্কারে চিনলি না ভাই, করলি অপমান॥

বাউল—একতালা

নীচুর কাছে নীচু হ'তে শিখলি না রে মন!
সুখীজনের করিস্‌ পূজা, দুঃখীর অযতন। (মূঢ় মন)।
লাগে নি যার পায়ে ধূলি, কি নিবি তার চরণ-ধূলি?
নয় রে সোনায়, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন!
প্রেমধন মায়ের মতন, দুঃখী সুতেই অধিক যতন;
এই ধনেতে ধনী যে জন, সেই ত মহাজন!
বৃথা তোর কৃচ্ছ্রসাধন, সেবাই নরের শ্রেষ্ঠসাধন।
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ!
মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস্‌ ভুলে সরল সত্য,—
সকল ঘরে সকল নরে আছেন নারায়ণ!

বাউল

মিছে তুই ভাবিস মন,
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন।
পাখীরা বনে বনে গাহে গান আপন মনে,
নাই-বা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ।
ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি, কাল কি হবে?
না হয় তাদের মত শুকিয়ে যাবি, গন্ধ করি' বিতরণ।
মনের দুঃখ চাপি মনে হেসে নে সবার সনে,
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা, জানাস্ প্রাণের বেদন।
আজি তোর যার বিরহে নয়নে অশ্রু বহে,
হয়ত তাহার পাবি দেখা গানটি হ'লে সমাপন॥

কীর্তন—তালফেরতা

ওগো সাথী! মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক মাথে।
যে পথে কাননে আসে ফুলদল, যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে।
যে পথে বধূরা যমুনার কূলে যায় ফুলহাতে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে।
যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়, যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে পথে মোদের হবে অভিসার, শেষ তিমির রাতে॥

আমারে দাও গো ব'লে সেই রসিকের কোন ঠিকানা !
নয়ন বলে পাইনি তারে, হৃদয় বলে যায়নি জানা।
সে কি গন্ধ হ'ল ফুলের বুকে,
(আহা-রে) গান হ'ল কি পাখীর মুখে,
সে কি নদীর ধারায় খুঁজে বেড়ায় দূর সাগরের দূর নিশানা ?
আমারে দাও গো ব'লে সেই রসিকের কোন ঠিকানা !
সে কি কইলো কথা বাঁশীর সুরে,
বাতাসে সঙ্গ দিল অঙ্গ জুড়ে,
সে কি সূর্যতারার চমক দিয়ে তোর আকাশে দেয়নি হানা ?
আমারে দাও গো ব'লে সেই রসিকের কোন ঠিকানা !
সে কি সাগর হয়ে বুকের তলে
আমার ব্যথায় ঝরে চোখের জলে,
কবে সে প্রেমের ঢেউএ অসীম স্নেহে ভুলিয়ে দেবে মোর সীমানা।
আমারে দাও গো ব'লে সেই রসিকের কোন ঠিকানা ॥

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আসো ॥
এই অকূল সংসারে দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে।
ঘোর বিপদ-মাঝে কোন জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাসো ॥
তুমি কাহার সন্ধানে সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল ক'রে কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাসো ॥
তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে যে তোমার সাথের সাথী ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে কোন অনন্ত প্রাণ-সাগরে আনন্দে ভাসো ॥

ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত যারা মানুষ তারা তো নয়,
মানুষের বেশে দিয়ে যায় তারা দেবতার পরিচয়।
মানুষ তারা তো নয়॥
হাজার জনের নয়নের জল মন যে তাদের করে টলমল,
হাজার জনের বেদনার বোঝা অন্তরে তারা বয়।
চাঁদ ওঠে নাকো তাদের আকাশে,
ফোটে নাকো ফুল তারি চলার পথে।
চিরঝটিকার যাত্রী তাহারা, নাহি ক্ষয়, নাহি ভয়।
মানুষ তারা তো নয়॥

তুমি কেমন ক'রে গান করো, হে গুণী,
অবাক হ'য়ে শুনি, কেবল শুনি॥
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে, সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী॥
মনে করি অম্‌নি সুরে গাই, কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।
কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে, হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছো কোন্ ফাঁদে চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি'॥

আমার ব্যথার ফুলে সাজাব আজ তোমার পূজার ডালা,
গাঁথব আমার চোখের জলে বিনি-সুতার মালা।
যা' আছে মোর কালোয় কালো দহন দিয়ে করব আলো,
সে হোমশিখায় হ'বে তোমার আরতি-দীপ জালা।

প্রিয়, তোমার রুদ্র-আঘাত আর করিনা ভয়,
আঘাত তব পরশমণি উজল হিরণ্ময়।
আঘাত যা'রে কর বুকে তা'রে তোমার দখিন মুখে
শোনাও শুভ অভয়বাণী শক্তি-পীযুষ-ঢালা॥

আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে
দিবস গেলে করবো নিবেদন—
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন॥
যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখীরা যায় আপন কুলায়-মাঝে,
সন্ধ্যাপূজার ঘণ্টা যখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন,
ব্যথার পূজা হবে সমাপন॥
অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ডোরে,
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে।
যখন পূজার হোমানলে উঠবে জ্বলে একে একে তা'রা
আকাশ-পানে ছুটবে বাঁধন-হারা,
অস্তরবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন,
ব্যথার পূজা হবে সমাপন॥

———

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ।
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার-মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেলো কাজ-ভাঙানো গান।

নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,
তাদের পানে ভাঁটার টানে যাবো রে আজ ঘর-ছাড়া,
সন্ধ্যা আসে, দিন যে চ'লে যায়। ও রে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে, দিনের শেষের শেষ খেয়ায় ॥
সাঁঝের বেলা ভাঁটার স্রোতে ও পার হতে একটানা
একটি-দুটি যায় যে তরী ভেসে।
কেমন করে চিনবো ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।
অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁষে
ছায়ায় যেন ছায়ার মতো যায়,
ডাক্‌লে আমি ক্ষণেক থামি' হেথায় পাড়ি ধ'রবে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায় ? ও রে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে, দিনের শেষের শেষ খেয়ায় ॥
ঘরেই যারা যাবার তা'রা কখন গেছে ঘর-পানে,
পারে যারা যাবার গেছে পারে ;
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তা'রে।
ফুলের বাহার নাইকো যাহার, ফসল যাহার ফ'ললো না,
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁঝের আলো জ্ব'ললো না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়। ও রে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে, বেলা-শেষের শেষ খেয়ায় ॥

(ঐ) মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, আয় চলে আয় আমার পাশে ॥
বলে "আয়রে ছুটে, আয়রে ত্বরা, হেথা নাইকো মৃত্যু, নাইকো জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে,
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা, চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে ॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে, ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে,
দেখ, ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে,
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে আয় চলে আয় আমাব পাশে ॥
কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ, ওরে, ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ,
ওরে, সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে,
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস্ পরবাসে" ॥

জাতীয় সঙ্গীত

বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
ত্রিংশ-কোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,
দ্বিত্রিংশ-কোটি-ভুজৈর্ধৃত-খর-করবালে,
কে বলে মা তুমি অবলে!
বহুবল-ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল-বারিণীং মাতরম্॥
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে॥
ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী, কমলা কমলদল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাম্।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম॥

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

বন্দি তোমায় ভারত-জননি, বিদ্যামুকুট-ধারিণী,
বরপুত্রের তপ-অর্জ্জিত-গৌরবমণি-মালিনী,
কোটিসন্তান-আঁখিতর্পণ-হৃদি-আনন্দ-কারিণী।
মরি বিদ্যামুকুট-ধারিণি!
যুগ যুগান্ত তিমির অন্তে হাস মা কমলবরণি,
আশার আলোকে ফুল্লহৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী।
নবজীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী,
হাস মা কমলবরণি!
এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি, শৌর্য-বীর্য-শালিনী!
আবার তোমায় দেখিব জননি, সুখে দশদিক্-পালিনী॥

অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী,
অয়ি নির্মল-সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী, জনকজননী-জননী॥
নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল, অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল, শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞান-ধর্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী॥

নমো নমো জননি অশেষ-গুণধারিণী

নিত্য-সরসা,	চিত্ত-হরষা,	রৌদ্র-কনক-বরণী।
শস্য-শ্যামলা,	কুন্দ-ধবলা,	অম্বু-মেখলা-ধারিণী।
নিত্য-নবীনা,	চিত্ত-দ্রাবিণা,	সপ্তস্বর-সুভাষিণী।
তুঙ্গ-হৃদয়া,	দিক্-বলয়া,	স্নিগ্ধ-মলয়-শ্বাসিনী।
দীপ্তি-প্রোজ্জ্বলা,	চন্দ্র-কুন্তলা,	অব্জ-বিলোল-লোচনী।
স্রোত-মধুরা,	নীর-ক্ষীর-ধারা,	সন্তাপ-জরা-নাশিনী।
পল্লী-শোভনা,	মল্লি-ভরণা,	দ্রুম-চামর-ধারিণী।
লক্ষ-প্রসূতা,	মোক্ষ-জ্ঞানদা,	অযুত-সুত-শালিনী।
কৃত্য-কুশলা,	চিত্ত-বহুলা,	চিত্ত-বেদন-হারিণী।

জয়দে, জয়-দায়িনি ॥

মিশ্র—একতালা

কে বলে তোমায় কাঙ্গালিনী, ওগো আমার ভারতরাণী।
তোমার মহিমা, বিভব গরিমা, কি কব মা নাহি জানি ॥
নাইবা পরিলে হেম-হার গলে মণি-মুকুতার মালা,
নাইবা শোভিল চরণে তোমার সোনার বরণডালা।
জীর্ণ কুটিরে ছিন্নবসনে তবু তুমি রাজরাণী ॥
পরের যা কিছু বসন ভূষণ দূর হ'য়ে যাক্ আজ,
যা আছে মোদের সাজাব তা দিয়ে, নাহি তাহে কোন লাজ।
দৈন্য যা কিছু ঘুচাব আমরা, মুছাব নয়নবারি,
ত্রিশ কোটি প্রাণ তোমারি লাগিয়া বলি দিতে মাগো পারি।
স্বর্ণ-ঝাঁপিটি হস্তে ওমা শোনাও অভয়বাণী ॥

ইমন-ভূপালী—একতালা

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে 'জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!'
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল 'জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ॥১॥
সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর-সিন্ধু-শীকর লিপ্ত;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন-তারকা-চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র ॥২॥
শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট, সাগর ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা;
কখনো মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্তমরুর উষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে ॥৩॥
উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত;
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র করিয়া প্রলয় সলিল-বৃষ্টি;
চরণে তোমার কুঞ্জকানন কুসুম-গন্ধ করিছে সৃষ্টি ॥৪॥
জননি! তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি;
জননি! তোমার সন্তান তরে কত-না বেদনা কত-না হর্ষ;
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ ॥৫॥

ইমন-ভূপালী —একতালা

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা,
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম-ভক্তি-ধর্ম-শিক্ষা॥

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী॥ ১॥

ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে,
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর যে-দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে;
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল 'সোঽহং'-ধর্ম॥২॥
আর্য ঋষির অনাদি গভীর উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র,
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র?
তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্মে চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,
যাঁদের গরিমাময় এ অতীত, তাঁরা কখনই নহে মা তুচ্ছ॥৩॥
ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হোক খর্ব;
দুঃখ কি, যদি পাই মা, তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব;
যদি মা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব বংশ,
যাঁদের মহিমাময় এ অতীত, তাঁদের কখনো হবে না ধ্বংস॥৪॥
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ!
এ দেব-ভূমির প্রতি তৃণ'পরে আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি॥৫॥

মিশ্র-কেদারা—একতালা

ধন-ধান্য-পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা,
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি ॥১॥

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে ॥২॥

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মিশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ॥৩॥

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তা'রা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ॥৪॥

ভা'য়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ!
ওমা, তোমার চরণ দুটী বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি ॥৫॥

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায়, হায় রে)—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছো বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
(মরি হায়, হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি' ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে, (মরি হায়, হায় রে)—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে, (মরি হায়, হায় রে)—
ও মা, আমার যে ভাই তা'রা সবাই, তোমার রাখাল তোমার চাষি ॥

ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে-যে আমার মাথার মাণিক হবে।
ও মা, গরীবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে, (মরি হায়, হায় রে)—
আমি পরের ঘরে কিনবো না আর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি ॥

সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলা রে।
কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলেই দলতে হয় রে দূর্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোনার ফসল, সোনার কমল ফুটে রে॥
কোথায় ডাকে দয়েল শ্যামা, ফিঙ্গে গাছে গাছে নাচে?
কোথায় জলে মরাল চলে, মরালী তার পাছে?
বাবুই কোথা বাসা বোনে, চাতক বারি যাচে রে॥
কোন্ ভাষা মরমে পশি' আকুল করি' তোলে প্রাণ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব বাউল সুরের মধুর গান?
চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে॥
কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা সবার অধিক পাই রে দুখ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায় বেড়ে উঠে মোদের বুক?
মোদের পিতৃ-পিতামহের চরণ-ধূলি কোথায় রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলা রে॥

আমার শ্যামলা-বরণ বাংলা-মায়ের রূপ দেখে যা, আয় রে আয়,
গিরিদরি বনে মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে দেখে যা মোর কালো মাকে,
ধূলিরাঙা-পথের বাঁকে বৈরাগিণী বীণ বাজায়॥
ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটী,
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড় মাটী,
কালো মেঘের ঝারি নিয়ে করুণা-বারি ছিটায়॥

কাজলা দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্মমুখ,
খেলে বেড়ায় ডাকাত মেয়ে বনে লয়ে বাঘ ভালুক,
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে, বেদের সাথে সাপ নাচায় ॥
নদীর স্রোতে পাথর নুড়ীর কাঁকণ চুড়ী বাজে তার,
সাঁঝের বারান্দাতে দাঁড়ায় টীপ পরে সন্ধ্যা-তারার ;
ঊষার গাঙে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর বেলায় ॥
হরিৎ-শস্যে লুটায় আঁচল, ঝিল্লীতে নূপুর বাজে,
ভাটিয়ালী গায় ভাঁটার স্রোতে, গায় বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গাতীরে শ্মশানঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায় ॥

বাংলা, তোমায় বুঝিনি মা, যুগে যুগে পূজা করি,
আপনারে লুকিয়ে রাখ, অযুত-বরণ শোভা ধরি।
বৈশাখে মা সন্ন্যাসিনী. সে-কোন অভিমানে তুমি,
শ্রাবণ-ধারায় পীযূষ আনো, শ্যামল কর মরুভূমি ;
কখন তুমি অন্নদা মা, কখন হেরি ভয়ঙ্করী।
শরৎ আসে সাজিয়ে তোমার শাপলা শালুক পদ্মমালা,
হেমন্তে মা মুকুট পর, তাইতে হিমের হীরক জ্বালা,
নদীর চরে জমাও তুমি শঙ্খধবল হাঁসের মেলা,
গোঠের ধারে ধেনু চরে, রাখাল খেলে ব্রজের খেলা,
তোমার ঊষা জাগায় মোরে, ঘুম দিয়ে যায় বিভাবরী ॥

বাংলা মাগো, জাগো, জাগো।
বিশ্ব রহে প্রতীক্ষায়, যুগান্তে যুগান্তে মুখপানে চায়,
বাংলা মা, বাংলা মা, জাগো॥
একি তন্দ্রা ঘোর, মোহ সর্বনাশা,
খোল খোল আঁখি, আছে আছে আশা।
শঙ্কা নাই, শঙ্কা নাই, নাহি শঙ্কা,
শীর্ষে তোমার জাগে গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা ;
দাও দাও সাড়া দাও, জাগো॥
বায়ুজাগ্রত গগনতল, সুরঝঙ্কৃত সাগরজল,
সুন্দর বনমর্মরে, বেণুবিহ্বল প্রান্তরে, ওঠো মা, ওঠো।
নবীন আলোর আশিস্ মাগো,
মিথ্যাচারীরে সত্যদীক্ষা দাও,
হে শ্যামাঙ্গী, সন্তানে বাঁচাও,
শঙ্কা নাই, শঙ্কা নাই, নাহি শঙ্কা,
বক্ষে তোমার বহে সুধাস্যন্দা পদ্মাগঙ্গা,
দাও দাও সাড়া দাও, জাগো॥

মিশ্র-ঝিঁঝিট—একতালা

বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ!
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ,
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ,
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে—'আমার দেশ'॥

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন—'আমার দেশ'॥ ১॥

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর।
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ,
তুই কি না মা গো তাঁদের জননী, তুই কি না মা গো তাঁদের দেশ ॥২॥
একদা যাঁহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাঁহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়,
সন্তান যাঁর তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধূলায় আসন, তার কি না এই ছিন্ন বেশ ॥৩॥
উদিল যেখানে মুরজ-মন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান,
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই ত মা সেই ধন্য দেশ,
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ ॥৪॥
যদিও মা, তোর দিব্য-আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি ত মেষ,
দেবি আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ ॥৫॥

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা?
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরমবেদনা।

এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি, কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা ক'য়ে, মিছে যশ ল'য়ে, মিছে কাজে নিশিযাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা॥

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা প'ড়বে ছিঁড়ে, হয়তো রে ফল ফলবে না॥
আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই ব'লেই কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি, হয়তো বাতি জ্বলবে না॥
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী,
তবু হয়তো তোমার আপন ঘরে পাষাণ হিয়া গলবে না॥
বদ্ধ দুয়ার দেখলি ব'লে অমনি কি তুই আসবি চলে,
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে, হয়তো দুয়ার টলবে না।
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না॥

এই দেশেরে বাসবি যদি ভাল,
তোর আপন আলোয় জ্বালতে হবে দেশের প্রাণে আলো
অন্ধ এ দেশ দেখে না চোখ খুলে,
পঙ্গু এ দেশ চলতে গেছে ভুলে,
ওরে আগুন পেলে আগুন জ্বলে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ জ্বালো

তোর শক্তি আছে, মুক্তিরে তুই দিস্‌নে কেন ছাড়ি',
কেন অশন বসন লাগি রে তুই হ'লি রে ভিখারী ;
লুকানো সেই বজ্র যে তোর বুকে,
দধীচি-হাড় ঘুমায় রে কোন দুখে,
তোর আলোর তরবারেই ঘুচুক রাতের যত কালো ॥

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়—(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ॥
যদি সবাই ফিরে যায়—(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে ॥
যদি আলো না ধরে—(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি ঝড়বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে ॥

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে, শুন এ কবির গান।—
তোমার চরণে নবীন হর্ষে এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি, এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান॥

কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের, অন্ন নাহিক জুটে।
যা' আছে মোদের এনেছি সাজায়ে নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন, দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন চরণের ধূলা লুটে।
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ লইব পর্ণপুটে॥

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন, মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নি-বচন, তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব তোমার উত্তরীয়॥

দাও আমাদের অভয়-মন্ত্র, অশোক-মন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃত-মন্ত্র, দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে, যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লবো।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব॥

জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥১॥
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী,
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥২॥
পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখ-ত্রাতা।
জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥৩॥
ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণ-দুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥৪॥

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরি-ভালে,
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবন-রস ঢালে।
তব করুণারুণ রাগে নিদ্রিত ভারত জাগে,
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥৫॥

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে?
লউক বিশ্ব-কর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

বিঘ্নবিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যুগহন পার হইল, টুটিল মোহকারা।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
নিশ্চল নির্বীর্যবাহু কর্মকীর্তিহীনে,
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

নূতন-যুগসূর্য উঠিল, ছুটিল তিমিররাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
গতগৌরব, হৃত-আসন, নতমস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর, নরসমাজ-মাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥

জনগণ-পথ তব জয়-রথচক্র-মুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি-মৌনকণ্ঠ-পূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরমাঝে,
বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হ'ল কাজে।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ-ভার হান অশনিপাতে।
ছায়াভয়-চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥

মানুষের মনে ভোর হ'ল আজ অরুণ গগনতল
আলোকের শিশু ছুটে এসে বলে—আলোকতীর্থে চল।

ওই নতুন দিনের সূর্য
তোর নয়নে নয়নে জ্বালা,
বাজে পরাণে আশার তূর্য
আর কণ্ঠে বিজয়মালা,
চিরযৌবন জাগে রে জাগে চিরচঞ্চল—
আলোকের শিশু ছুটে এসে বলে—আলোকতীর্থে চল।

মোরা স্বপ্ন দেখি যে আজ
ওই সুন্দর হ'ল ধরা,
মানুষের প্রেমে আজ
মানুষের বুক ভরা,
ওরে সবার লাগিয়া প্রাণ রে, ওরে সবার লাগিয়া গান,
তাই জীবনেরে ভালবাসিয়া মোরা জীবন করিব দান।
(মোরা) দুখের কাঁটারে ভুলায়ে ফোটাব কমলদল—
আলোকের শিশু ছুটে এসে বলে—আলোকতীর্থে চল॥

জয় হবে, জয় হবে, জয় হবে, হবে জয়,
মানবের তরে মাটির পৃথিবী, দানবের তরে নয় ॥
জাগো জাগো জাগো চাষী ভাই,
জাগোরে সবাই, হাতে হাত দিয়ে কাজ করে যাই ;
তোমাদেরি হাতে ক্ষুধার অন্ন, তবে কেন মিছে ভয় ॥
যতদিন দেহে আছে প্রাণ, ততদিন সাথে আছে ভগবান ,
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই, তোর হবেনাকো পরাজয় ॥

তরবারি নয়, চাই মা ওমা, চাই মা আশীর্বাদ ।
প্রেমের মন্ত্রে দূর হয় যেন দেশের শত দ্বিধা ।
মোরা ভারতের অহিংস সেনাদল,
ঘুচাব দুঃখ, মুছাব অশ্রুজল,
আমরা উষার আলোর লহরী
ভাঙ্গিয়া ঝড়ের বাঁধ, চাই মা আশীর্বাদ ।

গরীব দুঃখীরে ভাই বলে মানি, পিতা মানি ভগবানে,
নিজের মায়ের অপমান ভাবি স্বদেশের অপমানে,
আমাদের পথ—চির সত্যের পথ,
আমাদের নেতা—জাগ্রত জনমত,
চিরশান্তির বাণী ল'য়ে শিরে, নাহি ভয় অবসাদ ॥

হও ধরমেতে ধীর,
হও করমেতে বীর,
হও উন্নতশির, নাহি ভয়।
ভুলি' ভেদাভেদ জ্ঞান
হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান, হবে জয় ॥

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান,
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়, জগজন মানিবে বিস্ময় ॥

তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন,
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন,
ঐ দেখ প্রভাত উদয়, ঐ দেখ প্রভাত উদয় ॥

ন্যায় বিরাজিত যা'দের করে,
বিঘ্ন পরাজিত তা'দের শরে,
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে,
সত্যের নাহি পরাজয়, সত্যের নাহি পরাজয় ॥

——

বল বল বল সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে॥
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘেরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,
এখনও অমৃত-বাহিনী।
প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহা বন,
প্রতি জনপদ তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব-কাহিনী॥
বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী,
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি,
আমরা তাঁদের সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতিপুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাঁদের সন্ততি॥
ভুলেনি ভারত, ভুলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
নানক নিমাই করেছিল ভাই সকল ভারত-সন্তানে।
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান, এস হে পার্শি, জৈন, খৃষ্টিয়ান,
মিল হে মায়ের চরণে॥

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে, সমুদ্রে হ'লো হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন,
শকহূন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হলো লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিলো সবে,
তা'রা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তা'র বিচিত্র সুর॥
হে রুদ্রবীণা, বাজো বাজো বাজো, ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তা'রাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিলো রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা,
হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন, শোনরে একের ডাক্।
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক্।
দুঃসহ ব্যথা হ'য়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু, মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥